সচিত্র

বিলাতী গুপ্তকথা

বা

ইংলণ্ডে ফরাসি দস্যু।

শ্রীপঞ্চানন রায় চৌধুরী দ্বারা
প্রণীত।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

NEW EDEN PRESS
Printed by B. B Dass
No 2 Talla Bagan Road, Calcutta
1893

সূচীপত্র।

—:০:—

বিষয়	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ভূমিকা।

—:০:—

আজ কাল পাঠক পাঠিকাদের উপন্যাস পাঠের স্পৃহা কিছু বলবতী, সেই জন্য অধিকাংশ লেখক উপন্যাস লিখতে ব্যস্ত। গগণের চন্দ্র সূর্য্যের বিমল বিভা সন্দর্শনে খদ্যোত যেমন তাদের সমকক্ষ হতে চেষ্টা করে আমিও তেমনি দুরাশার বশবর্ত্তী হযে উপন্যাস লিখিতে কৃত সংকল্প হযেচি। কিন্তু কতদূর যে কৃত কার্য্য হলুম তা সহৃদয় পাঠক মহাশযদের বিবেচনাধীন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদী যে সমুদ্রের সহিত মিলিতা হয়, অগভীর ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যখন সেই সমুদ্রে স্থান পায, তখন যে আমি পাঠক মহাশযদের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণে অক্ষম হবো তা কখনই সম্ভব-পর বলে বোধ হয না।

অনেক গ্রন্থকার ইংরাজী সাহিত্য হইতে অনেক পুস্তক অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন, এবং নাযক নায়িক দের নাম ও ঘটনাস্থল পরিবর্ত্তন করিযা স্বকপোল কল্পিত বলিযা পরিচয দেন কিন্তু আমার ন্যায সামান্য লেখকের ততদূর সাহস হয না, সেই জন্য মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, যে যে মহাত্মার লিপি চাতুর্য্যে ভাবুক মাত্রেই মোহিত হন চরিত্র গঠনে বা পাপ ও পুণ্যের চিত্র অঙ্কনে যিনি সুপটু সেই প্রতিভাশালী লেখক মহাত্মা

রেলেণ্ডের বিখ্যাত উপন্যাস রবার্ট ম্যাকেয়ারের ছায়া মাত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত হইযাছে।

আমি এই গ্রন্থখানি অবিকল অনুবাদ করি নাই বা নাম ধাম গুলি পরিবর্ত্তন করিতে প্রযাস পাই নাই। যদি সৌভাগ্য বশতঃ পাঠক মহাশযদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি তাহা হইলে উক্ত মহাত্মার আর আর উপন্যাস গুলি অনুবাদ করিয়া পাঠক মহাশয়দের উপহার দিব। আমার এই অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে, পাঠক মহাশয়েরা তাহার নিরপেক্ষ বিচারক আমি লণ্ঠন বাহক সুতরাং নিজে অন্ধ। এক্ষণে সহৃদয পাঠক মহাশযেদের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি পতিত হইলে সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

শ্রীপঞ্চানন রায চৌধুরী

নূতন

সচিত্র

বিলাতী গুপ্তকথা

বা

ইংলণ্ডে ফরাসি দস্যু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

দুই বন্ধু।

রাত পোহালো ফর্সা হলো ফুটলো কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা জুটলো অলিকুল॥
ঘরের চালে পালে পালে ডাক্‌ছে কত কাক।
পূজা বাড়িতে জোর কাটিতে বাজছে যেন ঢাক॥
৺ দীনবন্ধু মিত্র।

প্রাতঃকাল, সুন্দরীর সিমন্তে সিন্দুরের ন্যায় পূর্ব্বদিক আরক্তিম আভায় পরিশোভিত। শীতল সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত। জগৎ এখন সুপ্ত, কেবল ক্বচিত কোন তরুপর পক্ষীর কূজন শ্রুত হচ্চে। প্রকৃতিদেবীর এই অভিনব বেশ দর্শন করে

বৃক্ষেরা শিশির পতন স্থলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ কচ্চে, কুসুমেরা হাস্যমুখে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত।

জীবের জীবনের প্রাতঃকালের ন্যায় প্রকৃতি সতীর এই বাল্যকালও অতীব রমণীয় ও প্রীতিপদ। এই সময় ভাবুক অপার সুষমা সন্দর্শনে প্রীত হয়ে সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা জগদীশ্বরের প্রেম রসে আপ্লুত হয়, সংসারচক্রে পেষিত নিতান্ত হতভাগ্যের তাপদগ্ধ হৃদয় সুশীতল হয় এবং ঘোর নাস্তিক বিস্ময় রসে মগ্ন হয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

এই সময় এক দিন কেলিশের* প্রশস্ত রাজপথ দিয়া একখানি ডাক গাড়ী দ্রুতবেগে গমন কচ্চে। গাড়ী খানির পশ্চাতে সশস্ত্র একটী পুরুষ বসিয়া আছে। সম্মুখে চালক ও তাহার পার্শ্বে ভদ্র পরিচ্ছদধারী একটি যুবক সর্ব্বাঙ্গ ক্লকে † আচ্ছাদিত করিয়া বসিয়া আছে। যুবকের বয়স কেবল মাত্র বিংশ বর্ষ অতিক্রম হইয়াছে। বাল্য সুলভ চপলতা এখন যুবকের বদনে বিদ্যমান রয়েছে। প্রশস্ত ললাট, আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, বঙ্কিম ভ্রূযুগ দেখলে যুবককে সারল্যের অবতার বলে বোধ হয়। ইহা ব্যতীত অশেষ কারুকার্য্য সম্পন্ন এক ছড়া সোণার চেন গলায় দুলচে, তারকাসম একটী বৃহৎ হীরক খচিত অঙ্গুরি তাহার চম্পক কলি-সম অঙ্গুলির শোভা বিস্তার কচ্চে। তাহার আর আর পরি-চ্ছদ সকল তাহার মহৎ বংশের পরিচায়ক।

* ইংলণ্ডের সমুদ্র তীরবর্ত্তী একটী নগর।

† শীত নিবারণোপযোগী বৃহৎ কোট।

ক্ষণেক পরে যুবক গাড়ী চালককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'নিকটে আর কোন সহর আছে?" সসম্ভ্রমে চালক উত্তর করিল, 'আমরা আর দশ মাইল গেলে একটী ক্ষুদ্র নগর পাইব। তথায় আপনি প্রাতঃ ভোজন করিতে পারেন।" যুবক আর কোন উত্তর করিল না। গাড়ী খানি ক্রমে দ্রুতপদে গমন করিতে করিতে একটু উচ্চ সেতুর নিকট উপস্থিত হইল, ঐ স্থানের উভয় পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত, সুতরাং একটু অন্ধকার, চালক সেতু পার হইবার জন্য গাড়ী খানিকে একটু মন্থর গতিতে চালাইতে লাগিলেন এবং সেই সেতুর উপর গাড়ি খানি উঠিল—অমনি সেই বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একটী গুলি আসিয়া সেই পশ্চাতের সশস্ত্র পুরুষের বক্ষে বিদ্ধ হইল অমনি বাতাহত কদলি বৃক্ষের ন্যায় তিনি গাড়ী হইতে ভূমে নিপতিত হইলেন। গাড়ী চালক পিস্তলের শব্দে চকিত হইয়া যেমন পশ্চাতের দিকে চাহিলেন অমনি একটী সবল ব্যক্তি ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার মস্তকে বন্দুকের বাঁটের দ্বারায় অমনি আঘাত করিল, যে তৎক্ষণাৎ অশ্বরশ্মি তাহার হাত হইতে শিথিল হইয়া পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পক্ক ফলের ন্যায় ভূমে পতিত হইলেন। যুবক মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিল যে গাড়ি লুট করিবার জন্য ডাকাত পড়িয়াছে, অমনি আত্মরক্ষার্থে তাহার পকেট হইতে যেমন পিস্তল বার কর্ব্বেন অমনি আর একজন কৃশ ডাকাত আসিয়া তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া ফেলিল। কাজেই তাঁহাকে নিরুপায় হইতে হইল। যখন যুবককে বন্ধন করে, সেই সময় তিনি ডাকাতদের দেখতে লাগলেন। দেখিলেন

যে সবলকায় প্রথম ডাকাতটীর বয়স আন্দাজ ৪০ বৎসর। গড়ন মাফিকসই ও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, মুখের চেহারা দেখলে বেশ প্রতিভাশালী পুরুষ বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু অনবরত নিষ্ঠুর কার্য্যের দ্বারায় অনেকটা কাঠিন্য ভাব মিশ্রিত হয়েচে। চুলগুলি কোকড়ানো কোকড়ানো, নাকটি খুব সবল, চক্ষু দুটী ভাসা ভাসা ও তেজ পূর্ণ, ভ্রূযুগল জোড়া ও কান দুটি ছোট ছোট, ফলতঃ তাহার বদনে প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক একপ্রকার কঠিন ভাব রাজত্ব কচ্চে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফরাসিদেশজাত সুন্দর পরিচ্ছদে সুশোভিত।

তাহার সঙ্গি দ্বিতীয় ডাকাতটি লম্বা প্রায় ৪॥ হাত হইবে, কিন্তু প্রস্থে আদ হাতের কম। হাতগুলি সরু সরু ঠিক যেন শজনার ডাল, চক্ষু দুটি কোটর গত, নাকটি বসা, তাতে আবার গোঁপ দাড়ি কামানো, কাজেই মুখের চূড়ান্ত বাহার খুলেচে। ঐ দ্বিতীয় ডাকাতের পরিচ্ছদ অতি সামান্য ও দারিদ্রতা ব্যঞ্জক। কোটটি শত তালিযুক্ত ও বদরংযা ইজারটি প্রায় সেই রকম। মাথার টুপিটি ঝাজরির ন্যায় শত শত ছেঁদাযুক্ত ও তিন চারটী ছারপোকা তার উপর মরণিং ওয়ার্কে বেরিয়েছে। জুতা জোড়াটি যেন ক্ষুধিত হয়ে ঘাস খাবার জন্য বোধ হয় হাঁ করে রয়েছে। ডাকাতরা যুবককে বেশ করে হাত পা বেঁধে, প্রথম ডাকাতটী পকেট থেকে এক তাড়া চাবি বার করে, গাড়ি খানার দোর খুলে ফেল্লে। গাড়ি খানার ভিতর জন মানব নাই। কেবল মুখে গালা দিয়ে আঁটা মাঝারি গোছের একটা থলে রয়েছে। ডাকাতটা তাড়াতাড়ি সেই থলেটা তুলে নিয়ে সঙ্গির

হাতে দিলে। সঙ্গিটা হাতে করে নিয়ে বল্লে, "এ যে খুব হালকা খালি কতকগুলো কাগচ আছে," প্রথম ডাকাত একটু হেঁসে বল্লে, "ঐ সব কাগচ একটু পরে সোণার খনি হবে এখন।

তার পর যুবকের আংটি ঘড়ি চেন খুলে নিয়ে একটু মুচ্‌কে হেঁসে বল্লে মহাশয় কিছু মনে কর্ব্বেন না। আপনাদের তিন জনের কেউ প্রাণে মরেনি। অনর্থক নব হত্যা করা রবার্ট মেকেয়ারের অভ্যাস নয়। নামটা শুনেই যুবক যেন চম্‌কে উঠলো, ভাল করে দেখবার জন্য ঘাড় উচু কল্লে, কিন্তু দেখতে না পেয়ে একটু চেচিয়ে বল্লে, তোরেই আমি খুঁজতে ছিলাম, আজ পেয়েও পেলাম না; আচ্ছা একদিন নিশ্চয় এর প্রতিশোধ নোবো।

ডাকাত দুটো যুবকের কথা শুনে মস্ মস্ করে বনের ভিতর গিয়ে ঢুক্‌লো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:o:—

একখানি পত্র।

যতন করিব আমি লভিতে রতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥

৺ ভারতচন্দ্র রায়।

ডাকাতদ্বয় সেই বনের ভিতর দিযে যেতে লাগলো। পক্ষীকুল তাদের বিকট চেহারা দেখে স্ব স্ব নীড় পরিত্যাগ করে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হতে লাগলো। মুক্তার ন্যায় বৃক্ষ চ্যুত শিশির

বিন্দুতে তাদের গাত্রাবরণ প্রায় আর্দ্র হয়ে গেল। দু একটা খরগোস সজারু বনের ভিতর নূতন রকমের জানোয়ার দেখে ভয়ে চোঁচা দৌড় দিল। ডাকাত দুজন এ সব কিছুই লক্ষ্য না করে সটান চলতে আরম্ভ কল্লে।

খানিক পরে তারা সেই বন পার হয়ে একটা প্রশস্ত ক্ষেত্রে গিয়ে পড়লো। তথায় জন মানবের সমাগম নাই। বেশ নির্জ্জন স্থান, ক্রমে দুজনে গিয়ে একটা বাঁধের উপর বসলো প্রথম ডাকাতটী দ্বিতীয় ডাকাতের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে কেন বারনার্ড এমন স্ফূর্ত্তির দিনেতে তুমি মুখখানি চুন করে রইলে; আজ আমরা পেরিস মেল লুট করিলাম টাকায় টাকায় ছয়লাপ হবে, তবু তুমি এমন সুখের দিনে বিমর্ষ কেন; ব্যারনার্ড যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর কল্লে, না বিমর্ষ হবো কেন, তবে জুতোর ভিতর দিয়ে শিশির ঢুকে পাটা একেবারে কালিয়ে গেছে। একটু মুচকে এসে মেকেয়ার বল্লে "একটু থাম আর ঘণ্টা খানিকের মধ্যে তোমাকে রাজপুত্র সাজাবো। এখন দেখা যাক আমাদের এই কাজটার মজুরি কি রকম পোষালো এই কথা বলে গালা ভেঙ্গে থলেটা খুলে ফেল্লে। প্রথমে একখানি কাগচ তুলে বল্লে "এই দেখ পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের* একখানা হুণ্ডি। ইস এই দেখ আর একখানা আড়াই হাজার ফ্রাঙ্কের। এবার কি একখানি পত্র একজন তার উপপতিকে লিখচে. যে সে বিনা নিশ্চয় আত্মঘাতিনী হবে। এ চিটিতে আমাদের কোন কাজ হবে না ছিঁড়ে ফেল। এখানা

* ফরাসি দেশের প্রচলিত মুদ্রাকে ফ্রাঙ্ক বলে।

কি চিটি, একজন ইংরাজ চোর পেরিস্* থেকে তাঁর বন্ধুকে লিখচে, এ পত্র খানা রাখা যাক, যাকে পত্র লিখচে, সে নিশ্চয় কাজের লোক, তার দ্বারায় আমাদের কোন কাজ হাসিল হতে পারে। তার পর আর একখানা পত্র খুলে ফেল্লে, পত্র খানা পাঠ কর্ত্তে কর্ত্তে নির্ব্বাণোম্মুখ প্রদীপের ন্যায় ম্যাকেয়ারের মুখ খানি আনন্দে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাই দেখে সঙ্গি ডাকাতটা বল্লে ও খানা কি পত্র, ম্যাকেয়ার কোন উত্তর না দিয়ে পত্র খানি পড়তে লাগলো।

পেরিস ৩ আগষ্ট ১৮২৪।

প্রিয় মহাশয়!—

আপনার সমস্ত হিসাব পত্র আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি, বোধ হয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনেক দিন হইতে মহাশয়ের সহিত আমাদের কারবার হইতেছে, কিন্তু এতাবৎকাল আমাদের কাহারো সহিত মহাশয়ের চাক্ষুষ আলাপ নাই। কিন্তু ইহাতে নানা অসুবিধা ঘটিতে পারে, সেই জন্য আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য মনস্থ করিয়াছি, যে আমাদের আর একজন অংশিদার মাননীয় এলবার্ট লিবুকে লণ্ডনে পাঠাইব। তিনি আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপ তথায় অবস্থান করিবেন, এবং তাঁহার স্বাক্ষরিত হুণ্ডি সকল আমাদের বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। তিনি এক মাহার মধ্যে ওখানে উপস্থিত হইবেন। তাঁহার যাহাতে কষ্ট না হয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হইবেন। তিনি আমাদের হিসাব পত্রের নিকাশ দিবেন;

* পেরিস ফ্রান্সের রাজধানী।

যদি কোন দৈব দুর্ঘটনা না হয় তা হলে ৩০ তারিখে তিনি রওনা হইবেন।

আপনার নিতান্ত অনুগত ভৃত্য

লেলেমেণ্ড কোং।

পত্র পাঠ শেষ হলে বারনার্ড একটু তাচ্ছল ভাবে বল্লে এ পত্রে আমাদের কি উপকার হবে, ওতো একখানা চোতা কাগজের সামিল। একটু রাগত ভাবে ম্যাকেয়ার বল্লে, কি হবে তা পরে জাস্তে পার্ব্বি, এখন একটু থাম, আমি মতলব সব ঠিক করি, তার পর কার্য্যক্ষেত্রে নাববো। আমার ফিকিরের ভিতর তোমার মোটা বুদ্ধি কখনই প্রবেশ কর্ত্তে পার্ব্বে না বারনার্ড একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে বলতে লাগলো। নানা তাই বলচি যে পত্র খানা খুব কাজের না হলে তুমি কখনই অত যত্ন করে রাখতে না। আর পিপ্পড়ের গর্ত্তের ভিতর যেমন একটা শৃগাল ঢুকতে পারে না, তেমনি তোমার ফিকিরের মধ্যে প্রবেশ করা কি আমার কর্ম্ম। আমি তোমার শিষ্য তুমি আমার গুরু তুমি আমার মোটা বুদ্ধির গোড়ায় জল না ঢাললে কি সরু বুদ্ধি গজাতে পারে, তুমি রামছাগল আমি তোমার গলার ঘুন্টির মতন সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি। একটু মুচকে হেসে ম্যাকেয়ার বল্লে, এখন আর পাগলামি কর্ত্তে হবে না। শীঘ্র চল, আমার অনেক কাজ আছে, আজকার মধ্যে সব ঠিক ঠাক কর্ত্তে হবে। বিলম্ব কল্লে কার্য্য হানির সম্ভাবনা, শীঘ্র চল।

বারনার্ড। আমরা এখন কোথায় যাব।

ম্যাকেয়ার। ইংরাজ জাতির রাজধানী লণ্ডনে যেতে হবে।

বেলা এগারটার মধ্যে লণ্ডনের ব্যাঙ্কে গিয়ে এই সাড়ে সাত হাজার ক্রাঙ্কের হুণ্ডি ভাঙ্গিযে নগদ টাকা কর্ত্তে হবে। তা না হলে আমবা কি করে বড মানুষি ধরণেব কাপড় চোপড় কর্ব্বো। আমি জানি ইংবাজেরা খুব চতুব, সেই চতুর চূড়ামণি-দের চাতুরি জালে আবদ্ধ করে কাজ হাসিল কত্তে হবে। ব্যাপার বড় সহজ নয। তোমাকে আমি যা বলবো, তুমি ঠিক সেই রকম কাজ কর্ব্বে, দেখ যেন পাগলামি করে আমার পাকা ঘুটি কাঁচিযে দিও না। বারনার্ড একটী ছোট খাট হাই তুলে জীব কেটে উত্তর কল্লে, বাপরে তাও কি হয়, আমি তোমার পোষা ভাল্লুক তুমি দড়ি ধরে যে রলম নাচ নাচাবে আমি সেই রকম কোরে তালে তালে নাচবো। আমি কি কাঁচা ছেলে, আর তা হলে কি তোমার সঙ্গে মিল খেতো তেলে জলে কখন কি মেলে। কিন্তু আমার জুতাটী ক্ষিদের চোটে হাঁকরে বাস্তাব ধুলো কাঁকর সব উদরস্থ করেছে তাতে আমার প্রাণে যে কি আয়েস হচ্চে, তা আর এক মুখে বলতে পারিনি। ম্যাকেযার একটু মিটে কড়া রকমের চোখ রাঙিযে বল্লে, আর খানিকক্ষণ থামনা, লণ্ডনে গিয়ে জুতো কাপড় সব কিনে দোবো। ও রকম নেকড়া চোকড়া পরে কি আর ভদ্র স্থানে যাওয়া যায়। বারনার্ডের আর কোন কথা বলতে সাহস হলো না। রাসের সংয়ের ন্যায, জেলের ছেপনকার হুঁড়ির মতন, সঙ্গে সঙ্গে চল্লো। খানিক দূর গিয়ে তারা প্রশস্ত রাজপথ পেলে। তার পর একখানি গাড়ি ভাড়া করে মাণিক জোড়ের ন্যায় দুই বন্ধু লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা কল্লে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সওদাগরের বাড়ি।

এইরূপে ধূর্ত্ত পনা করিল সুন্দর।
করিল বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর॥

ভারতচন্দ্র রায়।

বেলা প্রায় ১১টা, সূর্য্যদেব মধ্য গগণে উদিত হয়ে কিরণ রাশি বর্ষন কচ্চেন। লক্ষ লক্ষ মনুষ্যে লণ্ডনের রাজপথ সমা-কীর্ণ, সহস্র সহস্র বিপণির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে ক্রেতাকে আহ্বান কচ্চে, সকল লোকে শশব্যস্ত ভাবে আপন আপন কর্ম্ম স্থানে যাচ্চে, বৃহৎ বৃহৎ অমনিভ'স* প্রাণীপুঞ্জে পরিপূর্ণ হয়ে ধূম রাশি উদ্গীরণ কর্ত্তে কর্ত্তে দ্রুতপদে গন্তব্য স্থানে গমন কচ্ছে। সুমেরু শিখরসম বৃহৎ বৃহৎ সৌধ মালায় রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্ব পরিশোভিত।

সভ্যতার লীলাভূমি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আকর, বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থান মহারাজ ইংরাজ জাতির রাজধানী মহানগরী লণ্ডন মর্ত্তের অমরাবতী। আলো ও অন্ধকারের একত্র মিলন, পাপ পুণ্যের সুন্দর সামঞ্জস্য এখানকার ন্যায় আর কোথায় আছে কি না সন্দেহ। এই মহানগরীর এক দিকে যেমন ধনকুবের ধনীদের আনন্দ রোলে পরিপূর্ণ হচ্চে; অন্য দিক

* এক প্রকার বৃহৎ শকট।
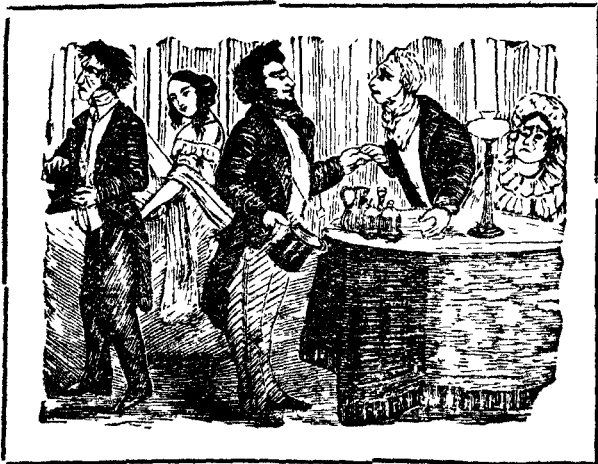
পক্‌লিন্‌টনের নিকট ম্যাকেয়ার লিবু বলিয়া পরিচয় দেন।

তেমনি আবার উদরান্নের জন্য লালায়িত নিঃস্ব দরিদ্রের মর্ম্ম-ভেদি আর্ত্তনাদ, দিগ দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হচ্চে, একদিকে যেমন বিলাসের উচ্চ রব অন্য দিকে তেমনি নিরাশার ঘোর হাহাকার, এক দিকে যেমন খৃষ্ট ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান, অন্য দিক তেমনি পাপের খর স্রোত প্রবাবিত, এক দিক যেমন জীবন্ত ধর্ম্ম ভাবের চুড়ান্ত আদর্শ, অন্য দিক তেমনি ঘোর পৈশাচিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। সুখ শান্তি, পাপ পুণ্য সৎ অসৎ সকলি এই মহানগরীতে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত।

এই নগরীতে বণ্ডষ্ট্রীট নামে একটী রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রধান প্রধান মহাজনদের বাস, পৃথিবীর সকল স্থানের সহিত ইহাদের বাণিজ্য ব্যাপারে ব্যাপৃত, সুতরাং কমলার সুপ্রসন্ন দৃষ্টি এখানে নিয়ত বিরাজিত। লক্ষ লক্ষ মনুষ্য কার্য্যপোলক্ষে এখানে যাতায়াত করে, কাজেই পক্ষি সমাকুল বট বৃক্ষের ন্যায় এ স্থানটি সর্ব্বক্ষণ কোলাহলে পরিপূর্ণ।

এই রাস্তায় পকলিংটন নামে একটী বিখ্যাত ধনী সদাগরের আবাস স্থান। বহুদিন বাণিজ্য ব্যাপারে ব্যাপৃত নিবন্ধন বিপুল ধন উপার্জ্জন করেচেন, তাহার গুদাম ও আপিস নিচের তলায় ও তিনি নিজে উপর তলায় বাস করেন।

উপর তলার একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে মেজের উপর নানা রকম ইংরাজি খানা পূর্ণ ডিস সজ্জিত রয়েছে। সস্ত্রীক পকলিংটন ও প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় একটী কুমারি মেজের পার্শ্ব বেষ্টন করে উদর দেবের সেবায় ব্যস্ত। পকলিংটন কাঁটা চামচে নিয়ে, আপনার হস্তের ক্ষিপ্রতা দেখাচ্চেন ও মাঝে মাঝে দু

একটা বাজে সাংসারিক কথা, আপনি জীবন সহচরিকে আস্তে আস্তে বলচেন। ঘরটি প্রায় নিস্তব্ধ, কেবল দেয়ালস্ত ঘড়িটির টুকটাক শব্দেতে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কচ্চে।

পকলিংটনের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত ও ছোট থাট রেকাবির ন্যায় একটী বৃহৎ টাকে মাথার প্রায় অর্দ্ধেক স্থান ব্যাপ্ত। চোখ দুটি বেশ ভাসা ভাসা ও যুবার ন্যায় তেজঃপূর্ণ, নাকটী বাঁশির ন্যায় সরল ভ্রূযুগল জোড়া কান দুটী ছোট ছোট মুখ খানিতে যেন সরলতা মাথানো, মাঝারি গোছের গোঁপে শোভিত ও দাঁড়িশূন্য আকার মাঝারি গোছের, হাত পাগুলি বেশ মানান সই ও ভদ্রোচিত পরিচ্ছেদে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপৃত, কেবল মাথাটি খোলা।

পকলিংটনের গৃহিণিটী একটু বেঁটে ও ঘাড়ে গদ্দানে, দেখলে আহ্লাদি পুতুল বলে বোধ হয়, চোখ দুটী ছোট ছোট নাকটী বসা মুখথানি বারকোসের মতন গোল গড়ন মাঝারি গোছের বয়স প্রায় ৪৬।৪৭ বৎসর হইবে।

সদাগর মহাশয়ের দেহ বৃক্ষে কোন ফল ফলেনি, তজ্জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত নন, কারণ দুদের স্বাদ ঘোলে মেটানোর ন্যায় একটী ভাগিনীকে বাল্যকাল হতে প্রতিপালন কচ্চেন। সেইটি এখন তাদের কন্যা স্থানীয়া। বস্তুতঃ এই দম্পত্তি যুগল সেই কন্যাটীকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসেন এবং সংসার সরসির বিকচ নলিনী বলে বোধ করেন।

ভাদ্র মাসের গঙ্গার ন্যায় প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের মতন সদাগর মহাশয়ের ভাগনিটী যৌবনের ষোল কলায় পরিপূর্ণ।

বিপুল কেশকলাপ নিতম্ব চুম্বিত, আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষুদ্বয় বেশ ভাসা ভাসা, কামের কোদণ্ডের ন্যায় ভ্রূযুগল সুবঙ্কিম ও জোড়া, মুখখানি ঈষৎ বাদামে, মৃণালনিন্দিত বাহু যুগল সরল, বক্ষ উন্নত রং দুদে আলতার ন্যায় বয়স আন্দাজ ১৬।১৭ বৎসর নাম মেরিয়া লেসলি।

আহারের পর দু একটা খোস গল্প বল্‌বে এমন সময় একজন চাকর এসে সংবাদ দিলে, যে পেরিস থেকে দুজন ভদ্রলোক এসেচে তারা আপনার দর্শন ভিখারি। সদাগর মহাশয় ঈষৎ চিন্তিত ভাবে উত্তর কল্লেন পেরিস থেকে আবার এ সময় কে এলো। যাই হোক ত্বরায় তাদের এখানে নিয়ে এস। ভৃত্য আর কোন উত্তর না করে কক্ষ হতে নিক্রান্ত হলো। ক্ষণেক পরে ম্যাকেয়ার ও বারনার্ডকে সঙ্গে করে প্রবেশ কল্লে।

পাঠক মহাশয় প্রথম ম্যাকেয়ারকে যে পোষাকে দেখে-ছিলেন। এখন তার কিছুমাত্র নাই, নূতন পোষাক পরিধান করে, নূতন ভোল ফিরিয়েছে। সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের ন্যায় মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করায় বেশ মানিয়েছে। কিন্তু বারনার্ডের তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অনেক নূতন নূতন পোষাক দেখে শেষ কালে বাঁশ বনে ডোম কানার ন্যায় যে সুটটি পসন্দ করেচে তাতে চূড়ান্ত বাহার খুলেচে, ইজারটা খুব ঢিলে বালিশের খোলের মতন দেখাচ্চে একটা কঞ্চির ভিতর জামা দিলে যেমন দেখায় বারনার্ডের গায়ে কোট সেই রকম মানিয়েচে টুপিটা ভ্রূ অবধি গিলে বসেচে। তবে সুখের মধ্যে যে সেই ক্ষুধিত

জুতাটিকে বিদায় দিয়ে এক জোড়া মুখ বোজা জুতা তার স্থান অধিকার করেচে।

ম্যাকেযার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমে সদাগরের সহিত করস্পর্শ করে খুব বিনীতভাবে বল্লে এ সময় আমার আসায যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে অনুগ্রহ করে মাপ কর্বেন। আমি সম্প্রতি পেরিস হতে এসিছি, মহাশযের সহিত সাক্ষাৎ করা একান্ত প্রয়োজন। আপনার সহিত আমাদের—বহু দিন কারবার চলচে, কিন্তু এতাবৎকাল পরস্পর সাক্ষাৎ হয নাই। আমি পেরিসের লেলেমেও কোম্পানির একজন অংশীদার আমার নাম এলবার্ট লিবু।—

সদাগর মহাশয শশব্যস্তে আসন পরিগ্রহ করতে বল্লেন, তার পর একটু হেঁসে পরস্পর কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কল্লেন। জাল লিবু বেশ মিষ্টভাবে সব কথার বেশ উত্তর দিতে লাগলেন, বারনার্ড পথের দরজার কাছে দাঁড়িযে হাঁ করে সব আসবাব দেখছে। সদাগর মহাশয জিজ্ঞাসা কল্লেন—আপনার একজন সঙ্গি আছে নাকি, ভিতরে ডাকুন না। বারনার্ড ভিতরে প্রবেশ কল্লে ম্যাকেযার সদাগর মহাশয়কে বল্লেন ইনি আমার পরম বন্ধু, একজন প্রধান ধনী লণ্ডন দেখবার জন্য আমার সঙ্গে এসেচেন। এর নাম কাউন্ট* বারনার্ড। আমার এত শীঘ্র আসবার কোন সম্ভব ছিল না, সেই জন্য মহাশযকে এক খানা পত্র লেখা হয়েছিল। তার পর আমার মত পরিবর্ত্তন হওযায আমি নিজে আমার পত্র বাহক হয়ে এসেচি। এই কথা বলে

* কাউন্ট = ভ্রান্ত ভদ্র লোকদের পদ।

পত্র খানা পকেট থেকে বার করে দিলে, সদাগর মহাশয় হস্তাক্ষর চিনতেন, সুতরাং সেই রকম সাক্ষর দেখে তার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ রইলো না। ম্যাকেযারকে লিবু বলে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত হলো। পত্র পাঠ করে হালের কাউণ্টের সঙ্গে সদালাপে প্রবৃত্ত হলো। তার পর জিজ্ঞাসা কল্লেন—কোথায় আপনারা অবস্থান কচ্চেন।

ম্যাকেয়ার। আমরা এই সহরে এক হোটেলে বাস কচ্চি।

সদাগর মহাশয যেন একটু বিষণ্ণভাবে উত্তর কল্লেন।—আপনারা আমার যেরূপ আত্মীয তাতে বরাবর এখানে আসা উচিৎ ছিল। যাই হোক কল্য হতে অনুগ্রহ করে আমার এই সামান্য বাড়িতে যদি বাস করেন তা হলে নিতান্ত বাধিত হই। কল্য আপনাদের বাসের উপযোগী সমস্ত বন্দোবস্ত হবে। কাউণ্ট মহাশয় অনুগ্রহ করে আমাকে কৃতার্থ কর্বেন। একটু মুচকে হেঁসে উভযে সম্মতি দান কল্লে। পরে পরস্পর কর মর্দ্দন করে জাল লিবু ও কাউণ্ট বিদায গ্রহণ কল্লেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হোটেল।

চাতুরি করিযা ওহে বধু।—
পান করিলে পরের মধু।

সদাগর মহাশযের বাটী হতে নিষ্ক্রান্ত হযে মাণিক জোড় দুই বন্ধু প্রশস্ত রাজপথ দিযে বরাবর উত্তরাভিমুখে চল্লো, দুই

জনই নিরব যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। ক্ষণেক পরে ম্যাকেযারের্ রসনা যন্ত্র প্রথমে পরিচালিত হলো। একটু আনন্দের হাঁসি হেঁসে বল্লে, কেমন কাউন্ট আজ আমরা যে টোপ ফেল্লাম দেখবে সেই টোপে মস্ত কাতলা খাবে, এখন খেলিয়ে তুল্‌তে পার্‌লে হয়। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থাক্‌বে। বেশি কথা কযো না কাউন্টদের মতন চাল চলন না দেখাতে পাল্লে, ওদের মনে সন্দেহ হবে। তোমার জন্য আমার ভয় হয। খুব সাবধান, খুব সাবধান। স্কুল মাষ্টারের আর গম্ভীর ভাবে এই উপদেশগুলি নুতন কাউন্টকে প্রদান করে, তার জ্ঞানের প্রদীপকে একটু উস্‌কে দোওযা হলো। কাউন্ট বাহাদুর মাথা নেড়ে জীব কেটে উত্তর কল্লেন আমাকে তোমায কিছুমাত্র বলতে হবে না। লড়াযে মেড়াকে যেমন ইসারা কল্লে, তেড়ে এসে ঢু মারে, আমিও তেমনি তোমার ইঙ্গিত পাবা মাত্র ঠিক তোমার মনের মতন কাজ হাসিল কর্ব্বো, আমিতো আর আটাশে ছেলে নয যে ভোর কীর্ত্তনে খোল ফাঁসাবো। বেশ এই কথা মত কাজ কল্লেই ভালো, বলে গম্ভীর বদনে হালের জাল লিবু মশ্ মশ্ করে চল্লো। পাঠক মহাশযদের যেন স্মরণ থাকে যে এখন হতে আমরা ম্যাকেযারকে লিবু ও বারনার্ডকে কাউন্ট বলে ডাকৃবো।

প্রায দশ মিনিটের পর তারা লণ্ডনের এক বিখ্যাত হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হলো। হোটেলস্বামী তাদের ভদ্র-লোক ও বিদেশী দেখে অতি সমাদরে ভিতরে নিযে দ্বিতলে দুজনকে দুই সুসজ্জিত কক্ষ দেখিযে দিলেন তার পর ভৃত্য এসে আজ্ঞানু-

সারে খানার যোগাড় করে দিলে, দুই বন্ধুতে যোড়্শোপচারে উদর দেবকে তৃপ্ত করে, সে দিন সেই হোটেলে যাপন কল্লেন।

পর দিন খুব প্রত্যুষে লিবু শয্যা ত্যাগ করে খুব গম্ভীরভাবে বিষণ্ণ বদনে সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যে পাইচারি কচ্চে এমন সময় সেই হোটেলের ভৃত্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ কল্লে। ভৃত্যকে প্রবিষ্ট দেখে লিবু যেন একটু রাগতভাবে বল্লে, হাঁ হে এ ব্যাপারি খানা কি বল দেখি। আমি জানতাম যে লণ্ডনে অনেক সদাশয় সরল ব্যক্তি হোটেলের অধ্যক্ষতা করে, কিন্তু সে ভ্রম আজ আমার দূর হলো, কি আশ্চর্য্য এক রাত্র এখানে বাস করে এই হলো, আমি আর কয়েক দিন থাকি তা হলে আমার জীবন থাকে কি না সন্দেহ। কথার বাঁধুনিতে ভয় পেয়ে আমতা আমতা করে ভৃত্যটা বল্লে মহাশয় আপনার কি হয়েচে, স্পষ্ট বলুন আপনার কথার স্পষ্ট অর্থ তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। আমাদের এই সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের এই হোটেলের সুখ্যাতি করে। ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে লিবু বল্লে সুখ্যাতিতো কর্ব্বেই, আমার অবধি সুখ্যাতি কর্ত্তে ইচ্ছা যাচ্চে। এক রাত্রিতে ঘরের ভিতর হতে ৫০০ পাউণ্ড* উড়ে যাওয়া কি কম সুখ্যাতির কথা। উঃ লণ্ডনে এসে আমার আজ বিলক্ষণ ক্ষতি হলো। কথা শুনে ভৃত্যটার মুখ শুকিয়ে গেল, নিতান্ত ভীতভাবে বল্লে সে কি মহাশয় এ যে বড় অসম্ভব কাণ্ড এমন ব্যাপারতো আমাদের হোটেলে কখন হয়নি, আজ আপনার কথায় আমার

* আমাদের দেশে ১০, টাকা।

বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান হচ্চে। আচ্ছা কি করে আপনার অত টাকা খোয়া গেল?

লিবু। আমি ব্যাগে করে ঐ আলমারির উপর রেখে-ছিলাম। সকালে দেখি ব্যাগ শুদ্ধ অন্তর্দ্ধান হয়েচে। এ দেশে এমন চোরের উপদ্রব জান্‌লে আরো সাবধান থাক্‌তুম।

ভৃত্য। মহাশয় আমি এত দিন এখানে কর্ম্ম কচ্চি, কিন্তু এমন ব্যাপার কখন দেখিনি। বাবা ঘরের ভিতর হতে চুরি, চোরের কি ভয়ানক সাহস। যাই হোক আজ আপনি বড় অসম্ভব কথা বল্লেন।

একটু রাগতভাবে লিবু চেচিয়ে বল্লে আমি কি মিথ্যা কথা বল্লাম। এ দেশে এমনি বিচার বটে। এই ঘরের ভিতর চুরি কর্ত্তে কি অন্য লোক এসেছিলো তা কখনই নয়। তোমার সঙ্গে বেশি কথা কবার কোন আবশ্যক নাই, তুমি তোমার মনিবকে আমার নিকট একবার ডেকে দাও, তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যা বিহিত কর্ব্বো। আমি নিজে বিদেশী বটে, কিন্তু অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ আমার বন্ধু তাদের সহিত পরামর্শ করে নিয়মানু-যায়ী কাজ কর্ব্বো, অত টাকাতো একেবারে ছেড়ে দিতে পার্ব্বো না। যাও তোমাকে যা বল্‌লাম ত্বরায় তাই করগে। ভৃত্যটি আর বাক্যব্যয় না করে মুখটি চুন করে মাথা চুলকাইতে চুল-কাইতে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হলো।

জাল লিবু সেই রকম ভাবে পাইচারি কর্ত্তে লাগলো। কেবল মাঝে মাঝে অধর-প্রান্তে ঈষৎ হাঁসির উদয় হয়ে জলে জল-বিন্দুর ন্যায় সেই অধরের হাঁসি অধরেই মিশিয়ে যাচ্চে।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে অষ্টমীর পাঁটার মত কাঁপতে কাঁপতে হোটেল স্বামী সেই গৃহে প্রবেশ কল্লে। প্রবেশ করে তার নূতন অতিথির গম্ভীর ভাব বিষণ্ণ বদন দেখে, তার প্রাণ আরো উড়ে গেল, অবশেষে সাহসে ভর করে নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে, মহাশয় ব্যাপার কি ?

লিবু। ব্যাপার খানা বোধ হয় আপনি আপনার ভৃত্যের নিকট সমস্ত জ্ঞাত হয়েছেন। ফলতঃ এ প্রকার সম্ভ্রান্ত হোটেলে যে সমাগত অতিথির এরূপ সর্ব্বনাশ হবে, তা অসম্ভব। আমার যদি অল্প টাকা ক্ষতি হতো তা হলে বরং ভদ্রতার অনুরোধে চুপ করে থাকিতাম। ৫০০ পাউণ্ডের মায়া কি করে ত্যাগ করি। আপনিই কেন বিবেচনা করে দেখুন না, কথা শুনেই তো হোটেল স্বামীর মুখ শুকিয়ে গেল, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখতে লাগলেন। কি বলবেন কিছুই স্থির কত্তে না পেরে নিকটের একখানা কেদারায় ধড়াস করে বসে পড়লেন। হোটেল স্বামীর চিন্তিত ভাব দেখে, লিবু বলতে লাগলো, "আপনি যখন হোটেলের কর্ত্তা তখন আপনাকে একবার না বলে কোন উপায় করা সভ্যতা-বিরুদ্ধ সেই জন্য আপনাকে এখানে ডাকা হলো। হোটেলের স্বামীর যেন চটকা ভাঙলো, তিনি নিতান্ত কাতর স্বরে উত্তর কল্লেন, "মহাশয় এ রকম কাণ্ড আমার হোটেলে কখন হয় নি। আমার ভাগ্য-দোষে আপনার এ প্রকার বিপুল ক্ষতি হলো, কিন্তু মহাশয় এ কথা যদি প্রকাশ হয় তা হলে আমার বিশেষ ক্ষতি হবে, কোন বিদেশী ভদ্রলোক আর আমার হোটেলে বাস কর্ব্বে না। হোটেলে এ প্রকার কাণ্ড নিতান্ত

কলঙ্কের কথা। সকলে এ ব্যাপার জানলে আমার কারবার না চলবার নিতান্ত সম্ভাবনা।

লিবু। আপনার কোন প্রকার ক্ষতি হয় এ আমার অভিপ্রেত নয়, কিন্তু কি করি, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে আমাকে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন কত্তে হবে। বিশেষ এ সহরের পকলিংটন নামক একজন ধনী সদাগর আমার বন্ধু, আমি তার সহিত পরামর্শ করে যা বিহিত হয়, তাই কর্ব্বো। হোটেল স্বামী নিতান্ত ব্যগ্র-ভাবে কাতর স্বরে বল্লে না মহাশয় তাঁকে এ কথা বলবেন না। এ কথা প্রকাশ হলে আমার কারবারের খ্যাতি বিলক্ষণ হবে। এমন কি আমার উপর অনেকে সন্দেহ কর্ব্বে। সেই জন্য আমার নিবেদন যেন এ কথা আর কাহারো কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট না হয়; যা হয়েচে তা আমি আর আপনি জানলাম, আর কাহারো নিকট প্রকাশ কর্ব্বার আবশ্যক নাই।

লিবু। আপনি যদি আমার কোন উপায় করে দেন, তা হলে অন্যের নিকটে প্রকাশ কর্ব্বার আবশ্যক কি। বিশেষ আপনার যাতে অনিষ্ট হবে, সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ কত্তে আমার আন্তরিক ইচ্ছা নাই। আমি টাকা পেলেই সন্তুষ্ট হবো। এ কথা প্রকাশ করে আপনাকে অপদস্থ করা, আমার অভিপ্রেত নয়।

হোটেল স্বামী। কি করি মহাশয়, হোটেলের সম্ভ্রম বজায় রাখতে হলে আমাকে নিজ হতে এই লোকসান স্বীকার কত্তে হবে। আপনি ভদ্রলোক, এই দরিদ্রের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত কল্লে কৃতার্থ হবো।
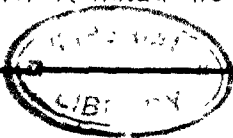
লিবু। আপনার দুঃখে আমি নিতান্ত দুঃখিত হলুম। সামান্য টাকা হলে আমি এর উল্লেখ কত্তাম না। যাহই হোক যখন সব টাকা আপনার নিজ হতে দিতে হচ্চে, তখন আমি ভদ্রতার অনুরোধে ১০০ পাউণ্ড ছেড়ে দিলাম। এখন আমাকে ৪০০ পাউণ্ড দিলে নিরস্ত হবো ও আপনার সম্ভ্রম বজায় রাখ্বার জন্য এ কথা কখনই প্রকাশ কর্ব্বো না। "হস্তির দন্ত একবার প্রকাশ পেলে যেমন আর কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না, তেমনি আমার মুখের কথা অন্যথা হবার নয়।" হোটেল স্বামী তার অতিথির এতাদৃশ সৌজন্যতায় নিতান্ত তৃপ্ত হয়ে মনে মনে তাঁর ভদ্রতার জন্য সাধুবাদ কল্লেন; লিবু তার কার্য্যোদ্ধারের উদ্যোগ দেখে মনের আহ্লাদ মনে চেপে রেখে প্রকাশ্যে বল্লেন, "তাইতো মশায় আজ তো আপনার ভয়ানক ক্ষতি হলো, এতে আমি নিতান্ত দুঃখিত হলুম। যাহই হোক যা কর্ব্বেন, শীঘ্র করুন, কারণ পকলিংটন সাহেব এখুনি এখানে আসবেন। তিনি আসবার পূর্ব্বে, সব কাজ না মেটালে কথা ফাঁস হয়ে পড়বে। হোটেল স্বামী আর কোন বাকনিষ্পত্তি কল্লে না, মনের বিপুল স্ফূর্ত্তিতে তার চক্ষু দুটি ছল ছল কত্তে লাগলো, তিনি একটী লম্বা চৌড়া রকম দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে শুড় শুড় করে সেই গৃহ হতে প্রস্থান কল্লেন।

মেঘে যেমন বিদ্যুত খেলে, পুনরায় মেঘের কোলে লুকায়, সেইরূপ লিবুর মুখের ঈষৎ হাসি, মুখেতে মিশালো। এমন সময় হোটেল স্বামী উন্মত্তের ন্যায় কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে কাঁদ কাঁদ ভাবে বল্লে, "আর মহাশয় আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে,

এইবার আমি গেলাম। আর যে শোধরাতে পার্কো এমন আশা নাই। হায় কে আমার এই সর্ব্বনাশ কল্লে, লিবু তেমনি গম্ভীর ভাবে অথচ ব্যগ্রতা সহকারে উত্তর কল্লে, ব্যাপার খানা কি মশায়, আপনি অত কাতর হচ্চেন কেন ?

হোঃ স্বামী। আর মশায় আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে, আপনাকে টাকা দোবো বলে আমার আলমারি খুলে দেখি যে আমার তাতে যে ৭০০ পাউণ্ডের নোট ছিল তার এক খানিও নাই।

লিবু তেমনি গম্ভীর ভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করে উত্তর কল্লে "তা হলেই ঠিক হয়েচে, রাত্রিতে চোর এসে আপনার ও আমার দুজনার টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। যাই হোক আপনি আর কাতর হবেন না। পকলিংটন মহাশয় এলে তার সহিত পরামর্শ করে এখনি পুলিশে খপর দিয়ে যাতে চোর ধরা পড়ে তার বিশেষ তদ্বির কর্ত্তে হবে। এত টাকা কি ছেড়ে——

কথায় বাধা দিয়ে হোটেল স্বামী বল্লে না মহাশয় এ কথা তাকে শোনাবার আবশ্যক নাই। আমার হোটেলে চুরি হয় এ কথা প্রকাশ হলে আমার ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হবে, আর কেউ এখানে আসবে না। আমার কপালে লোকসান ছিল তাই এ সর্ব্বনাশ হলো। আমি ধার করে এনে আপনার টাকা দিচ্চি। এ কথা বলে হোটেল স্বামী কক্ষ হতে নিক্রান্ত হলো, তার পর প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ৪০০ পাউণ্ড এনে তার সদাশয় খরিদ্দারের হাতে দিলেন।

প্রাতঃর্ভোজনের সময় নকল কাউণ্ট এসে জুটলো, তখন

চুপি চুপি লিবু কাউন্টকে বল্লে, "এক হোটেল থেকে ১১০০ পাউণ্ড উপার্জ্জন হলো। এই সুখবর শুনে নূতন চেলের্স ফেনের ন্যায় কাউন্টের আনন্দসাগর উৎলে উঠলো আহ্লাদে অধীর হয়ে দুই হাতে টেবিল চাপড়ে বল্লে "না হবে কেন তুমি যেরূপ কাজের লোক, তাতে ১১০০ পাউণ্ড তো ৫ মিনিটে উপার্জ্জন কত্তে পার। যাই হোক হোটেল ওয়ালা বেটা কিছুমাত্র আঁচ পায়নি।

লিবু। আঁচ পাবে এমন কাজ কি আমি করি। আর তা হলে এক কথায় পুটী মাচের মতন কি টাকা গুলো গুণে দেয়। কাউন্ট কিছু বলবো মনে কচ্চে, এমন সময় পকলিংটন সেই কক্ষে প্রবেশ কল্লে কাজেই কাউন্টকে ঢোক গিলতে হলো।

সদাগর মহাশয় প্রবেশ করেই এক গাল হেঁসে বল্লে, "আর আপনাদের এই সামান্য হোটেলে থাকতে হবে না। আমার সামান্য বাড়ির দুটি কক্ষ মহাশয়েদের জন্য সজ্জিত করে রেখেচি যদি অনুগ্রহ করে একটু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক তথায় বাস করেন তা হলে কৃতার্থ হই। আপনি আমার যেরূপ পরমাত্মীয় তাতে আমার বাড়ি আর আপনার বাড়ি কি কিছু প্রভেদ আছে। যাই হোক আর বিলম্ব কর্ব্বার আবশ্যক নাই, শীঘ্র আসুন। কাউন্ট ও লিবু সম্মতি সূচক একটু হাঁসি হেঁসে তখনি প্রস্থানের উদ্যোগ কত্তে লাগলো। হোটেল স্বামীকে এ কথা জানান হলো, তিনি উদ্যোগের জন্য আপন ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিলেন, লিবু কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে বল্লে, "কি আশ্চর্য্য কাউন্ট তোমার

চাকর বাকর এখনো এসে উপস্থিত হলো না, তোমাকে নিতান্ত অমায়িক পেয়ে সে বেটারা বড় নাই পেয়েছে, আমার কাছে পড়লে আমি বিরীমত শিক্ষা দিতাম। কিছুই আবশ্যক হবে না আমরা সপরিবার মহাশয়দের ভৃত্য স্থানীয়, সাধ্য-মতে আপনাদের অভাব মোচন কত্তে চেষ্টা কর্ব্বো, কোন বিষয়ের জন্য ভাবতে হবে না ইত্যাদি ভদ্রতা সূচক বিনয় বচনে সদাগর, লিবু বাহাদুরের জলন্ত ক্রোধানলে জলের ছিটে দিলেন। কাজেই আর কোন উচ্চ বাচ্য না করে প্রস্থানের উদ্যোগ কত্তে লাগলেন।

দশ মিনিটের মধ্যে মোটঘাট সব বেঁধে নিয়ে তিন জনে হোটেল হতে যাত্রা কল্লেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নূতন বাসা।

এস যদি আমার বাড়ি তোমায় দিব ভাল বাসা।
ভাল বাসার সঙ্গে বাড়বে আমার ভাল বাসা॥

১৫ মিনিটের পর সকলে পকলিংটন মহাশয়ের বাটীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বরাবর উপরের ঘরে গিয়ে দেখেন একজন যুবক বসে অপেক্ষা কচ্চে, যুবককে দেখে লিবুর বুকটা ধড়াস করে উঠলো, কাউণ্টের মুখ খানি শুকিয়ে গেল, যুবকও

এক দৃষ্টে এই আগন্তুক দুজনকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো, সদাগর মহাশয় যুবককে দেখে প্রীতি সম্ভাষণ করে জিজ্ঞাসা কল্লেন, কি ষ্টামোর ফরাসি রাজধানী থেকে কবে এলে, সব কুশলতো? ষ্টামোর উত্তর কল্লেন সব সংবাদ শুন্‌বেন এখন, আমায় বলুন দেখি এই দুই জন লোক কে? পকলিংটন ইনি লিলেমেও কোম্পানির অংশিদার, অতি মহাশয় ব্যক্তি, আমার বাটীতে পদার্পণ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন, আর ওর সঙ্গিটি ফরাসি দেশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ওর উপাধি কাউণ্ট। ষ্টামোর যেন আরো একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা কল্লেন, আপনি কি নিশ্চয় জানেন, যে এরা আপনার কথিত ব্যক্তি।

পকলিংটন। বিলক্ষণ, উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষ পত্র লিখে এখানে পাঠাইয়াছে, ওরা হোটেলে ছিলেন, আমি অতি যত্ন করে এখানে এনেছি। ষ্টামোরের আর কোন কথা বল্‌তে সাহস হলো না, কেবল আড়ে আড়ে আগন্তুক দ্বয়ের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ কত্তে লাগ্‌লেন।

লিবু আত্ম সংযত করে কাউণ্টকে চোখ টিপে সাবধান হতে বলে সকলে আসন পরিগ্রহ কল্লে।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, যে প্রথম অধ্যায়ে যে যুবাকে বন্ধন করে গাড়ি লুট করে, এ সেই যুবা। যুবক এই লণ্ডন নগরে কোন ধনী সদাগরের পুত্র, অনেক দিন হতে এর পিতা নিরুদ্দেশ, মৃত কি জীবিত, তার কিছুই ঠিক নাই। বাড়িতে খুড়া আছে তিনি একমাত্র অভিভাবক। যুবকের নাম চার্লস ষ্টামোর। ইনি সর্ব্বদা সদাগর মহাশয়ের বাড়িতে আশা

যাওয়া করে, কারণ সদাগর মহাশয়ের ভাগিনীর যৌবন আপি-সের একজন প্রধান উমেদার। ইনি মেরিয়ার রূপ গুণের একান্ত পক্ষপাতি; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে মেরিয়া ওর প্রতি ততদূর অনুরক্ত নয়। কিন্তু বিশ্ব-বিমোহিনী প্রেমের মায়ায় আশা সূত্রটি ছিন্ন কত্তে তার মন সরে না। কাজেই শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে সুখে বাস কচ্চেন। সুদূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি কত্তে সাহস হচ্চে না। কাজেই বর্ত্তমানেই মুগ্ধ, তাতেই সুখী।

পরস্পরের আলাপ পরিচয়ের পর খোস গল্প বল্‌বে, এমন সময় সদাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা কল্লেন কেমন চার্লস যে জন্য পেরিসে গিয়াছিলে, তার কি হলো।

চার্লস। কিছুমাত্র সন্ধান কত্তে পাল্লুম না। তবে আস্‌-বার সময় একটু বিপদে পড়েছিলাম। ডাকাত পড়ে আমাদের গাড়ি লুট করেছিলো। বল কি হে, রাস্তায় এমন বিপদ হয়ে-ছিলো। ভাগ্যে সে বেটারা তোমার কোন দৈহিক অমঙ্গল করেনি, সদাগর বিস্মিত হয়ে এই কটী কথা বল্লেন।

চার্লস। আজ্ঞে না তা হয় নি বটে, কিন্তু একজন রক্ষক আহত হয়েছে, তবে এখন তার জীবনে আশা আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমি পেরিসে যাদের কীর্ত্তি-কলাপ শুনে এসেছি, যাদের ভয়ে সকলে কম্পিত, যাদের গ্রেপ্তারের জন্য ৫০০০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ধার্য্য হয়েছে। সেই বেটারা ইংলণ্ডে এসে আমাদের গাড়ি লুট করেছে।

পকলিংটন। কি করে জান্‌লে যে সেই বদ্‌মাইস তোমার গাড়ি লুট করেছে।

চার্লস। আজ্ঞে শেষকালে আমার ঘড়ি চেন যখন খুলে নেয়, সেই সময় বাহাদুরি করে নিজে নিজের নাম প্রকাশ কল্লে, তাই-তেই জানলাম যে তারা ফরাসি দেশ ঝালা পালা করে এ দেশকে জ্বালাতে আসছে। লিবু যেন এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল চার্লসের কথা শেষ হলে, জিজ্ঞাসা কল্লে আচ্ছা মশায় তাদের নাম কি বলুন দেখি, আমি পেরিসের একজন বাসেন্দা, এমন কে বদমাইস এখানে এসেছে, শোনবার জন্য কৌতূহল হচ্চে।

চার্লস। আজ্ঞে তার নাম পেরিশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সকলে জানে, সে একজন বিখ্যাত ডাকাত, পুলিসের চক্ষে সে ধূলা দিয়ে আসছে, সে শত শত অপরাধে অপরাধি। আমি পুলিসের হুলিয়ায় দেখলাম, একজনের রবার্ট মেকেয়ার আর একজন শিষ্য সঙ্গে আছে তার নাম পেরিয়া বারনার্ড। একটু মুচকে হেঁসে লিবু বল্লে, দেখবেন কাঁউন্ট শেষের নামটি ঠিক আপনার নামের মতন। কাউন্ট কাটের পুতুলের মতন আড়ষ্ট ভাবে বসে আছে। মুখে কোন কথা নাই, যেন বাক্‌রোধ হয়েছে। তার পর আদত ম্যাকেয়ার ও বারনার্ডের সামনে ম্যাকেয়ার ও বারনার্ডের গুণের কথা বার্ত্তা হতে লাগলো।

লিবু খুব আত্মীয়ভাবে চার্লসের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতে লাগলেন, প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক রাজনীতি সমাজনীতি কথা পেড়ে শ্রোতাকে তৃপ্ত কত্তে লাগলেন। বাক্যের ছটায় লিবুকে একজন বহুদর্শী পণ্ডিত বলে ষ্টামোরের অনুমিত হলো। ঊষার উদয়ে তমোরাশি যেমন নিরাকৃত হয়; তেমনি জ্ঞানগর্ভ, গবেষণা বহুল সুমিষ্ট বাক্যে চার্লসের অন্তরস্থ সন্দেহের ছায়া একেবারে

অপনীত হলো, মেল লুটকারি ডাকাতেরা যে অন্য ব্যক্তি, তার যে দৃষ্টির ভ্রমমাত্র তা স্পষ্ট প্রতীত হলো। ম্যাকেয়ার প্রথমে চার্লসের ভাব গতিক দেখে বিশেষ সন্দিহান হয়েছিলেন। সেই জন্য উপদেশ পূর্ণ অনেক কথা খরচ করে চার্লসের অন্তরস্থ সন্দেহ নাশ কত্তে বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন, কিন্তু যখন দেখ্‌লেন যে চার্লস বেশ প্রাণ খুলে, সরলভাবে তার সঙ্গে কথা কইছে, তখন বুঝলেন যে উষর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় তার কথা গুলি নেহাৎ নিস্ফল হয়নি। বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছে। কাজেই তার হৃদয়স্থ ভয় ও সন্দেহ নিরাকৃত হয়ে মেঘমুক্ত শশীসম মন পুনরায় প্রফুল্ল সাগরে ভাস্‌লো। অন্তরের গুরুভারও লাঘব হলো।

কাউন্ট বাহাদুর লিবুর প্রফুল্ল মুখ দেখে বুঝ্‌তে পাল্লে যে কপাল ক্রমে বিপদ খুব পাতলা হয়ে গেল; সুতরাং প্রাণ খুলে একটী বিরাশি সিক্কা ওজনে এক নিশ্বাস ফেলে মনের ভারি দু মণি বস্তা নামিয়ে ফেলে কথঞ্চিত নিশ্চিন্ত হলো।

চার্লস এমন সদাশয় ভদ্র লোকের উপর সন্দেহ করেছিলেন বলে মনে মনে একটু লজ্জিত হলেন, তার পর পরস্পর মিষ্ট ভাষায় আলাপ করে বিদায় গ্রহণ কল্লেন।

সদাগর মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট সুসজ্জিত একটী কামরায় লিবু ও অন্য একটীতে কাউন্ট মহাশয় প্রবেশ করে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করে, সকলে ভোজন গৃহে প্রবেশ কল্লেন। সদাগর মহাশয় সমাগত অতিথিদের তৃপ্ত কর্ব্বার জন্য নানাবিধ উপাদেয় আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন, টেবিলের উপর খানা সজ্জিত হলে, সকলেই

আহারে বস্‌লেন। কাউন্ট বাহাদুরের খাওয়ার ধরণ দেখে বোধ হলো যেন তিনি কোন ভয়ানক দুর্ভিক্ষের ফেরত; তার বোঝাই লোয়া দেখে বোধ হলো যেন তার উদরটি ছিটে বেড়ার ঘর। প্রায় পাঁচ জনার উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ধ্বংসপুরে পাঠিয়ে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ নিবৃত্তি কল্লেন। তার খাওয়া দেখে সদাগর গৃহিণী মুখ মুচকে মুচকে হাঁসতে লাগলো। কম পড়লে পাছে আমাকে টানে এই ভয়ে খানসামাটা একটু সরে দাঁড়ালো।

খানা শেষ হলে উত্তম উত্তম সুরা ও নানাবিধ সুমিষ্ট ফল আসরে আসন গ্রহণ কল্লে। অতিথিরা তাদের উপযুক্ত সন্মান রক্ষা কল্লেন। ক্রমে খানা শেষ হয়ে গেল, কাউন্টের পেটটা ঠিক যেন একটা বড় ছালার মতন হলো। আর সকলে আহারান্তে যে যার বিশ্রাম কক্ষে গমন কল্লেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের সূত্রপাত।

যার মন তার কাছে লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব সে নিলে কি আমায় দিলে॥

নিধু বাবু।

দুই তিন দিনের মধ্যে লিবু ও কাউন্ট সদাগর মহাশয়ের পরিবারদের নিতান্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন, বিশেষ লিবুর সরল ব্যবহারে ও সৌজন্যতায় সকলে নিতান্ত প্রীত হলো। সকলের কণ্ঠে তার সুখ্যাতি নানারূপে উচ্চারিত হতে লাগলো।

সকলেই পরম সুখে দিনপাত কচ্চে, কেবল সদাগর মহাশয়ের ভাগিনী মেরিয়া লেনলির প্রশান্ত চিত্ত-সাগরে বিষম ঝড় উঠেছে। তিনি অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে, মনের আবেগে অকূল-সাগরে গা ভাসান্ দিয়াছে। লিবুর মুখ খানি তার চক্ষে জগতের সকল প্রকার রম্য বস্তু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, লিবুর কথাগুলি তার কর্ণে যেন অমৃতের প্রস্রবন, তিনি অনন্য মনে সেই সুধাপান কত্তে একান্ত অভিলাষিণী। লিবুকে দেখবার জন্য তার প্রাণ সতত ব্যস্ত হয়; কিন্তু সম্মুখে এলে আর তার প্রতি চাইতে সাহস হয় না। চার চক্ষু মিলিত হলে লজ্জায় বদনমণ্ডল আরক্তিম হয় ও কর স্পর্শে লজ্জাবতী লতার ন্যায় বিশাল নয়নদ্বয় নমিত হয়ে পড়ে। আর কিছুতেই চাইতে পারে না। কোন গুরুতর অপরাধ করলে মনে যেমন ত্রাসের উদয় হয়, সেইরূপ মেরিয়া মনে মনে সতত কুণ্ঠিত, অথচ তিনি যে কি অপরাধের অপরাধিনী, তা তিনি নিজে জানেন না। ফলতঃ তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। অচিরে ও প্রাণ দিতে কৃতসংকল্প হয়েছেন।

এই সংসারে বিশ্ববিজয়ী মদনের অপ্রতিহত প্রভাবের ইয়ত্তা নাই। যে মহাপুরুষ পৃথিবীর অনিত্য মায়া পাশ ছিন্ন করেছেন, মমতার নিকট বিদায় গ্রহণ করে সকল প্রকার বাসনার সহিত পৃথক হয়ে প্রশান্ত ভাবে বিভু চিন্তায় চঞ্চল মনকে সমর্পণ করেছেন, তিনিও মদনের শরাসনের বশবর্ত্তী হলে, তার সমস্ত প্রতিজ্ঞা, সমস্ত ধৈর্য্য, সূর্য্য কিরণে কুয়াশা রাশির সম মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্দ্ধান হয়। যে বীর পুরুষের বাহুবলে জগৎ বিকম্পিত, যার যশঃ সৌরভ দিগ দিগন্তে পরিব্যাপ্ত যার গুণগ্রাম ত্রিলোক বিশ্রুত,

সেইরূপ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিও মদনের প্রভাবে লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়ে, কোন বালিকার পাদমূলে পতিত হয়ে লঘু চিত্ত বালকের ন্যায় ক্রন্দন করেন। এই সংসারে মদনের বিপুল ক্ষমতার নিকট সকলেই মস্তক নত করে, কার সাধ্য যে তার মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করে। রতি-পতির প্রভাবে অভ্রভেদি সুমেরু শিখর সামান্য বল্মিকের আকার ধারণ করে, ভীষণ তুফাণ পূর্ণ সাগর গোষ্পদে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। রক্ত মাংস বিশিষ্ট মনুষ্য সহস্র চেষ্টা করেও সেই বিশ্ব-বিজয়ী মদনের মোহজাল বিচ্ছিন্ন কত্তে অক্ষম হয়, কার সাধ্য যে মহাগজকে লতাপাশে আবদ্ধ করে, মহাযোগী বিশ্বনাথের সমুদ্র তুল্য অতুল ধৈর্য্য যখন বিচ্যুত হয়েছিলো তখন অন্য পরের কা কথা।

প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, মরুভূমির ন্যায় নীরস ম্যাকেয়ারের অন্তর মদনের শাসনের বশবর্ত্তী হয়ে রৌদ্রে তুষার রাশির ন্যায় বিগলিত হয়েছে। সরলা মেরিয়া মদনের মোহময় অঞ্জন চক্ষে পরিধান করে, কপটী নিষ্ঠুর ম্যাকেয়ারকে সারল্যের অবতার, ক্ষমা যকের অবতার ভেবে অকপটে মন প্রাণ সমর্পণ করেছে। বহুরূপী ম্যাকেয়ারের মায়ায় সংসারের বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রতারিত হয় কপটতা পরিশূন্যা একজন সরলা বালিকা যে সেই বিষম প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনাজালে আবদ্ধ হবে এর আর বিচিত্র কি?

ধন্য প্রণয় এই জগতে তুই ধন্য। তোর পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, লঘু গুরু ভেদ নাই, সৎ অসৎ বোধ নাই। তোর কুহকে আবদ্ধ হলে ভীষণ মরু ভূমিকে রমণীয় প্রমোদ উদ্যান বলে

বোধ হয়। আকাট বন ইন্দ্রের নন্দন কাননের আকার ধারণ করে, নরপিশাচ ঘোর পাষণ্ডকে দেবতা বলে ভ্রম হয়। এই সংসারে তোর অসাধ্য কিছুই নাই। তোর কুহক-বলে লৌহের সহিত সুবর্ণের মিলন হয়, বিষম কালকূটের সহিত সুরগণের স্পৃহনীয় অমৃত মিশ্রিত হয়, ঘোর কপটী অপ্রেমিক স্বার্থপরকে কপটতা-পরিশূন্যা সরল মতি, প্রেমিকা অকপটে মন প্রাণ সমর্পণ করে। সেই জন্য বলছি যে এই পাপতাপময় সংসারে তুই ধন্য। তোরি বন্ধন সকলের অপেক্ষা গুরুতর। নব তৃণের লোভে হরিণী যেমন গভীর কূপে নিপতিতা হয়, তেমনি মেরিয়া মনের আবেগে ম্যাকেয়ারের প্রণয়-সাগরে ডুব দিয়েছে—ফুলের মালা ভেবে কাল সর্পকে গলায় পরিধান করেছে, সুধা ভেবে বিষের কুম্ভ গ্রহণ করেছে, কিন্তু এর পরিণাম যে কি হবে, তা ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভে লুক্কায়িত।

সদাগর মহাশয় নূতন অতিথিদের বেশি তৃপ্ত কর্‍বার জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন কল্লেন। সহরের গণ্য মান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে নিমন্ত্রণ কল্লেন। ভোজের রাত্রিতে বিমল গ্যাসের আলোকে আলোকিত হয়ে সদাগর মহাশয়ের বাড়িটী ঠিক যেন ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান হতে লাগলো। অপ্সরার ন্যায় অনেক শ্বেতকায়া মহিলারা সমাগত হলে বৈটক খানাটি যেন নক্ষত্র ভূষিত আকাশের ন্যায় দেখাতে লাগলো। অনেক রকম আমোদ প্রমোদ চলতে আরম্ভ হলো। এক দিকের একটা টেবিলের উপর জোয়া খেলা আরম্ভ হলো। রাশি রাশি টাকা হার জিত হতে লাগলো। এক একবার

এমনি হাঁসির গটরা পড়ছে, যে বোধ হচ্চে যেন ছাতটা ভেঙে পড়লো। আর এক দিকে কতকগুলি মহিলা পিয়োনো-বাজিয়ে মধুর কণ্ঠে গীত গেয়ে শ্রোতাদের কণ্ঠে যেন অমৃত বর্ষণ কচ্চে। শেষে নৃত্য আরম্ভ হলো। মেরিয়া বিচিত্র বসন ভূষণে ভূষিতা হয়েছেন, স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা বিস্তার করেছে। পৃষ্ঠোপরি আলুলায়িত কেশকলাপ কামের কেতনের ন্যায় উড্ডীয়মান হচ্চে। কর্ণে হীরক খচিত এয়ারিং তারকাসম জ্বলছে। বসন্ত কালের স্বভাব প্রদত্ত বিচিত্র ভুষণে ভূষিত ধরণীর ন্যায় মেরিয়াকে আজ যেন সমধিক স্থন্দরি দেখাচ্চে।

মনোমত প্রিয়জন জ'ল লিবুকে স্থন্দরী নাচবার জন্য আমন্ত্রণ কল্লে। আন্তরিক আহ্লাদের সহিত লিবু তা স্বীকার কল্লে। ক্রমে লিবু আর মেরিয়া হাত ধরাধরি করে নৃত্য আরম্ভ কল্লে। সমাগত দর্শকবৃন্দ উভয়ের নৃত্যের নৈপুণ্য দেখে নিতান্ত তৃপ্ত হলো, কেবল একটী যুবকের মর্ম্মস্থল এই দৃশ্য দেখে দগ্ধ হতে লাগলো। এই যুবা চার্লস ষ্টামোর। ষ্টামোর কক্ষের কোণে দাঁড়িয়ে নৃত্য দেখছেন, তার চক্ষু কর্ণ দিয়ে যেন আগুণের ঝাঁজ বহির্গত হচ্চে। নৃত্য-কারিরা পরস্পর পরস্পরকে বাহু লতায় আবদ্ধ করে যতগুলি পাদ বিক্ষেপ কচ্চে, আর ততটা বিষাক্ত শলকা তাঁর হৃদয় মধ্যে যেন বিদ্ধ হচ্চে। মেরিয়া যে এই অপরিচিত ফরাশির প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়েছে, ষ্টামোর তার গালাঘুসো শুনে ছিলেন, কিন্তু তাঁর মন এ কথা বিশ্বাস কত্তে ইচ্ছা করে না, সেই জন্য কুহকিনী আশার বাণিতে আশ্বাসিত হয়ে মনে মনে লক্ষাভাগ করে রেখেছিলেন। কিন্তু

আজ যখন সেই মেরিয়া তাকে নাচবার জন্য আমন্ত্রণ না করে লিবুর সঙ্গে নৃত্য কচ্চে, তখন বেশ বুঝলেন যে তাঁর আশা দুরাশা মাত্র। তাঁর সোহাগের শিকল কেটে, প্রেমের পক্ষী উড়ে অন্য তরু আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই ঈর্ষানলে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হতে লাগলো। নিরাশার প্রবল বাত্যায় তার চিত্ত-সাগর সম্যক্ সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। তিনি এই বিসদৃশ দৃশ্য আর দেখতে পাল্লেন না। তার সর্ব্বাঙ্গ কে যেন তীক্ষ্ণ স্থচের দ্বারায় বিদ্ধ কচ্চে। তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে সে স্থান হতে প্রস্থান কল্লেন।

আর আর সমাগত অতিথিরা কেহই ষ্টামোরের মনের ভাব জান্তে পাল্লে না। তারা নিজ আমোদে উন্মত্ত হয়ে কালক্ষেপ কত্তে লাগলেন।

ক্রমে খানা প্রস্তুত হলো। সকল অতিথিরা উত্তম রকমে উদর দেবকে তৃপ্ত কল্লেন। কাউন্টও সেই রকম বিরাশি সিক্কা ওজনে বোঝাই নিয়ে হাঁসফাঁস কত্তে লাগলো। তার পর সকলে প্রীতি সম্ভাষণ করে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান কল্লেন।

রাত্রি প্রায় ১টা উত্তীর্ণ হয়েছে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলে অনেকক্ষণ প্রস্থান করেছে, এমন কি বাটির অনেকে সর্ব্ব সুখ দুঃখ নাশিনী নিদ্রাদেবীর কোমল অঙ্কে শায়িত—এমন সময় পাঠক মহাশয় আসুন আমরা মেরিয়ার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করি। মেরিয়া রাত্র বাসোপযোগী বসন পরিধান করে অর্দ্ধ শয়ন অবস্থায় একখানি সোফার উপর শায়িত, মুখখানি বরিষণ হীন মেঘের ন্যায় গম্ভীর, শিশির বিন্দু সম দু এক ফোঁটা

অশ্রুজল গণ্ডস্থল দিয়ে পতিত হচ্চে, হাতে একখানা পত্র রয়েছে।

ষ্টীমোর মর্ম্ম বেদনায় অস্থির হয়ে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু বাড়িতে গিয়াও কিছুতেই শান্তিলাভ কত্তে পাল্লেন না। তাঁর গাত্রে কে যেন আজ তুষের আগুণ ছড়িয়ে দিয়েছে। শত শত বিছা যেন একেবারে তাঁকে দংশন করেছে। তিনি এই অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা সহ্য কত্তে না পেরে, স্পষ্ট উত্তরের জন্য সেই রাত্রে একখানা পত্র লিখিয়া এক বিশ্বাসী ভৃত্যের দ্বারায় মেরিয়ার নিকট প্রেরণ করেন। সেই পত্র মেরিয়ার কর-কমলে রয়েছে। পত্রখানি এই ;—

প্রাণাধিকেষু।—

আমি জানি যে তুমি আমার সংসারাকাশের একমাত্র পূর্ণ চন্দ্র। আমার মন প্রাণ চকোরের ন্যায় সেই সুধাকরের সুধাপানে এতদিন তৃপ্ত ছিল, কিন্তু আমার সেই চাঁদ রাহুর কবলে নিরীক্ষণ করে যার পর নাই মর্ম্মাহত হয়েছি। তোমার সরল অন্তর যে এতদূর কপটতার আবরণে আবৃত, তা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। বোধ হয় আমার ভাগ্যদোষে স্নিগ্ধ চন্দন-কণা তীব্র বিষে পরিণত হলো, সুকোমল কুসমগুচ্ছ ভীষণ সর্পের আকার ধারণ কল্লে। হায় কি করে জানবো যে বিষপূর্ণ কুম্ভ অল্প পরে আচ্ছাদিত হয়ে আমাকে চঞ্চলা কর্ব্বে। যাই হোক আর আমাকে অনর্থক দগ্ধ কর্ব্বার আবশ্যক নাই। এক্ষণে প্রার্থনা যে আমাকে স্পষ্ট উত্তর দিয়ে বাধিত কর্ব্বে। যদি আমাকে নিরাশা সাগরে ডোবানো তোমার অভিপ্রেত হয়,

তা হলে অকপটে আমাকে লিখবে, আমি আশা সূত্র ছিন্ন করে নিশ্চিন্ত হবো। এরূপ সন্দেহের তরঙ্গে ভাসমান হওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর।

তোমার প্রেমাশ্রিত
চার্লস ষ্টামোর।

এই পত্র খানি পাঠ করে মেরিয়া সুন্দরীর প্রশান্ত চিত্ত-সাগর আলোড়িত হচ্চে। এত দিন আশা দিয়ে আজ কি করে যে নিরাশ কর্ব্বে, এই ভাবনায় আজ অস্থির। কিন্তু এ'দিকে লিবুকে দেবতাজ্ঞানে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে ভালবাসা কুসমে, প্রীতি চন্দনে রাত্র দিন পূজা কচ্চেন। প্রস্তরে অঙ্কিত মূর্ত্তির ন্যায় সে প্রেম অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছে, ষ্টামোরের মিনতি রূপ সলিল সেচনে সে প্রেম অপনীত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

অনেকক্ষণ ভেবে মেরিয়া কর্ত্তব্য কিছুই স্থির কত্তে পাল্লে না। ঘূর্ণিত জলে কর্ণধার-হীন তরির ন্যায় তার মন নিতান্ত অস্থির হয়ে উঠলো। ষ্টামোরের পত্রের কি উত্তর দেবে, কিছুই স্থির কত্তে পাল্লে না। ভাবতে ভাবতে ক্রমে সর্ব্ব সন্তাপ-হারিনী নিদ্রাদেবী তার সুকোমল দেহ-লতিকা আক্রমণ কল্লে, কাজেই সকল চিন্তা অন্তর হতে অন্তরিত হয়ে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

গুপ্ত হত্যা।

হায় পাপী এই কিরে তোর কাজ।
নর হত্যা করিতে রে নাহি হলো লাজ॥
দয়া ধর্ম্ম ইচ্ছা করে দেহ বিসর্জ্জন।
ভ্রমিতেছ সংসারেতে পশুর সমান॥

দিন সকলকার যায়। কারু জন্যে কখন অপেক্ষা করে না। বিলাসী ধনী রমণীমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হয়ে উত্তম উত্তম আতর গোলাপে ভূষিত হয়ে হাস্য পরিহাসে কালাতিপাত কচ্চে, দিন তারো যাচ্চে, আবার চিররোগী শয্যায় শায়িত হয়ে অসহনীয় রোগের যন্ত্রণা ভোগ কচ্চে, এক এক দণ্ডকে এক এক প্রহর বলে বোধ হচ্চে, তারো দিন যাচ্চে, সুরভোগ্য নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করে দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করে, জমিদার মহাশয়দের দিন যাচ্চে, আবার শাকান্ন দ্বারায় কথঞ্চিত জটর জ্বালা নিবারণ করে ছিন্ন কান্থায় বাহুমাত্র উপাদানে শয়ন করে দরিদ্র কৃষকের দিন যাচ্চে। দিন সকলের যায় কারু জন্য অপেক্ষা করে না বা কারু মুখাপেক্ষি হয়ে থাকে না। বিধির বিধিতে এই এক নিয়মানুসারে চলচে, ও অনন্তকাল চলবে, কার সাধ্য এর অন্যথা করে। মানব সূত্রে গ্রথিতা পুত্তলিকাসম আশাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিরন্তর কালস্রোতে ভাসতে ভাসতে

যাচ্চে, স্রোতের প্রতি কূলে গমন করা ক্ষীণ বুদ্ধি মনুষ্যের সাধ্যাতীত।

একদিন, দুই দিন করে ক্রমে ১৫ দিন অতীত হয়ে গেল। লিবু বাহাদুর সদাগর মহাশয়ের বাড়িতে বেশ জামাই আদরে দিনপাত কচ্চে, কাউন্টও মিত্র বরের মতন সঙ্গে আছে। বাড়ির সকলে ক্রমে জান্তে পাল্লে যে লিবুর সঙ্গে মেরিয়ার প্রণয় খুব পাকাপাকি রকম হয়েছে। সদাগর মহাশয়ের কাণেও এ কথা উঠলো, তিনি শুনে এতে বিশেষ আপত্তি কল্লেন না, কারণ কপটী লিবুকে খুব ধনী বলে তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়েছে। অবশেষে তিনি ষ্টামোরকে এই মর্ম্মে একখানা পত্র লিখলেন।

প্রিয় চার্লস!—

আমার ভাগিনী মেরিয়ার মনোগত ভাব আমি জান্তে পেরেছি। সে তোমাকে চিরকাল বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান কত্তে নিতান্ত ইচ্ছুক। তুমি বুদ্ধিমান, এজন্য আমার বিশ্বাস আছে, যে তুমি কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

তোমার

পকলিংটন।

পত্র পাঠ করে ষ্টামোরের সকল আশা অতল জলে নিমগ্ন হলো, তিনি আঘাত প্রাপ্ত সর্পের ন্যায় নিতান্ত রোষিত হয়ে মেরিয়ার সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেন।

কাউন্ট ও লিবু সদাগর মহাশয়ের বাড়িতে আসবার ১৬ দিনের দিন প্রাতঃকালে দুই বন্ধুতে নির্জ্জন ঘরে বসে কথাবার্ত্তা

কচ্চে, নিকটে আর কেহই নাই, সুতরাং দুজনে মনের কপাটের হাঁসকল খুলে ফেলে কথোপকথন কচ্চে।

ম্যাকেয়ার। কেমন বারনার্ড এখানে এসে তো সুখে কাল কাটাচ্চো। কিন্তু আজ যে কি দিন তা কিছু মনে আছে।

বারনার্ড। আজকার দিনটা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছু ঠাণ্ডা বলে বোধ হচ্চে। আর এক গেলাস করে ব্রাণ্ডি পান কল্লে, প্রাণটা তাজা হতে পারে।

ম্যাকেয়ার। দূর আহাম্মুখ আমি কি তোর মতন ব্রাণ্ডির ভাবনা ভাবি। আজকার তারিখে যে আদত লিবু এখানে এসে উপস্থিত হবে। সে কথা বুঝি মনে নেই। পত্রের তারিখ বুঝি একেবারে ভুলে গেচ। কথা শুনে তো কাউণ্টের মুখ শুকিয়ে গেল, পবন তাড়নে কিশলয় সম থর থর করে কাঁপতে লাগলো, লিবু কাউণ্টের ভয় দেখে একটু না হেঁসে থাকৃতে পাল্লে না, কিন্তু তখনি গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে, তা হলে এখন কি উপায় ঠিক কল্লে। উপস্থিত এই বিপদ হতে আমরা কি করে রক্ষা হবে।

বারনার্ড। আমি তো একটী উপায় দেখতে পাচ্চি।

ম্যাকেয়ার। কি?

বারনার্ড। কাহাকে কিছু না বলে এখান হতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য। এ ছাড়া আমি তো কোন উপায় দেখতে পাচ্চি না।

ম্যাকেয়ার। এই বিপুল সুখ ভোগ ফেলে পালাবে। তা তুমি পার, কিন্তু আমি পারি না।

বারনার্ড। তা না পালিয়ে কি শেষে জেল খানায় পচবে।

জেল খানায় যে কত সুখ তা আমি বিলক্ষণ জানি; সেই জন্য বলছিলাম যে এখান হতে চম্পট দেওয়াই কর্ত্তব্য।

ম্যাকেয়ার। তোমার এমনি বিদ্যা বটে, এই একটা সামান্য বিষয়ের উপায় ঠিক কত্তে পাল্লে না। আমি ভাবি যে তুমি একলা হলে কি করে জীবিকা নির্ব্বাহ কত্তে। তুমি কি জাননা যে যদি আমাদের কোনরূপ বিপদ হয়, সেই বিপদ হতে রক্ষা কর্ব্বার জন্য একজন মুরুব্বি এই বাড়িতে আছে। যাই হোক আজকার এই উপস্থিত বিপদ হতে রক্ষা হবার উপায় আমি স্থির করে রেখেছি। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

বারনার্ড। কোথায়?

ম্যাকেয়ার। যেথানে হোক না কেন সে কথায় এখন প্রয়োজন কি? আমার সঙ্গে যেতে কি তোমার ভয় হয়।

বারনার্ড। কিছুমাত্র-না। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি নির্ভয়ে যোমের বাড়ি অবধি যেতে পারি।

ম্যাকেয়ার। আচ্ছা তা হলে রাত্রি ১টার সময় যখন বাটির সকলে নিদ্রা যাবে, সেই সময় আস্তে আস্তে আমরা দুজনে যাবো। তার পর যা কত্তে হয়, তা আমি কর্ব্বো। তুমি কেবল নামমাত্র আমার সঙ্গে থাকবে। এমন সময় সদাগর মহাশয় সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ কল্লেন, কাজেই কথাবার্ত্তা বন্ধ হলো।

ক্রমে দিনমণি সমস্ত দিনের কার্য্য শেষ করে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লো, পতি-বিরহে কাতর হয়ে নলিনী চক্ষু মুদ্রিত কল্লে ভ্রমরকুল আকুল হয়ে গুণ গুণ কত্তে কত্তে গৃহে প্রস্থান কল্লে ধরাকে নিরাশ্রয় দেখে দুষ্ট অন্ধকার এসে আক্রমণ কল্লে।

দেখতে দেখতে রাত্র ১১টা বেজে গেলে বাড়ির সকলে নিদ্রার কোমল অঙ্কে শায়িত হলো। প্রকৃতিদেবীও গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন, এমন সময় ম্যাকেয়ার আপন কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে জুতা জোড়াটী হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বারনার্ডের দোরে টোকা মাল্লে। বারনার্ড তৎক্ষণৎ শয্যা ত্যাগ করে সঙ্গির ন্যায় জুতা হাতে করে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে বাড়ি হতে বহির্গত হয়ে রাজপথে এসে উপস্থিত হলো। তখন রাজপথ নীরব—জন মানবের সাড়া শব্দ নাই। কেবল ক্বচিৎ কোন বাড়ি হতে মাতালের বিকট চীৎকার শ্রুতিগোচর হচ্চে, তা ছাড়া আর সকলি নীরব, বোধ হয় যেন এই কোলাহলপূর্ণ মহানগরী জনশূন্য হয়েছে।

লণ্ডনের প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে দুই বন্ধু বরাবর উত্তর মুখে চল্লো, দুজনের কাহার মুখে কথা নাই। প্রায় ১৫ মিনিট কাল এইরূপ গিয়ে একটা গলির মধ্যে একটা পুরাতন বাড়ির সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলো। ম্যাকেয়ার দরজার কড়া ধরে বার দুই নাড়া দিতে না দিতে একজন শীর্ণকায় পুরুষ দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে "আপনি কে মহাশয়?"

ম্যাকে। আমাকে কি চিন্তে পাচ্চেন না কাল আমি এসে কথা বার্ত্তা ঠিক করে গিয়াছিলাম। আপনি কি সব ভুলে গেছেন নাকি। লোকটা অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, "ভুলবো কেন মশায়। আপনি না দুটো ঘোড়া ভাড়া চেয়েছিলেন। আমি তা দিতে সম্মত আছি, আপনি ঘোড়ার দাম জমা দিয়ে ঘোড়া নিয়ে যান, তার পর আমার জিনিষ আমায় ফিরিয়ে দিয়ে আপনার

টাকা নিয়ে যাবেন। ম্যাকেযার আর কোন বাক্যব্যয় না করে পকেট হইতে এক তাড়া নোট বার করে দিলে, সেই লোকটা আলোয সেই নোট গুণে চাঁদ পানা মুখ করে ছুটো সুসজ্জিত অশ্ব এনে দিযে দরজা বন্ধ করে বাড়িব ভিতর চলে গেল।

ম্যাকেযার ও বাবনার্ড সেই ছুটো অশ্বে আরোহণ করে বরাবব উত্তব মুখেই চল্লো। খানিক দূর গিযে ম্যাকেযাব বল্লে, সে যখন পেবিস থেকে আস্‌ছে, তখন নিশ্চয এই রাস্তা দিযে ডাক গাড়িতে আস্‌বে. এস আমরা আরো খানিক এগিযে যাই। যদি কোন গাড়ি দেখতে পাই, আর আরোহী যদি ফরাসি ভাষায কথা কয়, তা হলেই জান্‌বো সেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি আস্‌ছে। বারনার্ড আর কোন উত্তব কল্লে না; কেবল ঘাড় নেড়ে সঙ্গিব মতে মত দিলে। প্রায আদ ঘণ্টা পরে তাবা অশ্বের পদধ্বনি শুনতে পেলে একটু পরে বুঝতে পাল্লে যে এক খানা ডাক গাডি আস্‌ছে। অমনি দুজনে বাস্তায দু ধারে গিযে আস্তে আস্তে ঘোড়া চালাতে লাগলো। দেখতে দেখতে একখানা ডাক গাডি এলো। গাড়ি খানা যেমনি দু জনার মাঝ খান দে ধ:বে অমনি ম্যাকেযার ঘোড়াব উপব হতে গাড়ির চালককে এমনি জে'রে এক ধ'ক্কা মাল্লে যে অমনি সে কোচবাক্সো থেকে সটা' পড়ে গেল। বারনার্ড অমনি ঘোড়া থেকে তড়াক্ করে লা'ফিযে পড়ে একখানা ছোরা খুলে সেই পতিত ব্যক্তির গলার ক'ছে ধরে বল্লে, বেটা যদি চেঁচাবি তা হলে এখনি খুন কর্ব্বো। কাজেই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইলো। ম্যাকেয়ারও ঘোড়া থেকে নেমে গাড়ির দোর খুলে ফেলে, দেখে যে একজন ভদ্র-

লোক অকাতরে ঘুমুচ্চে। তার পরিচ্ছদ দেখে বোধ হলো সে ব্যক্তি ফরাসি। অমনি আর বাক্যব্যয় না করে ম্যাকেয়ার এক-খানি শাণিত ছুরির আমূল পর্য্যন্ত তার বুকে বসিয়ে দিয়ে সেই হতভাগ্য আরোহিকে চির নিদ্রায় নিদ্রিত করালে। তার পর এক তাড়া কাগচ নিয়ে মৃত ব্যক্তির পকেটে রাখলে, আর তার পকেটে যা ছিল সব বার করে নিলে, এই কার্য্য মুহূর্ত্ত মধ্যে সমাধা হলো। বারনার্ড তখনো ছুরি হাতে করে গাড়ি চালকের কাছে বসে আছে। যখন এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সমাধা হলো, ম্যাকেয়ার ইঙ্গিত কল্লে, অমনি দুজনে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ-প্রদান করে যে যার অশ্বে আরোহণ করে সে স্থান পরিত্যাগ করে নগরাভিমুখে চল্লো। প্রায় আদ ঘণ্টা পরে তারা সেই শীর্ণকায় ব্যক্তির বাড়ির কাছে এসে তাকে ডাকলে, সে তখনি বাইরে এসে আস্তাবলে ঘোড়া রেখে তাদের সেই নোটের তাড়া ফিরিয়ে দিলে, ম্যাকেয়ার সেই নোটের তাড়া খুলে একশত পাউণ্ডের একখানা নোট বার করে তার হাতে দিয়ে বল্লে, "কাল তোমার ঘোড়ার ভাড়া দিয়েছি, এখন তোমার জিহ্বাকে বাঁধবার জন্য এই টাকা দিচ্চি। দেখ যেন কোনমতে এ কথা প্রকাশ না হয়। সেই লোকটা সসম্ভ্রমে সেলাম করে বল্লে, "আমি কি মহাশয় বালক যে কাজের কথা প্রকাশ কর্ব্বো আর আপনার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তির কাজ করা অতীব সৌভাগ্যের কথা। যদি কখন কোন কাজের আবশ্যক হয়, আমার কাছে অনুগ্রহ করে আসবেন, আমি আপনার সকল কাজ হাসিল কর্ত্তে পার্ব্বো। আমার অধিনে ভাল ভাল লোক আছে।

ম্যাকেয়ার তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে তার প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে গৃহাভিমুখে যাত্রা কল্লে।

রাত্রি প্রায় ৩ টার সময় দুজনে সদাগর মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হলো। তখনি বাড়ির সকলে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। তারা দুজনে সেই রকম জুতা খুলে পা টিপে টিপে যে যার কক্ষে প্রবেশ কল্লে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পকেট বই।

চাতুরি জাল ছিন্ন হলো এবে।
পাপের ফল ভুগিতে হইবে॥

তার পর দিন সংবাদ পত্র মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। কাগচের নূতন খোরাক পেয়ে আপনার মন গড়া গল্পে কাগচের স্তম্ভ পরিপূর্ণ কত্তে লাগলো। একখানা কাগচে লিখলে যে লণ্ডনের প্রায় ১৫ মাইল দূরে একদল ডাকাত এসে একজন ভদ্রলোককে গাড়ির মধ্যে তলোয়ার দিয়ে খুচে খুচে মেরেছে, ১৩টা তলোয়ারের চোপ ও ছটা গুলির দাগ মৃত ব্যক্তির অঙ্গে বিদ্যমান রয়েছে। মৃত ব্যক্তি বোধ হয় জার্মান। তাহার সঙ্গে অনেক বহুমূল্য জহরৎ ছিল, ডাকাতরা বোধ হয় সেই লোভে এই ভদ্রলোককে খুন করেছে। আমাদের বিশ্বাস আছে যে আমাদের সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী, নিশ্চয় অবিলম্বে এই খুনের

কিনারা করিয়া আপনাদের দক্ষতার পরিচয় দেবে। এইরূপে নানা কথা ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশ হতে লাগলো। কেউ বল্লে, মৃত ব্যক্তি মুসলমান, কেউ বলে খৃষ্টান। এইরূপে নানা রকম কথা হুজুগপ্রিয় লণ্ডন সহরের সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়ে কাগচের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হতে লাগলো।

পুলিস কর্ম্মচারীদের কাজ বেড়ে উঠলো। তারা সেজে গুজে গোপে চাড়া দিয়ে অকুস্থানে উপস্থিত হয়ে খুব উচিয়ে নিজে-দের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জাহির কত্তে আরম্ভ কল্লে, রাস্তার দুধারে যাকে দেখে জবানবন্দি নিতে লাগলো। আশে পাশের জন কতক নিরীহ কৃষকে ধরে এনে খুব পীড়ন কত্তে আরম্ভ কল্লে, নিকটস্থ দু তিন খানি গ্রাম তোলপাড় কল্লে, কিন্তু খুনের কিছু-মাত্র কিনারা হলো না। কেবল পুলিস কর্ম্মচারীদের খালি পকেট পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

হা সভ্যতা তোর আবরণে আবৃত হয়ে কত শত নরপিশাচ পাষণ্ড মেষ চর্ম্মে সমাবৃত শার্দ্দূলের ন্যায় সচ্ছন্দে এই সমাজ মধ্যে বিচরণ কচ্চে। দেশহিতৈষির ভাণ করে নিজের উদর পূর্ণ কচ্চে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অকাতরে অন্যের সর্ব্বনাশ কচ্চে। মিথ্যা কথা, কপটতা, ভণ্ডামি যাদের গায়ের আভরণ, তারা যদি সভ্য, তা হলে এ জগতে অসভ্য কে; হায় কত শত গুপ্ত হত্যা—কত শত ঘৃণিত পৈশাচিক ব্যাপার—এই সভ্য সমাজে গোপনে সংসাধিত হচ্চে, তার আর ইয়ত্তা নাই। কত যে দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রবলের কোপে পড়ে নিষ্পীড়িত হচ্চে, কে তার গণনা করে। দোষীকে দণ্ড দেবার জন্য আইনের যত

কঠোর বন্ধন হচ্চে, ধূর্ত্ত পাষণ্ডরা চাতুরি বলে ও অর্থের জোরে প্রতিক্ষণে সে বন্ধনকে শিথিল কচ্চে। ফলতঃ আইনকারদের অতি বুদ্ধির গুণে, আর সুযোগ্য পুলিশ কর্ম্মচারীদের কৃপায় কপটী ধনী শত শত অপরাধের অপরাধী হয়ে সচ্ছন্দে নিষ্কৃতি পাচ্চে, আর সরলমতি নিরীহ দরিদ্র ব্যক্তি অকারণে দণ্ড ভোগ কচ্চে। যে স্থানে সভ্যতার খুব ছড়াছড়ি সেই স্থানে এই সব ব্যাপারের আতিশয্য। তাই বলছি কপটতা পরিপূর্ণ ঘোর ভণ্ড স্বার্থপর সভ্য মহাশয়দের অপেক্ষা অরণ্যবাসী সরলমতি উলঙ্গ অসভ্যেরা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও মনুষ্য নামের উপযুক্ত।

ক্রমে এই খুনের কথা সহরময় ছড়িয়ে পড়লো। সদাগর মহাশয়ের বাড়িতেও এ কথা পৌঁছিল। চাকরদের ঘর হতে বৈটকখানা অবধি এই প্রসঙ্গেই কথাবার্ত্তা হতে লাগলো। সকলেই এই হত্যায় বিস্ময় প্রকাশ কত্তে লাগলো। জাল লিবুও কথায় সায় দিয়ে সেই হতভাগ্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে দুঃখ প্রকাশ কত্তে লাগলো। ফলতঃ খুনের কিছুমাত্র কিনারা হওয়ায় কথাটা এক রকম চাপা পড়ে যাবার উপক্রম হলো।

এই ঘটনার পর দিন রাত্র প্রায় ১০টার সময় হালের কাউন্ট বকেয়া বারনার্ড একাকী বেড়াতে বেড়াতে লণ্ডনের একটি রাস্তার নাম হেমাযকেট। রাস্তার দুই দিকের দোকান সব গ্যাসে আলোকিত হয়ে বেশ শোভা বিস্তার কচ্চে। রাস্তাটি লোকে সমাকীর্ণ। দলে দলে মাতাল মদের মহিমা প্রকাশ কত্তে কত্তে রাস্তা মাতিয়ে যাচ্চে। অনেক পতিতা স্ত্রীলোক বিচিত্র বেশ ভূষায় ভূষিত হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেদের জঘন্য কার-

বায়ের খদ্দের ডাকৃছে। অনেক ফিরিওয়ালা রকম বেরকম ছাঁকুনিতে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে।

বারনার্ড এই সব দেখতে দেখতে একটু টিপসির জন্য এক সুঁড়ির দোকানের ভিতর প্রবেশ কল্লে। গিয়ে দেখে নরক গুলজার। দোকানের মাঝখানে দুজন ভদ্র পরিচ্ছদধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নেশায় চুর হয়ে বসে আছে। আর কতকগুলো সামান্য পরিচ্ছদধারী জঘন্য হতভাগ্য ব্যক্তি সেই ভদ্রলোদের ঘেরে রযেছে। সেই ভদ্রলোক দুটী বিলাতের কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তারা প্রায সুঁড়ির দোকানে এসে প্রায় এ প্রকার নীচ আমোদ প্রমোদে সময় পাত করেন। তারা দোকানদারদের মদ হুকুম করে দিচ্চেন, আর সেই লোকগুলো মনের আনন্দে পান কচ্চে, ফলতঃ তারা এই আবকারি মহলের একজন প্রধান মুরুব্বি। বারনার্ড এই সুযোগ দেখে ঝাঁকের কই গিয়ে ঝাঁকে মিশলো।

সেই ভদ্রলোক দুটির মধ্যে একজন বল্লে, "যে এক গেলাশ পুরো ব্রাণ্ডি এক চুমুকে খেতে পার্ব্বে, তাকে পাঁচ পাউণ্ডের একখানা নোট এখনি বক্‌শিস দোবো। এই কথা বলেই একখানা নোট পকেট হতে বার করে টেবিলের উপর রাখলে, অমনি একজন বৃদ্ধ টলতে টলতে গিয়ে বল্লে, "আমি খাবো হুজুর" অমনি পুরো এক গেলাস মদ তার হাতে দিলে, আগে হতে সে খুব পেকে টুক্‌টুকে হযেছিলো, এখন কেবল টাকার লোভে গিয়ে গেলাস ধল্লে—গেলাস ধরেই এক চুমুকে পান করেই গেলাস রাখতে না রাখতে ভুমের উপর ধড়াস করে পড়ে গেল, পড়েই দম আট্‌কে পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ কল্লে।

বারনার্ড এই ব্যাপার দেখে দোকান থেকে ভোঁ দৌড় দিলে। রাস্তায় পড়ে হন হন করে চলতে আরম্ভ কল্লে, কিন্তু খানিকদূর যেতে না যেতেই একজন লোক এসে তার ধরে বল্লে, "কি কাউন্ট নাকি, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্চো? বারনার্ড মদের নেশার চোখে ঝাপসা দেখছে, কাজেই লোক চিনতে পাল্লে না, বিশেষ ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। তিনি ভয়ে কাতর হয়ে বল্লে, "দোহাই বাবা আমি কিছুই জানিনি। আমি ঢুকেই বেরিয়ে এসেছি, প্রশ্নকারী কথার কোন মানে বুঝলে না; কিন্তু কাউন্টের কাঁপুনি দেখে হাসি চেপে রাখতে পাল্লে না। বারনার্ড যাবার জন্য জোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোঁচা দৌড় দিলে, কিন্তু পালাবার সময় তার পকেট হতে একখানা বহুকালের পুরাতন বদরংযা পকেট বই পড়ে গেল। বারনার্ড সে দিকে আর কিছুমাত্র লক্ষ না করে শাঁ শাঁ করে চলে গেল। যে ব্যক্তি বারনার্ডকে ধরে ছিল, তিনি সে খানি কুড়িয়ে নিয়ে নিতান্ত বিস্মিত হলো, কারণ এ প্রকার অপরিষ্কার দ্রব্য একজন কাউন্টের পকেটে থাকা অসম্ভব। যাই হোক তিনি সে খানি কুড়িয়ে নিয়ে আপন গন্তব্য স্থানে গেলেন।

পাঠক মহাশয় এই লোকটীকে কি চিনতে পাল্লেন। ইনি আপনাদের পরিচিত চার্লস ষ্টামোর।

ষ্টামোর সেই পকেট বই খানি নিয়ে বাড়িতে গেল। তার পর আপনার শয়ন কক্ষে গিয়ে আলোতে সেই পকেট বুক খানি ভাল করে দেখতে দেখতে তাহার মাথা যেন ঘুরতে লাগলো। তাহার চক্ষে এই বিশ্ব-সংসার অদর্শ ঘোর অন্ধকারে পরিণত

হলো, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগলো। ক্ষণেক পর তাহার মনকে কথঞ্চিত স্থির করে আপনা আপনি বলতে লাগলো। এ নিশ্চয় সেই খানি, কিন্তু, কাউন্টের কাছে কি করে এলো,! তার সেই খানার পাতা ওলটাতে ওলটাতে দু একটা খুব ছেলে মানুষের মতন কাঁচা লেখা পড়ে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হলো। এমন সময় তারি মধ্যে দেখলেন যে একখানি পত্র রয়েচে, পত্রখানি পাঠ করে তিনি একেবারে বিস্ময় সাগরে মগ্ন হয়ে আপনা আপনি বলতে লাগলেন" এ ব্যাপার খানা কি, আমি কি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখচি নাকি। আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। যা দেখলাম তাতে তো ভয়ানক সন্দেহ হচ্চে। পত্রখানা ভাষায় বোধ হচ্চে, যে কোন শক্তি তার পুত্রকে লিখবে, তা হলে এ ব্যাপার খানা কি; কিন্তু ঠিক কি সব জাল নাকি। আমি তো কিছুই বুঝিতে পাচ্চিনি। পকেট বই খানা যে সেই তাতো আমার বেশ বোধ হচ্ছে। যাই হোক আর তো আমি স্থির থাকতে পাচ্চি না। কল্যই আমাকে পেরিসে গিয়ে এর তদন্ত কত্তে হবে।

তার পর টমোর বিশ্রামের জন্য শয্যায় শায়িত হলো, কিন্তু সে রাত্রে নিদ্রা দেবী তার নিকটস্থ হলো না। বিষম সন্দেহের তরঙ্গতার চিত্ত সাগরে উপস্থিত হয়ে তাকে অস্থির করে তুলে। কাজেই জাগ্রত অবস্থায় অতি কষ্টে সে নিশা যাপন কল্লে।

এ দিকে রাত্রে প্রায় ১টার সময় ঘুরে ঘুরে বারনার্ড সদা-

গর মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হলো। ম্যাকেয়ার তার বন্ধুর বিলম্ব দেখে নিতান্ত চিন্তিত হচ্ছিল, কাজেই এখন অবধি জেগে বসে ছিল। বারনার্ড এলে তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা কল্লে, বারনার্ড আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বল্লে কেবল পকেট বই হারাবার কথা চেপে গেল। ম্যাকেয়ার জাস্তো না যে ও রকম জিনিস বারনার্ড এখনো সঙ্গে রেখেচে, কাজেই ও বিষয়ের কোন উত্থাপন হলো না। তার পর দুই বন্ধুতে পৃথক হয়ে যে যার কক্ষে বিশ্রামার্থ গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

চার্লস ষ্টামোর।

জলদেরে নত্তোপরে হৈরে তৃষ্ণা নিভাবো।
পিপাসায় প্রাণ যায় ধরে তারে রাখিব॥

মেদিনী।

এই ঘটনার তিন দিন পরে ফরাশির জাতির রাজধানী পেরিস নগরে একটী সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে ষ্ট্যাম্পের যেন একটু বিমর্ষ ভাবে পদব্রজে যাচ্চে। অল্প দূর গিয়ে একটু মোড় ফিরে একটা লোককে জিজ্ঞাসা কল্লে। মহাশয় এক জন বৃদ্ধ তার নাম কারনার্ড। এই গলির মধ্যে কোথায় বাস করেন বলতে পারেন, লোকটা খুব ব্যস্ত ভাবে বল্লে এই

চাৰ্লস টামোর।

সামনের বাড়িটার পরের বাড়ির নিচের তলায় ঐ নামের একটা বুড়ি থাকে বটে দেখুন বলে মস্ মস্ করে চলে গেল। ষ্টামোর তার আদেশ মত সেই বাড়ীতে গিয়ে দোরে ঘা মাত্তে লাগলো। অল্পক্ষণ পরে এক জন শীর্ণা বুড়ি এসে দোর খুলে দিলে।

বৃদ্ধার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। নিতান্ত কৃশা তাই একটু বেশি ঢেঙ্গা বলে বোধ হয়, সাদা চামরের ন্যায় চুলগুলি সব ধব ধব কচ্চে। মুখখানি ইষৎ লম্বা এবং বিলাতের পকনিং-টনের বাড়ির নূতন কাউণ্টের মুখের সহিত এর অনেকটা আদরা আছে বৃদ্ধার পরিধেয় বসন অতি সামান্য ও দরিদ্রতা ব্যঞ্জক।

দোর খোলবা মাত্র মুখ দেখেই ষ্টামোর বেশ বুঝতে পাল্লেনা যে যার সাক্ষাৎ তার অভিলাষ সেই একে বারে সম্মুখে, সুতরাং মনে একটু আনন্দের উদয় হলো। তিনি একটু স্ফূর্ত্তির হাসি হেসে একেবারেই জিজ্ঞাসা কল্লেন। আমি অনেক দূর হতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ কত্তে এসেচি, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

অপরিচিত ব্যক্তির মুখে এই কথা শুনে বুড়ি প্রথমে একটু থতমত খেলে হটাৎ কোন কথা বলতে সাহস হলো না ষ্টামোর বুড়ির মনগতভাব বুঝতে পেরে খুব মিনতির সহিত বল্লে আমি ইত্যাদিগকে শপথ করে বলচি যে আমা দ্বারায় আপনার কখন কোন ক্ষতি হবেনা। আমি কেবল মাত্র গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা কচ্চি, আপনি তার সত্য উত্তর দিবেন। বুড়ি আর

কোন কথা না কয়ে ষ্টামোরকে সঙ্গে নিয়ে আপনার ঘরে নিয়ে গেল।

ষ্টামোর ঘরের ভিতর গিয়ে দেখলে; যে ঘরের আসবাব গুলি অতি সামান্য, কিন্তু বেশ পরিষ্কার ভাবে সাজানো একটা গোল টেবিলের উপর এক খানা সাদা ধপধপে চাদর পাতা, তার চারি পাশে দু তিন খানা কেদারা রয়েচে। ঘরের এক ধারে এক খানি খাট ও তদুপরি একটা বেশ পরিষ্কার বিছানা ধপ ধপ কচ্চে একটী ছোট আলমারি খান কয়েক বদরংয়ের ছবি আর গোটা কতক কাঁচের বাসন যথা যথা স্থানে সাজানো আছে। এ ছাড়া একটা খুব লেজ খেকোলা বড় বিড়াল বুড়ির বয়ের একটী সম্পত্তি স্বরূপ ছিল।

ষ্টামোর ঘরের ভিতর গিয়ে সেই এক খানা কেদারার উপর বসে পড়লেন। বুড়ি একটু অন্তরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে তুমি কে বাবা, কেন এখানে এসেছো।

ষ্টামোর। মা আমি লণ্ডন থেকে এসেছি আপনাকে খালি গুটী কয়েক কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো। আমি তো আগেই বলেচি যে আমার দ্বারায় আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে উপবেশন করুন। বুড়ি কলের পুতুলের মতন চুপ করে বসে পড়লো। ষ্টামোর পকেট হতে এক খানা পত্র বার করে বল্লে আচ্ছা সত্য করে বলুন দেখি এ পত্রখানা কি আপনার হাতের লেখা। বুড়ি পত্রখানা হাতে নিয়ে দেখেই কেঁদে ফেল্লে। তার পর কাঁদতে কাঁদতে বল্লে হাঁ বাবা এখানি আমার হাতের লেখা আমি আমার হত

ভাগ্য ছেলেকে লিখে ছিলেম হায় সে এখন কোথায় আর কি আমি দেখতে পাবো এই কথা বলে বুড়ি হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো। সরল চিত্ত ষ্টামোর বুড়ির দুঃখে দুঃখিত হয়ে সান্ত্বনা বাক্যে বল্লেন আপনার পুত্র লণ্ডন সহরে বাস কচ্ছে আপনার কাঁদবার আবশ্যক নাই। বুড়ি যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলে, ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা কল্লে হাঁ বাবা সে যে বেঁচে আছে শুনেই আমি খুসী হলাম। হায় বড় আশা করে অনেক কষ্টে তারে মানুষ করেছিলাম কিন্তু হায় সব ব্যর্থ হলো। তাহার দোষ কি সকলি আমার কপালের দোষ। হায় বাবা তুমি স্বভাবতঃ বদমাইস নও, কেবল সেই পাপাত্মার সঙ্গে মিশে তুমি আপনার পায়ে আপনি কুড়াল মেরেচো, তার সঙ্গে যদি তোমার বন্ধুত্ব না হইত তা হলে কখনই তুমি এত দূর অধঃপাতে যেতে না। সেই বেটাই তোমায় মাটী কল্লে। আমার কপাল সকলি আমার কপাল। এই কথা বলে বুড়ি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো।

ষ্টামোর বুড়িকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে বল্লে কে আপনার ছেলেকে নষ্ট করেচে।

বুড়ি। সে বাবা এ দেশের এক জন বিখ্যাত বদমাইস। সে পুলিসের চক্ষে ধুলি দিয়ে শত শত ডাকাতি করে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তার নামে সকলে ভয়ে কম্পিত হয়, সেই বদমাইস আমার ছেলেরে মাটী করেচে। সেই বেটাই যত অনিষ্টের মূল।

ষ্টামোরের কৌতূহল আরো বৃদ্ধি হতে লাগলো। তিনি জিজ্ঞাসা কল্লেন। আচ্ছা তার নাম কি বলুন দেখি।

বুড়ি। তার নাম আজকাল সকলে জানে, পুলিশে তাঁকে ধরবার জন্য অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষনা করে দিয়েচে। কিন্তু কিছুতেই ধর্ত্তে পাচ্চে না। সে বেটার নাম রবার্ট ম্যাকেয়ার। নাম শুনে আনন্দে তার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তিনি বিপুল উল্লাসে জিজ্ঞাসা কল্লেন আচ্ছা আপনি কখন তাকে দেখেচেন। বুড়ি বল্লে হঁা আমি একবার মাত্র তাকে দেখেছিলাম।

ষ্টামোর। আচ্ছা সে লোকটা এই রকম আকারের কিনা বলুন দেখি এই কথা বলে মেরিয়ার ভাবি পতি লিব্ মহাশয়ের চেহারাটা বর্ণনা কল্লেন। বর্ণনা শুনেই বুড়ি বল্লে ঠিক সেই রকম বাবা ঠিক সেই রকম, সেই বেটাই মাথা খেয়েচে সেই বেটাই সর্ব্বনাশের মূল কারণ। বুড়ির কথা শুনেই ষ্টামোর আর মনের ভাব গোপন কর্ত্তে পাল্লেন না, মনের আবেগে গাত্র দাহ প্রস্তাবে একটু চেচিয়ে ভূমে সজোরে পদাঘাত করে, সেই টেবিলে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চাপড় মেরে বল্লে বেশ হয়েচে, উত্তম হয়েচে, ঈশ্বর উচিৎ বিচার করেচেন আমাকে যেমন নিরাশ করেচে, তার উপযুক্ত ফল হয়েচে। রে বিশ্বাস ঘাতিনী গার্ব্বিতা মেরিয়া তুই আমাকে পরিত্যাগ করে এক জন বিখ্যাত খুণে বদমাইস ডাকাতের সহধর্ম্মিণী। শুকেরে অপমান করে সোণার পিঞ্জরে একটা দাঁড়কাক বসালি সুমিষ্ট পায়স বায়সকেরে খেতে দিলি। তা বেশ হয়েচে, তুই যেমন কপটী নিষ্ঠুরা বিশ্বাস ঘাতিনী, তেমনি ডাকাতের স্ত্রী করে জগদীশ্বর তোকে তার প্রতিফল দিলেন। আচ্ছা এইবার দেখবো, তুই স্বামী নিয়ে কি করে সুখী হোস।

বুড়ি যুবকের রকম দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল, মনে কল্লে তার দর্শক কি হঠাৎ খেপে উঠলো নাকি।

ষ্টামোর বুড়িকে চিন্তিত ও ভীত দেখে আত্মসংযম কল্লে, মনের আবেগ মনে চেপে রেখে বেশ শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা কল্লে। কত দিন আপনার ছেলেকে আপনি দেখেননি।

বুড়ি। প্রায় দুই বৎসর হলো সেই ম্যাকেয়ারের সঙ্গে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েচে। তাদের দু জনার নামে পুলিসে গ্রেপ্তারি পরোয়াণা আছে। সেই জন্য তারা দু জনে কোথায় পালিয়াছে। তার পর আজ তোমার মুখে শুনলাম যে আমার ছেলে বিলাতে আছে। সে বেঁচে আছে কিনা; আমি এর আগে তাও জান্তাম না।

ষ্টামোর ঘরের চারিদিকে দেখচে, এমন সময় দেখলে যে সেই ছোট আলমারির উপর এক ছড়া সোণার চেন রয়েচে, চেন ছড়া দেখেই তার দৃষ্টী ঐ দিকেই আকৃষ্ট হলো এক দৃষ্টে দেখতে দেখতে নিতান্ত ব্যগ্র ভাবে বল্লে মা· ঐ সোণার চেন ছড়া দেখি পূর্ব্ব হতেই যুবকের রকম দেখে বুড়ির সন্দেহ হয়েছিল, এখন আবার এই কথা শুনে আরো ভীত হলো। বুড়িকে থতমত খেতে দেখে ষ্টামোর নিজে গিয়েই সেই হার ছড়াটা তুলে নিলে। হার ছড়াটা নিয়ে ষ্টামোর যেন হটাৎ বিবর্ণ হয়ে পড়লো, তিনি আর দাঁড়াতে না পেরে নিকটের কেদারায় বসে পড়লো বুড়ি ষ্টামোরের গতিক দেখে বল্লে মহাশয়ের কি কিছু অসুখ করেচে।

ষ্টামোর। না আমার অসুখ করেনি আচ্ছা আপনি সত্য

করে বলুন দেখি এই চেন ছড়াটী কোথায় পেলেন। বুড়ি আরো ভয় পেয়ে বল্লে কেন বাবা।

ষ্টামোর। কিছু মাত্র ভয় নাই। আপনি সত্য করে বলুন। আমা হতে আপনার কোন ক্ষতি হবেনা।

বুড়ি। আমার ছেলে এক দিন রাত্রি এসে আমাকে এই চেন ছড়াটি দিলে, আমি জিজ্ঞাসা করায উত্তর কল্লে যে তার সে এক জন বন্ধুর মেয়ে তাকে উপহার দিয়াছে।

ষ্টামোর। তা হবে। আচ্ছা এই সহরে আপনার ছেলের কোন বন্ধু আছে, আপনি তার নাম জানেন।

বুড়ি। না বাবা ম্যাকেথার ছাড়া আর কাহাকেও কখন দেখিনি। তবে শুনেচি যে এখান হতে অনেকটা দূরে কে এক জন হোটেল ওযালার কাছে প্রায় যেতো কিন্তু আমি তার নাম জানিনি, কিম্বা তাকে কখন দেখিনি।

ষ্টামোর। সে স্থানের নাম কি; এখান হতে কত দূর?

বুড়ি। এখান হতে প্রায ২০ মাইল দূরে লায়ন রোডের উপর একটা বনের মধ্যে তার হোটেল আছে। আমি আমার ছেলের মুখে শুনেচি। বুড়ি সরল ভাবে এই সব কথা অপরিচিত ভদ্র লোকটার কাছে সব খুলে বল্লে।

ষ্টামোর আর কোন কথা না বলে যাবার জন্য উঠে দাড়ালো মনের ইচ্ছা যে চেন ছড়াটি সঙ্গে নিয়ে যায়, কিন্তু চক্ষু লজ্জার খাতিরে বুড়িটি সে কথা বলতে পারেন না কাজেই যাবার জন্য উদ্যোগ কল্লেন।

বুড়ির তখন চটকা ভাঙলো। বুড়ি বুঝতে পাল্লে সে হয় তো নিজে নিজের ছেলের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করে দিলে এই ভেবে নিতান্ত কাতর হয়ে টামোথের দুটো পা'য়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে। আপনি যে কেউ হোন আমার একটী অনুরোধ রাখিতে হবে। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে আমার কথা রক্ষা কর্ব্বেন। আমি জানি আমার পুত্র নিতান্ত অসৎ হয় তো আপনার কোন বিশেষ ক্ষতি করেচে, কিন্তু বলুন তার কোন অনিষ্ট কর্ব্বেন না। পুত্র যতই কেন মন্দ থাক না মার অকৃত্রিম স্নেহ কিছুতেই হ্রাস হয় না। সে যখন আমার ছেলে তখন তার বিপদ শুনলে আমার প্রাণ অস্থির হবে। আজ বলুন যে আমার পুত্রের কোন অনিষ্ঠ কর্ব্বেন না।

টামোর যত্নে বুড়িকে হাত ধরে তুলে বল্লেন স্থির হোন যদি সঙ্গত হয় আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা কত্তে চেষ্টা কর্ব্বো। এই কথা বলে আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করে সে গৃহ হতে বহির্গত হলো।

যখন বুড়ি দেখলে যে যুবকটী চলে গেল তখন আপনা আপনি বলতে লাগলো "কিছুতেই শপথ কল্লেনা, নিশ্চয় কোন বিপদে আমার হতভাগ্য পুত্র পতিত হইবে। এই কথা বলে হা বারনার্ড হা বারনার্ড বলে বুড়ি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো।

দশম পরিচ্ছেদ।

—— ঃ০ঃ ——

কণ্টকে গোলাপ।

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই,
পেলেও পেতে পায় লুকানো রতন।

তার পর দিন বেলা প্রায় ৪টা সময় মহানগরী পেরিশ হতে প্রায় ১২ মাইল দূরে একটী পান্থশালার সম্মুখে গিয়ে একখানা গাড়ী থামলো। গাড়ীর মধ্য হতে আমাদের পরিচিত চার্লস ষ্টামোর অবতরণ করে সেই পান্থশালায় প্রবেশ কল্লেন। হোটেল স্বামী নবাগত অতিথিকে দেখে সসম্ভ্রমে আসন পরিগ্রহ কত্তে বল্লে জিজ্ঞাসা কল্লে মহাশয় আপনাকে দেখছি বিদেশি। আপনি এ দিকে কোথায় যাবেন।

ষ্টামোর। আমি এক জন আলেখ্য লেখক শুনলাম এ স্থানের অন্তর্গত একটী রমণীয় কানন আছে তথায় স্বাভাবের অপার সৌন্দর্য্য রাশি বিরাজিত, আমি তাই দেখে আলেখ্য লিখবো বলে আজ এখানে এসেচি। হোটেল স্বামী নূতন খরিদ্দারকে দিন কয়েক রাখবার জন্য উত্তর কর্ল্লে "হাঁ মহাশয় এই স্থানে স্বভাবের অনেক সুদৃশ্য বিদ্যমান আছে। এই স্থানের সন্নিকট প্রকৃতি দেবী স্বচ্ছ দর্পনের ন্যায় একটী নয়ন প্রীতি কর হ্রদ আছে। ফলতঃ অনেক চিন্তাশীল ভাবুক, স্বভাবের সেই অপার সৌন্দর্য্য রাশি সন্দর্শন কর্ব্বার

জন্য এখানে প্রায় আসেন, এবং সকলেই অনুগ্রহ করে আমার এই হোটেলে এসে বাস করেন। এখানে ভদ্রলোকের বাসের উপযুক্ত সমস্ত বন্দোবস্ত আছে। যাতে বিন্দু মাত্র কষ্ট না হয় আমি ও আমার ভৃত্যগণ তার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হই।

হোটেল স্বামির ভূমিকা শুনে উত্তর কল্লে, " আমি যে কয়েক দিন থাকবো, তোমার এই খানে বাস কর্ব্বো। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি বলুন দেখি, যে এই স্থানের নিকটস্থ কোন্ বনের ভিতর কোন হোটেল আছে।

হোটেল স্বামী। আজ্ঞে হাঁ এখান হতে প্রায় ৩ মাইল দূরে বনের ভিতর খুব নির্জ্জন স্থানে একটা হোটেল আছে বটে, কিন্তু সে স্থান বড় ভালো নয়। সে জায়গার একটু বদনাম আছে, আপনি ভদ্রলোক তাই আপনাকে সব খুলে বল্লেম।

ষ্টামোর। তা থাক,তাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমি সেই স্থানটা একবার দেখবো মাত্র তার পর এই রাত্রিতে ফিরে এসে তোমার হোটেলে বাস কর্ব্বো। তুমি আমার জন্য রাত্রির খানা প্রস্তুত করে রাখবে। হোটেল স্বামী যে আজ্ঞা বলে চুপ কল্লে, ষ্টামোর আর কোন বাক্য ব্যায় না করে, হোটেল হতে বহির্গত হয়ে সেই বনের উদ্দেশে যাত্রা কল্লে।

প্রায় ১ ঘন্টা পরে চার্লস সেই বন দেখতে পেলেন ও দূর হতে সেই বাড়ির চিমনি * তার দৃষ্টিগোচর হলো ক্রমে সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করে সেই হোটেলের মধ্যে প্রবেশ কল্লেন।

হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন যে জনমানব নাই

* চিমনি, ধোঁয়া যাবার পথ।

তার পর দরজার নিকটে ঘণ্টাটা বাজালে প্রায় ষোড়শ বৎ-সরের একটী বালিকা এসে উপস্থিত হলো।

পঙ্কিল হ্রদে বিকচ নলিনীর ন্যায় কণ্টকময় বৃক্ষে প্রস্ফুটিতা গোলাপ ফুলের মতন বালিকাকে দেখে নিতান্ত চিন্তিত হলো চক্ষুর আর পলক ফেলতে ইচ্ছা হলো না। লেসলি মেরিয়াকে তার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে বিশ্বাস ছিল কিন্তু সে ভ্রম আজ অপতিত হলো। একজন অপরিচিত পুরুষ একদৃষ্টি দেখ্‌চে বলে বালি-কার বদন মণ্ডল লজ্জায় আরক্তিম হলো, এবং মস্তক নতকরে ঈষৎ বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা কল্লে, এখানে আসার আপনার উদ্দেশ্য কি মহাশয়? ষ্টামোর একটু অপ্রস্তুত হলো উত্তর কল্লে আমি একটু বিশ্রামার্থ আজ এখানে এসেচি কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য কি এখানে পাওয়া যেতে পারে।

বালিকা ঘাড় নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করে, তাঁকে উপরের একটী কামরা দেখিয়ে দিলে, কাজেই ষ্টামোর গিয়ে সেই কক্ষে উপবেশন কল্লে।

ক্ষণেক পরে সেই বালিকা কিছু খাদ্য দ্রব্য নিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ কল্লে, এবং সম্মুখের টেবিলের উপর রেখে, একটু অন্তরে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো। ষ্টামোর আহার কত্তে কত্তে জিজ্ঞাসা কল্লে, রাত্রি বাসের জন্য হেথায় কি আমি একটা বিছানা পেতে পারি?

বালিকা। এ কথার আমি উত্তর দিতে পারিনি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন হোটেল স্বামী এখানে এলে আপনি জান্তে পারবেন।

ষ্টামোর। আচ্ছা এখানে কেউ কখন রাত্রিবাস করেচে?

বালিকা। আমি কাকেও কখন এখানে রাত্রবাস কর্ত্তে দেখিনি। প্রায় ২।৪ জন লোক এসে খেয়ে দেয়ে চলে যায়।

ষ্টামোর। তুমি কত দিন হলো এখানে এসে বাস কচ্চ? এই প্রশ্নে বালিকা একটু চিন্তিত হয়ে উত্তর কল্লে একথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আপনার আবশ্যক। বালিকাকে সন্তুষ্ট কর্ব্বার জন্য ষ্টামোরকে এইবার মিথ্যা কথার সৃষ্টি কত্তে হলো। তিনি বল্লেন প্রায় ৫ বৎসর হলো আমি আর একবার এইখানে এসেছিলাম সে সময় তোমাকে দেখিনি তাই এই কথা জিজ্ঞাসা কচ্চি। তার পর তার আসবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব পান্থশালায় যা বলেছিলেন এখানেও অবিকল তাই বল্লেন।

বালিকা বল্লে প্রায় ৪বৎসর হলো আমি এখানে বাস কচ্চি।

ষ্টামোর। আচ্ছা পেরিয়া বারনার্ড, কিম্বা রবার্ট ম্যাকেয়ার বলে দুটো লোককে এখানে আসতে কখন দেখেছো?

বালিকা কোন কথা না কয়ে কেবল ঘাড় নেড়ে তার কথার উত্তর দিলে।

এমন সময় সেই হোটেল স্বামী ও তার স্ত্রী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কল্লে। প্রবেশ করে সেই স্ত্রীলোকটা তার স্বামীকে সম্বোধন করে বল্লে "পল এই ভদ্রলোকটির ঠাণ্ডার জন্য বড় কষ্ট পাচ্চে, তুমি শীঘ্র কাট এনে আগুণের যোগাড় করে দাও। পল আর কোন কথাটী না কয়ে সংসার তরুর সুশীতল ছায়া শ্রীমতীর আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য সুড় সুড় করে সে গৃহ পরিত্যাগ করে গেল।

ক্ষণেক পরে পল এক আঁটী কাট এনে উপস্থিত হয়ে আগুণ জ্বেলে দিলে এবং তারা সস্ত্রীক ও বালিকাটী সেই ঘরে উপবেশন কল্লে,তার পর পল ষ্টামোরের পরিচয় ও এখানে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়,পূর্ব্বে যে যে কথা বলেছিলো তাই বল্লে। তার পর পল জিজ্ঞাসা কল্লে, মহাশয় আপনার আহারের জন্য কি যোগাড় কর্ব্বো।

ষ্টামোর। আর আমার জন্য তোমাকে কষ্ট কত্তে হবে না, আমি ইতি পূর্ব্বে আহার করেচি, তোমার মেয়ে বিশেষ যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করেচে। পলের স্ত্রী বল্লে, ব্লানেক আমার গর্ভজাত কন্যা নয়। আমি ওকে প্রতিপালন কচ্চি। ষ্টামোরের ব্লানেকের বিষয় আরো কিছু জানবার জন্য ইচ্ছা হলো। কিন্তু তা আর জিজ্ঞাসা কত্তে পাল্লেন না কারণ চেয়ে দেখলেন যে সেই নিরুপমা বালিকার বিশাল নয়ন যুগল জলে পরিপূর্ণ হয়েচে। ষ্টামোর বেশ বুঝতে পাল্লে যে পিতা মাতার কথা স্মরণ হওয়ায় বালিকার নিবস্ত শোকানল প্রজ্বলিত হয়েচে। কাজেই তার মনের কথা চেপে যেতে হলো, আর জিজ্ঞাসা কত্তে সাহস কল্লেন না।

দু চারটে বাজে কথা বার্ত্তা হবার পর ষ্টামোর বিশ্রাম যাবার অভিলাষ প্রকাশ কল্লেন কারণ সমস্ত দিন পর্য্যটন করে তিনি বিশেষ ক্লান্ত হয়ে ছিলেন। পলের স্ত্রী তখনি সেই তার বিছানা করে দিয়ে তারা সকলে সেই কক্ষ হতে চলে গেল।

ষ্টামোর যেমন শয়ন কত্তে যাবেন অমনি তার বুক দুর্ দুর্ করে কাঁপতে লাগলো, ভারি অনিষ্ট পাতের পূর্ব্বে যেমন চিত্ত

চঞ্চল হয় সেইরূপ হতে লাগলো, তিনি এই চিত্ত বিকারকে নিতান্ত অমূলক বোধ করে শয্যার উপর শায়িত হলো।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের জন্য শীঘ্র নিদ্রাদেবী এসে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। কিন্তু ঘন্টা পরে হঠাৎ তার নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। তিনি শয্যার উপর শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগ্‌লেন, যে পল ভারি রাগতভাবে বল্‌চে "এখন বল্‌চি যদি আপনার ভাল চাস্ তাহলে আপনার ঘরে গিয়ে শুগেযা।"

নিস্তব্ধ রজনীতে কথাগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। তার পর শুন্‌লেন যে বালিকা যেন খুব কাতরভাবে অথচ সাহসের সহিত বল্‌চে, যে না না আমি কখন যাবো না। আমি তোমার মতলব সব বুঝিছি। আমি এই কথা বল্‌তে না বল্‌তে একটা পল চারটে হয়ে রেগে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে, চোপরহ হারামজাদি ছোট মুখে বড় কথা, ফের যদি কথা কবি তাহলে এখনি এর প্রতিফল পাবি। রাগের বশে পল কথাগুলি খুব সপ্তমে বলেছিলো। জামোরের কৌতূহল আরো বৃদ্ধি হলো। কেন যে পল রেগে উঠলো, ঐ সবলা কামিনী যে কি অপরাধ করেচে, জান্‌বার জন্য বড় ইচ্ছা হলো। কাজেই শয্যাত্যাগ করে বাহিরে এলেন। এসে শুনতে পেলেন যে সুন্দরী বালিকা আগেকার চেয়ে একটু আস্তে আস্তে বলচে তা আপনি রাগ করেন করুন, কিন্তু আপনাকে আমি ওরকম ভয়ানক মহাপাতক কর্ত্তে কখনই দোবো না। ছি ছি সামান্য অর্থের লোভে এরূপ কার্য্য করা কি উচিৎ। এতে আপনার কি লাভ হবে। কথা শুনে পল রাগে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হলো। তিনি ক্রোধে

অধীর হয়ে হাতের পিস্তলের বাঁটের দ্বারায় বালিকার মস্তকে এমনি আঘাত কল্লে যে তখনি ছিন্নমূল কদলির ন্যায় ভূমিতে পতিতা হইল। ষ্টামোর শব্দের দ্বারায় সব স্পষ্ট বুঝতে পাল্লেন। সুতরাং আর স্থির থাকিতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি হতে নেবে এলেন। ষ্টামোরকে দেখে পল বুঝতে পাল্লে যে সব কথা শুনেছে, অমনি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান করে চার্লসকে আক্রমণ কল্লে, ষ্টামোর পকেট হতে পিস্তল বার করে দুর্ব্বৃত্তের মস্তক লক্ষ করে গুলি মাল্লে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ লক্ষ ভ্রষ্ট হয়ে গেল পল তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্ত বন্য জন্তুর ন্যায় ষ্টামোরকে আক্রমণ কল্লে। এইবার ষ্টামোরের জীবন সংকটাপন্ন হলো। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে ইষ্ট দেবতার নাম মনে মনে স্মরণ কল্লেন। পল ষ্টামোরকে ধৃত করে যেমন ঠেলে আনচে অমনি এক খানা কেদারায় বেঁধে গিয়ে ধড়াস করে পড়ে গেল। অবসর পেয়ে ষ্টামোর সজোরে এক ঝাপটা মেরে ছাড়িয়ে নিলে। দুর্ব্বৃত্ত পল উঠতে না উঠতে আর একটা পিস্তল বার করে ঠিক মাথার উপর এক গুলি মাল্লে, এবার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলোনা মাথার খুলি ভেদ করে গুলি বেরিয়ে গেল। দুর্ব্বৃত্ত অমনি এক বিকট চিৎকার করে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হলো।

ষ্টামোর দ্রুতগতি গিয়ে বালিকাকে তুলে দেখলে যে মাথা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়চে, ষ্টামোর পকেট হতে রুমাল বার করে ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে দিলে এবং মুখে জলের ছিটে দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে বালিকার চেতনা সঞ্চার হলো, এবং ইন্দিবর বিনিন্দিত আঁখি যুগল খুল্লে। ষ্টামোরের শুশ্রূষায়

একটু সুস্থ হয়ে বালিকা উঠে বসলো। এবং পলের মৃত দেহ দেখে নিতান্ত ভীতা হয়ে বল্লে "একি এ কার্য্য কে কল্লে।

ষ্টামোর। এই পাপাত্মা আমাকে খুণ কত্তে অগ্রসর হয়েছিল, কাজেই আমি আত্ম রক্ষার্থে এই কার্য্য করেচি। বালিকা দাঁড়িয়ে উঠে খুব ব্যস্তভাবে বল্লে, আর এখানে থাকবার আবশ্যক নাই। শীঘ্র এ পাপপুরী পরিত্যাগ করে চল, আর এখানে বিলম্ব ক'রো না।

ষ্টামোর। হাঁ এখুনি বটে। তবে একটু অপেক্ষা কর। এই পাপীয়সি ঐ পাপাত্মার সকল প্রকার অপকার্য্যের সহকারিণী; ওকে আমি আগে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করে তবে এই স্থান পরিত্যাগ কর্ব্বো। ষ্টামোরের কথা শুনে সেই রাক্ষসির মুখ শুকিয়ে গেল, নিতান্ত কাতর ভাবে ষ্টামোরের মুখের দিকে ফেলং করে চাইতে লাগলো। সরলা বালিকা ষ্টামোরকে লক্ষ করে বল্লে না মহাশয় ঐ স্ত্রীলোকটাকে আর কোন প্রকার কষ্ট দেবার আবশ্যক নাই। আমাকে কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করে সুতরাং আমার অনুরোধে ঐ পাপীনিকে ক্ষমা করুন। ষ্টামোর আর কোন বাক্যব্যয় না করে প্রস্ফুটিত পদ্মসম সেই বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে সেই পাপপুরী হতে বহির্গত হলো।

যখন তারা দুজনে রাস্তায় পড়লো তখন রাত্র প্রায় ১টা অতীত হয়েচে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ প্রকৃতিসতী গম্ভীর কেবল কচিত কোঠরস্থিত পেচকের কঠোর চিৎকারে সে নিস্তব্ধতা কথঞ্চিত ভঙ্গ হচ্চে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে রাস্তায় ধুলা ও কাঁকর

গুলো অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্চে ও দারুণ শীতে পথিকদ্বয়কে কাঁপিয়ে তুলচে।

দুঁজনে নীরবে হন্ হন্ করে যেতে লাগলো। প্রায় ১৪মিনিটের পর ষ্টামোরের সঙ্গিনীটি প্রথমে মুখ খুল্লে বিণা বিনিন্দিত মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কল্লে আপনি আমাকে বলেছিলেন যে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এখানে এসেছিলেন কি জন্য এরূপ জঘন্য স্থানে মহাশয়ের ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি আগমন করে ছিলো?

ষ্টামোর। সরলা! মিথ্যা কথা কয়ে আর তোমাকে বঞ্চনা কর্ব্বো না, আর আমি কখন এস্থানে আসিনি, আমি আলেখ্য লেখকও নই। আমার নিবাস লণ্ডনে। তার পর তাঁর আসবার উদ্দেশ্য বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ মনের গুরুতর সন্দেহ প্রভৃতি অকপটে বর্ণনা কল্লেন। শুনে ব্লানেক বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হলো। তার পর ষ্টামোর জিজ্ঞাসা কল্লে আমি শুনলাম যে তুমি ওদের কন্যা নও। তাহলে কি করে তুমি এখানে এলে। তোমার পিতা মাতা কে; জানবার জন্য আমার মনের কৌতুহল বৃদ্ধি হচ্চে। যদি তোমার বিশেষ মনকষ্ট না হয় তা হলে আত্মীয় ভাবে আমার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ কর। পঙ্কিল হ্রদে পঙ্কজের উৎপত্তি যেরূপ অসম্ভব, তেমনি তুমি যে কোন নীচ বংশীয়া আমার বেশ বোধ হচ্চে। অবশ্য তুমি কোন সম্ভ্রান্ত কুলে জন্ম গ্রহণ করেচো, তার আর সন্দেহ নাই। ষ্টামোরের কথা শেষ হলে ব্লানেক একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে উত্তর কল্লে মহাশয় যেমন আমায় কাছে সকল কথা অকপটে প্রকাশ করলেন, আমিও তেমনি আপনার নিকট কোন

কথা গোপন কর্ব্বো না। যা জানি সকল কথাগুলি করে বলবো। আমি অতি হতভাগিনী, সংসার আমার চক্ষে ভীষণ মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ কচ্চে। এই বিশাল জগতে আমার এমন কোন আত্মীয় নাই যে তার কাছে গিযে এই তাপিত প্রাণ শীতল করি। আমি অতি দুঃখিনী! এই কথা বলতে বলতে বিশাল নয়ন জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। প্রাতের শিশির বিন্দুর ন্যায় দু এক ফোটায় গণ্ডস্থল প্লাবিত হলো। পরদুঃখ কাতর উদার চিত্ত ষ্টামোর বালিকার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হয়ে বল্লে পূর্ব্ব কথা তোমার মনে জাগরিত হলে যদি তুমি কষ্ট পাও, তা হলে আমার সে কথা শোনবার আবশ্যক নাই। ব্লানেক রুমা-লের দ্বারায় চক্ষু মুছে উত্তর কল্লে কাঁদবার জন্য বিধাতা আমাকে সৃজন করেচেন, আমি কাঁদবো না তো কে কাঁদবে। মহাশয় আমি আমার বাপ মাকে কখন দেখিনি। বাল্যকালে একজন স্ত্রীলোকের বাড়ি থাকতাম, সেই আমাকে প্রতিপালন করে, তার মুখে আমার মার বিষয় শুনেছি। কিন্তু আমার বাপের কোন কথা কখন শুনিনি। সেই স্ত্রীলোকটীর মুখে আমি শুনেচি যে আমার মাতা পেরিস নগরের কোন ধণাঢ্য ব্যক্তির কন্যা। বিধির বিপাকে ও ভাগ্যের দোষে আমার মা তাঁর পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন ঘোর প্রবঞ্চকের প্রণয় পাশে আবদ্ধ হন। আমার মাতামহ এই কথা জানতে পেরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন; তার পর সেই ধূর্ত্ত এইরূপ অসহায়া অবস্থায় ফেলে পলায়ন করে। এই সময় আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের এক মাস পরে মনের ঘৃণায়

ও আক্ষেপে মা এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। মার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমার মাতামহ নিতান্ত শোকাকুল হন, এবং সেই স্ত্রীলোকটীর হাতে আমার প্রতিপালনের ভার অর্পণ করেন। আমি তাঁর কন্যার অঙ্ঢ়া অবস্থার সন্তান বলে সমাজে নিন্দার ভয়ে আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে সাহস কল্লেন না। শুনেছি আমার প্রতিপালনের জন্য পেরিসের কোন ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমা দিয়াছিলেন তারির স্থদ হতে আমার সকল খরচ নির্ব্বাহ হতো। এইরূপে সেই স্ত্রীলোক আমাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ কর্ত্তো আমাকে নানা প্রকার শিল্প কর্ম্ম ও লেখা পড়া উত্তম রূপে শিখিয়ে ছিলেন; কিন্তু আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ বলে আমার যখন এগার বৎসর বয়স সেই সময় হঠাৎ মৃত্যু হলো। আমি একেবারে অকূল সাগরে ভাসলাম। তার মৃত্যুর ৪।৫দিন পরে একটা লোক আমাদের বাড়ির ভিতর গিয়ে যেন জানা শোনার ন্যায় নাম ধরে ডাকলে। আমি আসবামাত্র আমাকে বল্লেযে আমি তোমার নিতান্ত আত্মীয়,এই বাড়িতে আর তোমার থাকা হচ্চে না। তোমার কাপড় চোপড় যা আছে, নিয়ে আমার সঙ্গে এসো। আমি আর কথাটী না কয়ে সেই লোকটার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে দেখি একখানা গাড়ি রয়েচে কাজেই সেই গাড়িতে দুজনে চড়লাম, তার পর সেই লোকটা আমাকে যেখানে আপনি দেখেছিলেন সেইখানে রেখে গেল, সেই অবধি আজ প্রায় চার বৎসর হলো সেই স্থানে আছি। মাসে মাসে টাকা আসে কিন্তু কোথা থেকে যে টাকা আসে তা আমি জানিনি।

ষ্টামোর খুব মনোযোগের সহিত কথা গুলি শুনলেন, কথা বার্ত্তায় ক্রমে তাদের পথ যেন সংক্ষেপ হয়ে এলো। অবশেষে এক ঘণ্টার পর তারা সেই পান্থশালায় এসে উপস্থিত হলো।

রাত্রিকালে একাকিনী যুবতীকে ষ্টামোরের সঙ্গে দেখে হোটেল স্বামী মনে মনে বিশেষ সন্দেহ কল্লে, কিন্তু মুখে কিছু স্পষ্ট বল্লে না। ষ্টামোর নিজের সঙ্গিনীর জন্য একটা পৃথক কামরার বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজে অন্য কক্ষে গিয়ে শয়ন কল্লে, বিপুল পরিশ্রমের পর শয্যার সহিত সাক্ষাৎ হবামাত্র গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

রাত্র ভ্রমণ।

দেখি নাই শুনি নাই তদবধি আর।
দেখিব না শুনিব না জীবনে আমার॥

বঙ্গ দর্শন।

পর দিন প্রত্যুষে ষ্টামোর গাত্রোত্থান করে একখানা গাড়ি আনতে আদেশ কল্লেন, অল্পক্ষণ পরে গাড়ি এসে হোটেলের দ্বারে উপস্থিত হলো। ষ্টামোর ও তাঁর সঙ্গিনী সেই শকটারোহণ কাল্লেন। বেলা প্রায় দুইটার সময় তারা পেরিসে এসে উপস্থিত হলো।

পেরিস নগরে একটী সচ্চরিত্রা বিধবার সহিত ষ্টামোরের বিশেষ পরিচয় ছিল। ঐ বিধবার স্বামী সৈনিক শ্রেণিতে কর্ম্ম কর্ত্তেন। বিখ্যাত প্রসিয়ান যুদ্ধে তিনি বীর শয্যায় শায়িত হন। তিনি জীবিত অবস্থায় যা কিছু সংস্থান করে গিয়েছিলেন তাহাতে পত্নির গ্রাসাচ্ছাদনের কোন কষ্ট ছিল না। কাজেই সেই বিধবা সম্ভ্রমের সহিত ও স্বাধিনভাবে আপন জীবিকা নির্ব্বাহ কচ্চেন।

ষ্টামোর বুনেককে সঙ্গে নিয়ে সেই বিধবার আবাসে আগমন করে বল্লে আপনার নিকটে এই বালিকাকে এনেচি, ইনি আপনার বাড়িতে থাকবেন, আমি সমস্ত খরচ পত্র দিব। তার পর বালিকা সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণনা কল্লেন।

বিধবা সমস্ত কথা এক মনে শুনে ঈষৎ হেসে বালিকার হাত ধরে কাছে এনে বসালেন। তার পর বালিকার আলুলায়িত কেশরাশি সংস্কার কর্ত্তে২ বল্লে তুমি বাছা সচ্ছন্দে আমার বাড়িতে থাক, আমার কন্যা পুত্র নাই, তুমি আজ হতে আমার কন্যা স্থানিয়া হলে। ষ্টামোর বালিকাকে সেই স্থানে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বিধবাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে তিনি যে হোটেলে বাস কর্ত্তেন তথায় গমন কল্লেন।

সেই হোটেলে রাত্রবাস করে বৈকালে একখানা গাড়ি করে পুনরায় সেই লায়ন রোডের দিকে গমন কল্লেন এবং রাত্র প্রায় নয়টার সময় সেই বনের নিকটস্থ হলেন। সাহসে নির্ভর করে তিনি সেই ভয়ানক হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, দোর ভিতর দিক হইতে বন্ধ। তিনি দ্বারে পুনঃপুন করাঘাত কত্তে লাগলেন, কিন্তু কেহই তার উত্তর দিলে না। শেষে

নিতান্ত ক্রোধ-পরতন্ত্র হয়ে দ্বারে প্রচণ্ডরূপে পদাঘাত কর্ত্তে লাগলেন। বহুদিনের পুরাতন জীর্ণ কপাট দারুণ পদাঘাত সহ্য কর্ত্তে না পেরে উন্মুক্ত হয়ে পড়লো।

টামোর প্রবিষ্ট হয়ে দেখলেন অন্ধকার ঘুট ঘুট কচ্চে, তিনি বাতি দেশালাই প্রভৃতি আলো জ্বালিবার সমস্ত উপকরণ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আলো প্রজ্জলিত করে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ কল্লেন।

সিংহের বিবর তুল্য সেই ভয়ানক স্থানে, যেখানে টামো-রের জীবন সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল এরূপ জঘন্য স্থানে আবার কি জন্য এলেন। অবশ্য টামোরের আসবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক অবশ্য তা পরে জানতে পার্ব্বেন।

টামোর গৃহমধ্য প্রবেশ করে যেখানে পল চির নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছিল, সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। যদিও সেই শব স্থানান্তরিত হয়েচে, কিন্তু দেয়ালের উপর ও মেজের উপর রক্তের চিহ্ন স্পষ্ট রয়েচে। সেই স্থানে আসবামাত্র টামোরের গাটা ঝিম্ ঝিম্ কত্তে লাগলো, বুকটা গুর্ গুর্ করে উঠলো। তিনি সে সব কিছু গ্রাহ্য না করে বাতি হাতে করে নিচেকার ঘর গুলো পাতি পাতি করে খুজতে লাগলো। কিন্তু তিনি কাহাকেও দেখতে পেলেন না। শেষে সাহসে ভর করে নির্ভীক হৃদয় টামোর উপর তলায় উঠতে লাগলেন। উপরে উঠে আলো ধরে সেই রকম করে প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করে খুজতে লাগলো। শেষে সকলকার ধারের ঘরের ভিতর গিয়ে দেখলেন

যে কোণেতে একটা মনুষ্যের আকৃতি লুকিয়ে রয়েচে। ষ্টামোর দেখিবামাত্র ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান করে একেবারে সেই মনুষ্য আকৃতির নিকটে গিয়ে চুলের ঝুঁটী ধরে হিড় হিড় করে টেনে বার করে আন্‌লে। সেই মনুষ্য আকৃতি আর কেউ নয় দুর্ব্বৃত্ত পলের স্ত্রী।

ষ্টামোরকে দেখে হতভাগিনী একটু আশ্বস্ত হলো কারণ সে দোর ভাঙ্গার শব্দে ঠিক বুঝেছিল যে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার কর্ত্তে আসচে। হতভাগিনী বাইরে এসে ষ্টামোরের দুটো পা জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে তুমি বাবা আমায় রক্ষা কর। আমার তুমিই সর্ব্বনাশ করেচো। আর বাবা আমাকে পুলিসে দিও না, তাহলে আমি মরে যাবো। ষ্টামোর বল্লে, তুমি যদি আমার নিকট সকল কথা সত্য করে বল তাহলে তোমার আমি কিছুই অনিষ্ট কর্ব্বোনা। আমি সব জান্তে পেরেচি আমার কাছে কোন কথা গোপন করে পার পাবে না। তোমাদের বিদ্যে আমি সব টের পেয়েচি এখন তুমি যদি সব কথা সত্য করে বল তাহলে আমি শপথ করে বলচি যে তোমাকে পুলিসে দেবোনা কিন্তু যদি কোন কথা গোপন কর তাহলে তোমার আর নিস্তার নাই। ষ্টামোরের কথা শুনে মাগীর মুখ শুকিয়ে গেল, ফেল ফেল করে চার্লসের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। ষ্টামোর দেখলে যে তার কথাগুলি বিশেষ ফলপ্রদ হয়েচে তিনি সেই প্রকার গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা কল্লে আচ্ছা বল দেখি প্রায় পাঁচ বৎসর আগে একজন ইংরাজ পথিক তোদের এই হোটেলে এসেছিলো কি না? ষ্টামোরের

কথা শুনে পবন তাড়নে কিশলয় সম মাগী থর থর করে কাঁপতে লাগলো। কোন উত্তর না করে মাটীর দিকে ঘাড় হেঁট করে চেয়ে রইলো। মাগীকে নীরব দেখে ষ্টামেশ্বর সেইরূপ ভাবে বল্লে আমার কাছে আর গোপন কল্লে পার পাবিনা। যদি তোর বাঁচবার ইচ্ছা থাকে তাহলে সব কথা সত্য করে বল। মাগী থতমত খেয়ে বল্লে, দোহাই বাবা তাতে আমাদের কোন দোষ ছিলনা। আমার স্বামীর দু জন বন্ধু সেই ইংরাজ ভদ্র লোকটিকে আমাদের হোটেলে নিয়ে এসেছিলো, তাঁর সঙ্গে এক তাড়া নোট ছিল, সেই টাকার লোভে আমরা তাঁকে—

ষ্টামোর। থামলে কেন বল।

মাগী আম্‌তা২ করে মাথা চুলকাতে২ বল্লে আমরা তাকে খুণ করে ছিলাম। ষ্টামোর তাড়াতাড়ি সেই পকেট বইখানা বার করে মাগীর হাতে দিয়ে বল্লে, দেখ দেখি এই পকেট বইখানি কখন দেখেছো কি না মাগী দেখেই চিন্তে পাল্লে, ভয়ে নিতান্ত কাতর হয়ে বল্লে হাঁ বাবা এই খানা তাঁর কাছে ছিল। ষ্টামোর আর স্থির থাকতে পাল্লে না। ভয়ানক ক্রোধে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুত হলো তিনি সজোরে ভুমে পদাঘাত করে দন্ত কড়মড় কত্তে কত্তে বল্লেন, পাপীয়সি রাক্ষসী করেচিস কি! সামান্য টাকার লোভে আমার সর্ব্বনাশ করেচিস; হা পিতঃ আপনার ভাগ্যে কি এই ছিল, এই বিদেশে এসে এই নরপিশাচ ডাকাতদের হাতে প্রাণ-ত্যাগ কল্লেন। হা বাবা এ দাস আপনার চরণ দর্শনে জন্মের মতন বঞ্চিত হলো। এই কথা বলতে বলতে ষ্টামোর ভুমে গড়াগড়ি দিয়ে বালকের ন্যায় ভেউ২ করে কাঁদতে লাগলো।

ষ্টামোরের গতিক দেখে মাগী অবাক, তার আর মুখে কোন কথা নাই, ব্যাপার বুঝতে তার আর বাকি রইলো না। এখন ঠিক জান্‌তে পাল্লে যে এই যুবকের পিতাকে তারা হত্যা করেচে, কাজেই প্রাণে বড় ভয় হলো। নিতান্ত ভীতা হয়ে হাঁড়িকাটের কাছে বাঁধা পাঁটার ন্যায় থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো।

ষ্টামোর মনের বেগ কথঞ্চিত স্থির করে মাগীর দিকে চেয়ে বল্লে, পাপীয়সি আমার বাপের মৃতদেহ কোথায় নিক্ষেপ করে-চিস্ শীঘ্র বল্ তা না হলে আমি এখনি তোকে আমার বাপের কাছে পাঠাবো। মাগী যোড় হাতে বল্লে দোহাই বাবা আমার কোন দোষ নেই; আমার কোন দোষ নেই, আমার স্বামীর সেই দুজন বন্ধু এই কাজ করেচে।

ষ্টামোর। তা আমি সব জানি, সে দুই বেটাকেও আমি বেশ চিনি। এখন তোকে যা জিজ্ঞাসা কল্লাম তার উত্তর দে। মাগী নেকার মতন উত্তর কল্লে, "কিসের উত্তর দেবো"?

ষ্টামোর। তোরা খুণ করে কোথায় লাস ফেলেচিস। মাগী কোন কথা না কয়ে ঐ সিঁড়ির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে ঐ সিঁড়ির নিচেয় পুতে রেখেছিল। দোহাই বাবা আমি সব সত্য করে বল্লুম, আমাকে ক্ষমা করো। ষ্টামোর মাগীর কথায় কোন উত্তর না দিয়ে একখানা কোদাল দিয়ে সেই সিড়ির নিচেটা খুড়তে লাগলেন। খানিকক্ষণ খুড়তে খুড়তে কতকগুলো মনুষ্যের কুচো হাড় পেলেন, কিন্তু বিশেষ কোন নিদর্শন পেলেন না। ষ্টামোর সেই হাড় গুলো কুড়িয়ে নিয়ে রুমালে বেঁধে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে হা পিতঃ তোমার পবিত্র দেহের এইমাত্র

অবশিষ্ট পেলাম; এই গুলি দেশে নিয়ে এর উপর সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করে প্রত্যহ অশ্রুজলে অভিষিক্ত কর্ব্বো। হা পিতঃ যখন দুর্ব্বৃত্ত ডাকাতরা নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় তোমায় হত্যা করেছিল তখন নিশ্চয় আমাদের কথা স্মরণ করে কত কাতর হয়েছিলেন। হায় কি কুক্ষণে পেরিস নগরে পদার্পণ করেছিলেন। হায় কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আপনার গৃহ হতে বিদায় চির বিদায় হবে। হায় আপনার ভাগ্যে কি এই ছিল।

ষ্টামোর বিষম শোকে অভিভূত হয়ে রোদন কচ্চেন, অশ্রুজলে তার বদন মণ্ডল প্লাবিত হয়ে যাচ্চে। উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাসে বিশাল বক্ষঃস্থল কম্পিত হচ্চে, তিনি বালকের ন্যায় হা বাবা বাবা বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন কচ্চেন।

ক্ষণেক পরে তাঁর শোকানল কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে সেই দুর্ব্বৃত্তা রাক্ষসীকে আরো ২।১টা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার ইচ্ছা হলো তিনি ফিরে চেয়ে দেখলেন যে সে পাপীয়সি তথায় নাই। তিনি আলো ধরে সেই রকম করে সকল গৃহ আঁতি পাতি করে অন্বেষণ কল্লেন, কিন্তু কোথায়ও দেখতে পেলেন না। ষ্টামোর যখন মনের আবেগে অন্যমনস্ক হয়ে সিঁড়ি খুড়তে লাগলেন, সেই সময় অবসর পেয়ে সেই দুষ্টা পলায়ন করেচে, কারণ সে বেশ বুঝতে পেরেচে যে মুখে যতই অভয় দিক না কেন; পিতৃহত্যার পরিশোধ নেবেই নেবে। এই ভয়ে সুযোগ পেয়ে সে আগেই কোথায় পালিয়ে গিয়াছে।

ষ্টামোর যখন সেই মাগীকে আর খুজে পেলেন না, তখন

অগত্যা সেই অস্থি গুলি সঙ্গে নিয়ে সেই ভয়ানক পুরী হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পেরিস অভিমুখে যাত্রা কল্লেন ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

—:০:—

পিঞ্জরে বিহঙ্গিনী ।

কেন ভাবি অবিরত ।
কেন মিছে আশা করি, শুদ্ধ শুদ্ধ দুঃখে মরি,
আশার ছলনে কেন হয়ে প্রলোভিত ॥

প্রায় ভোর হয় হয় এমন সময় ষ্টামোর এসে পান্থশালায় উপস্থিত হলেন । সমস্ত রাত্রি পর্য্যটন করে নিতান্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায় শয্যায় শয়ন কল্লেন, প্রথমে গাটা শীত শীত কর্ত্তে লাগলো তার পর খুব কম্প দিয়ে জ্বর হলো । জ্বরের বেগে ষ্টামোর এলো মেলো বকতে লাগলেন, ভয়ানক গাত্রদাহে বিছানায় ছট্ ফট্ কর্ত্তে লাগলেন ; দারুণ পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হতে লাগলো, ফলতঃ খুব বেগে জ্বর এলো ।

পর দিন তাঁর বন্ধু সেই বিধবাকে সংবাদ দেওয়া হলো । সংবাদ পাবামাত্র ব্লানেক ও তিনি সেই পান্থশালায় এসে উপস্থিত হলো । এসে দেখলে ষ্টামোর দারুণ জ্বরে অভিভূত, একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য, রোগীর অবস্থা দেখে সকলে ভীত হলো ।

তৎক্ষণাৎ একজন সুদক্ষ চিকিৎসককে আনানো হলো। চিকিৎসক ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে সকলকে অভয় দিয়ে আপন গণ্ডা পকেটস্থ করে বিদায় গ্রহণ কল্লে।

ষ্টামোরের পীড়া দেখে প্রভাতের শশীসম ব্লানেকের মুখ খানি শুকিয়ে গেল। তিনি অনন্য মনে রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসে রাত্রদিন সেবা সুশ্রুষা কর্ত্তে লাগলো। সেই পরদুঃখ কাতরা বিধবাও আপন সকল কার্য্য পরিত্যাগ করে রোগীর নিকটেই রইলো।

চিকিৎসক প্রত্যহ আসে, রোজ রোজ এসে ঔষধ পরিবর্ত্তন করে, কারণ এরূপ পরিবর্ত্তন না কল্লে ডাক্তার মহাশয়েরা শীঘ্র বড় মানুষ হতে পারেন না। প্রত্যহ ষ্টামোরের জন্য ২।৩ শিশি ঔষধ আসতে লাগলো, কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম না হয়ে বরং দিন দিন বৃদ্ধি হতে লাগলো রোগের আতিশয্য দেখে সেই বিধবা কিঞ্চিৎ ভীতা হলো ব্লানেক আপন উপকারকের এতাদৃশ সঙ্কটাপন্ন পীড়া দেখে বিষাদ সাগরে নিমগ্না হলো। প্রস্তর নির্ম্মিত মূবতির ন্যায় শয্যার পার্শ্বে বসে একদৃষ্টে ষ্টামোরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে এবং ঠিক সময়ে সময়ে ঔষধাদি খাওয়ায়।

এরূপে ছয় দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। সাত দিনের দিন রোগী চোখ খুল্লে তাই দেখে ব্লানেক নিতান্ত আনন্দিতা হলেন, মেঘমুক্ত শশী সমস্ফূর্ত্তিতে তার মুখ মণ্ডল সম্যক সমুজ্জ্বল হলো।

আতপ তাপে তাপিত পথিক বট বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করে যেমন পথশ্রান্ত অপনয়ন করে সেই সেইরূপ ব্লানেকের সুশ্রুষায় ও আন্তরিক যত্নে ষ্টামোর অপেক্ষাকৃত একটু

সুস্থ হলেন। কিন্তু এখন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ কর্ত্তে পারেন নি।

ব্লানেকের নিরূপম রূপে তাঁর চিত্ত সম্যক আকৃষ্ট হয়েছিল। এখন তার অনুপম গুণের পরিচয় পেয়ে সেই ভাব আরো বদ্ধমূল হলো। তিনি বেশ বুঝতে পাল্লেন যে ব্লানেকের হৃদয় দয়ার প্রস্রবণ, সরলতার উৎস, যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার। স্বর্গ ও নরকে যত প্রভেদ মেরিয়া লেস্‌লির সহিত ব্লানেকের তত পৃথক তিনি দেখতে পেলেন। সুতরাং ব্লানেকের গুণের নিতান্ত পক্ষপাতি হয়ে পড়লেন।

এইরূপে আরো দুই দিন গত হলো, একদিন প্রাতঃকালে সেই চিকিৎসককে আন্‌বার আবশ্যক হলো, ব্লানেক নিজে সেই ডাক্তারকে ডাকবার জন্য সেই পান্থশালা হতে যাত্রা কল্লে। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হয়ে গেল তবু আর কেউ আসে না। এমন সময় একাকী ডাক্তার মহাশয় এসে উপস্থিত হলেন, ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর কল্লেন যে কেহই আমাকে ডাক্‌তে যায় নাই। আমি নিজে রোগীকে দেখ্‌তে আসিয়াছি। ডাক্তারের কথা শুনে সেই দয়াবতী বিধবার উৎকণ্টা নিতান্ত বৃদ্ধি হলো, ষ্টামোরও নিতান্ত কাতর হয়ে বিছানায় ছট্‌ফট্‌ কর্ত্তে লাগলেন। সমস্ত দিন গেল তথাপি ব্লানেক ফিরে এলো না। খোজবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটলো, কিন্তু সকলেই হতাশ হয়ে ফিরে এলো; কিছুতেই কোন প্রকার সন্ধান হলো না, কাজেই সেই বিধবাটী নিতান্ত কাতর হলেন ষ্টামোরের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

নূতন মতলব।

ছলনা করিয়া আর বধোনা ললনা।
এমন নিঠুর তুমি আগেতে জানিনা॥

পাঠক মহাশয়েরা ফরাশি জাতির রাজধানী পেরিস নগর পরিত্যাগ করে লণ্ডন নগরে সদাগর মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করুন। বাড়ির সকলে বেশ সুখে সচ্ছন্দে দিনপাত কচ্চে। পেরিস হতে লিবুর নামে যে সকল পত্র আসে সদাগর মহাশয় তাঁর বাড়ির লিবুকে সেই পত্র দেন, এবং তিনি যে সকল পত্র লেখেন তাতে লিবুর খুব সুখ্যাতি করেন, কিন্তু লিবু নিজে এতাবৎ কাল কোন পত্রাদি লেখেন না, তবে একথা অবশ্য সদাগর মহাশয় কিছুই জানেন না।

কার্য্যকুশল ধড়িবাজ ম্যাকেয়ার বেশ বুঝতে পাল্লে, এরকমে আর বেশি দিন যাবে না, এ প্রকার নিশ্চেষ্ট ভাবে কাল যাপন কল্লে শীঘ্র ভরা ডুবি হবে। বিশেষ আদত লিবুর হাতের লেখা জাল করা তাহার সাধ্য নয়। কাজেই তিনি ভেবে দেখলেন যে একটা নূতন চাল না কল্লে এই কিস্তিতে মাত হবে। চতুর চূড়ামণি ম্যাকেয়ার তখনি সেই অব্যর্থ চাল এঁচে নিলে তার পর মতলব ঠিক ঠাক করে তার প্রাণের বন্ধু ধর্ত্তা দোহার ডান হাত তুল্য শ্রীমান্ বারনার্ডের ঘরে প্রবেশ কল্লে। প্রবেশ করে

দেখে দোরের দিকে পেছন করে দেয়ালের দিকে মুখ করে এক আয়নার কাছে বসেছে, এবং কখন জিব বার করে কখন হাঁকরে প্রভৃতি নিজের বিবিধ স্বরূপ চেহারা দেখে আপনাকে কন্দর্প ঠাউরে মনে মনে খুসী হচ্চেন। ম্যাকেয়ার চুপি চুপি ঘরে গিয়ে আমোদচ্ছলে কাঁদটা ধরে একটু জোরে নাড়লেন। বাঘে ধরলে যেমন লোক ভয় পায় সেই রকম ভীত হয়ে আৎকে উঠে বল্লে দোহাই বাবা আমি যা জানি সব বল্‌চি। কি বলবি রে আহাম্মুখ, একটু রাগতভাবে ম্যাকেয়ার বল্লে বারনার্ডের চটকা ভাঙ্গলো সম্মুখে ম্যাকেয়ারকে দেখে নিতান্ত অপ্রস্তুত হলো, কারণ তিনি একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেচেন।

বারনার্ড হঠাৎ কোন জবাব কত্তে পাল্লে না, ঘাড় হেঁট করে কেবল মাথা চুলকাতে লাগলো। ম্যাকেয়ার নিকটের একটা কেদারায় উপবেশন করে, একটু চোখ রাঙ্গিয়ে বারনার্ডকে বল্লে তুমি কি দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্চ নাকি। পেরিসে ছেড়া নেকড়া চোপড়া পরে আদপেটা খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে আর এখানে যে সব খাদ্য তোমার জীহ্বা স্পর্শ করেনি সেই সব উপাদেয় দ্রব্যে তুমি উদর পূর্ত্তি কচ্চ, রাজপুত্রের ন্যায় সুন্দর সুসজ্জিত গৃহে মূল্যবান পোষাকে ভূষিত হয়ে পরম সুখে বাস কচ্চ, এক কথায় তোমার পক্ষে এ ঠিক স্বর্গভোগ, হয়েচে। তুমি কি এই সুখে অন্ধ হয়ে আত্ম বিস্মৃতি হয়েচো। এই সুখ কি তোমার চিরকাল সমানভাবে থাকবে। রাত্রিতে তুমি বিচিত্র পালঙ্কে শয়ন কর, সকালে জেল খানার ফটকে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়। আহাম্মুখ বুদ্ধি

খরচ না কল্লে, নানাপ্রকার উপায়ের বাঁধনে চারদিক না বাঁধলে কি কখন একটা বাঁধনে চিরকাল যায়। হঠাৎ যদি চড়াৎ করে ছিড়ে যায় তাহলেই একেবারে সর্ব্বনাশ। তোমার মতন আমি তো নেহাৎ আহাম্মুখ নই যে পেটটা ভরে খেতে পেলেই মনে আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না, কিন্তু যাতে ইজ্জত পূর্ব্বক সেই রকম খাওয়া চিরকাল খেতে পাই আমি তারি যোগাড় করে রাখি, তোমার মতন হাত পা ছেড়ে দিয়ে থাক্‌লেই এত দিন আর বাহিরে থাক্‌তে হতো না। যাই হোক আমি যখন প্রথমে আসি তখন তুমি বল্লে আমি যা জানি সব বলচি, কি ভেবে এই কথা গুলি বলেছিলে।

বারনার্ড দেখলে ভবি ভোলবার নয়, কাজেই আর চুপ করে থাক্‌তে পাল্লেনা, আগেকার মতন তেমনি হেট হয়ে আম্‌তা২ করে বল্লে।' সেই শুঁড়ির দোকানে মাতালটা দম আঁটকে যে মরে যায় আমি তারি কথা ভাবছিলাম পুলিশ এসে যেন চারি-দিকের লোক ডেকে এনে জাবনবন্দি নিচ্চে এমন সময় এক জন আমার নাম কল্লে অমনি যেন ২ জন পেয়াদা বারনার্ড বারনার্ড করে হাঁকচে আমি ভয়ে সেই কথা শুনেই চম্পট দিচ্ছিলাম। দু চার কদম যেতে না যেতে এসে আমায় ধল্লে, কাজেই আমি খেয়ালের বশে ঐ কথা বল্লুম।

ম্যাকেয়ারের একটু রাগ হয়েছিল কিন্তু কৈফিয়ৎ শুনে তিনি আর না হেসে থাক্তে পাল্লেনা। কাজেই সেই রাগটুকু জল হয়ে গেল। বারনার্ড সর্দ্দারকে হাঁসতে দেখে একটু উৎ-সাহ পেলে প্রাণেও একটু সাহস হলো। ম্যাকেয়ারের পাশে

একখানা কেদারা টেনে এনে একটু ঘেসে বসে বল্লে দেখ রবার্ট আজকাল রাত্রিতে অনেক প্রকার কুস্বপ্ন দেখি তাতে প্রাণে বড ভয় হয়, বুক টীপ টীপ করে, কিছুতেই আর সুস্থ হতে পারিনি। এখানে তো খাওয়া দাওয়ার বা থাকবার কোন কষ্ট নেই কিন্তু তথাপি প্রাণেতে ষোল আনা সুখ নেই। সদাই প্রাণটা হু হু করে, ও কি এক অভাবনীয় ত্রাসে ত্রাসিত হই, বলবো কি ভাই লণ্ডনে ফরাশি সদাগর ও পেরিসের ইংরাজ ভদ্রলোকের কথা যখন ভাবি তখন—বারনার্ডের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সর্দ্দার মশায় টেবিলে এক বিরিশিক্কা ওজনে চাপড় মেরে একটা ধমক দিয়ে বল্লে চপরাং আহাম্মুখ পাজী পাগল ; ধমক খেয়ে বারনার্ড একেবারে যেন কেঁচো হয়ে গেল, খুব মিনতি করে আস্তে আস্তে হাত ঘসতে ঘসতে বল্লে এখানে কেউ নাই বলে তাই তোমায় আমি প্রাণের কথা বল্লুম। কেউ থাকলে কি ও সব কথা বলি।

ম্যাকেয়ার। তুমি নিতান্ত আহাম্মুখ কিনা সেই জন্য ও রকম অমূলক চিন্তা তোমার অন্তরে স্থান পায়। কোন কাজ হাসিল হয়ে গেলে আর সে বিষয়ের ভাবনা ভাবতে কি আছে চিরকালের মতন ভুলে যেতে হয়। যাই হোক আমি আজ যে জন্য এসেছি তাই বলি শোন। দিন কয়েকের জন্য আমাকে পেরিসে যেতে হবে, না গেলে নয় বিশেষ আবশ্যক আছে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। কথাগুলি শুনেই বারনার্ড চমকে উঠলো, ভাবে বোধ হলো যেন খুব। ভয় পেলে, তারপর সেই রকম আস্তে আস্তে উত্তর কল্লে" তুমি পাকা ছেলে হয়ে

কেন ও রকম কাঁচা কথা কইলে। পেরিস আমাদের পক্ষে সিংহের গর্ত্তের সমান। সেখানে গেলে কি আর রক্ষা আছে। আমরা যে যে কাজ করে এসেচি, তা কি সব ভুলে গেলে। পুলিস আমাদের গ্রেপ্তার কর্ব্বার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে দিয়াছে। সেখানে গেলেই বিপদে পড়তে হবে।

ম্যাকেয়ার। তোমার ও সব বাজে কথা শুনতে চাইনি, এখন তুমি আমার সঙ্গে যাবে কিনা স্পষ্ট করে বল।

বারনার্ড। আমি বরং যমের বাড়ি যেতে পারি, কিন্তু পেরিসে যেতে পারিনি। আর তুমিই বা কোন সাহসে সেখানে যেতে বল্লে, তোমার কি প্রাণে কিছু মাত্র মমতা নেই। ম্যাকেয়ার একটু হেসে বল্লে" আরে পাগল আমারে চিন্তে পাল্লেতো গ্রেপ্তার কর্ব্বে। আমি যে মুহূর্ত্তে লণ্ডন সহর পরিত্যাগ কর্ব্বো সেই দণ্ডেই আমি আর এক লোক হবো। যারা আমাকে রাত দিন দেখেচে তারা অবধি আমাকে চিন্তে পার্ব্বেনা। কি করে আত্ম গোপন কত্তে হয়, তা আমি ভালরূপে জানি, সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আচ্ছা আমি যে কদিন না ফিরে আসি তুমি এখানে থাক, আমার জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। আমি আমার বুদ্ধি বলে সব বিপদ হতে কেটে উঠবো। বারনার্ড আর কোন উত্তর কল্লে না কাজেই তাদের কথা বার্ত্তা বন্ধ হলো।

সেই দিন খানার সময় ম্যাকেয়ার সদাগর মহাশয়কে সম্বোধন করে বল্লে আমাকে 'মহাশয় আজি পেরিসে যাত্রা কর্ত্তে হবে, না গেলে কার্য্য হানি হবে। বিশেষ পেরিসের

ব্যাঙ্কে আমার কতকগুলো টাকা আছে, সেই টাকা গুলো এখানে এনে খাটাবো। এ ছাড়া বিবাহের সময় তো খরচ পত্র আছে। ম্যাকেযারের কথা শুনে সদাগর মশায় সম্মতি দান কল্লেন তার স্ত্রী একটু মিচকে হেসে তার স্বামির মতের পোষকতা কল্লে; কেবল মেরিযার চোখ দুটী ছল ছল কত্তে লাগলো।

ম্যাকেয়ার আদর করে মেরিয়ার চিবুক ধরে বল্লে, প্রিয়ে-তুমি আমার জন্য কিছু মাত্র ভেবোনা। আমি কেবল মাত্র তোমার জন্য তোমাকে সুখী কর্ব্বার আশয়ে পেরিসে যাচ্চি। কাজ কর্ম্ম শেষ করে শীঘ্র আসবো। তোমার চাঁদ মুখ খানি না দেখে আমি কদিন থাকতে পার্ব্বো। ম্যাকেয়ারের আদরে সরলা মেরিযা একেবারে গলে গেল। শীঘ্র শীঘ্র আসবার জন্য অনুরোধ কল্লে অগত্যা সম্মতি দিতে হলো, ম্যাকেয়ার ও যাবার জন্য উদ্যোগ কর্ত্তে লাগলেন।

সেই দিন বৈকালে কাপড় চোপড় নিযে ম্যাকেযার পেরিস উদ্দেশে যাত্রা কল্লে। সদাগর মহাশয তাঁকে খানিক দূর এগিয়ে দিয়ে এলো। মেরিয়া দু ফোটা চক্ষের জল না ফেলে বিদায দিতে পাল্‌লেনা। বারনার্ড আপনার সর্দ্দারকে দিন কয়েকের জন্য বিদায দিযে সেই খানেই রইলো।

চতুৰ্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পেরিসে ম্যাকেয়ার।

এ বড় চতুর চোর, গোকুল নন্দ কিশোর।
নারিনু রাখিতে, দেখিতে দেখিতে,
চিত চুরি কৈল মোর॥

বেলা ১০ টার সময় এক জন ভদ্রলোক খুব উচু দরের পোষাক পরে ফরাসি জাতির রাজধানী পেরিসের প্রশস্ত রাজ-বর্ত্ম দিয়ে যাচ্চে। ভদ্রলোকটির বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে। মাথায় কাঁচায় পাকায় মিশনো বাবরি, সেটা পর চুলের বলেই বোধ হয়, খুব লম্বা চওড়া গোঁপ, চক্ষে নীল রঙের খুব বড় চসমা। মাথার টুপিটায় কপালের অর্দ্ধেক টা অবধি ঢাকা হাতে এক গাছা খুব মোটা লাটী এবং তাতে ভর দিয়ে খোড়ার মতন লেংচে চলচে। লোকটা যে রকম ভোল ফিরিয়েছে, তাতে শীঘ্র চেনা ভার। কিন্তু পাঠক মহাশয়েরা জানবেন এ লোকটাই রবার্ট ম্যাকেয়ার। পেরিসে এসে পাছে কেউ চিন্তে পারে বলে ও রকম ভোল ফিরিয়েছে।

লোকটা ঠিক খোড়ার মতন আস্তে আস্তে লিলেমেও কোম্পানির আপিসে গিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা কল্লে, এক জন কেরানি নাম জিজ্ঞাসা করায় উত্তর কল্লে

আমার নাম মনুসরা লেং পার্ট, সেই কেরাণি ঐ নাম তার মণি-বকে বল্লে খানিক পরে একটা ঘরে তাকে লিলেমেও সাহেবের কাছে নিয়ে গেল।

প্রায় ৬০ বৎসর বয়সের এক জন ভদ্রলোক কাগচ পত্র পূর্ণ একটা টেবিলের কাছে বসে আছে। ম্যাকেয়ার গিয়ে তাকে অভিবাদন কল্লে বৃদ্ধ ও বসতে বল্লেন। তার পর দু একটা বাজে কথা বার্ত্তা হবার পর ম্যাকেয়ার বল্লে" আপনার যে অংশীদার বিলাতে আছে তিনি আমার পরম বন্ধু, তিনি আমাকে মহাশয়ের কাছে আসতে বিশেষ অনুরোধ করে-ছিলেন সেই জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। লিলেমেও সাহেব খুব আগ্রহের সহিত বল্লেন। আপনি আমাদের লিবুর বন্ধু, তাহলে আমায় আত্মীয়তার আর সন্দেহ নাই। লিবুর জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলাম। তার সর্ব্বাঙ্গিন কুশলতো? ম্যাকেয়ার। আজ্ঞে হ্যা, আপনার অংশীদার লিবু অতি মহা-শয় ব্যক্তি। কাজ কর্ম্ম খুব ভাল বোঝে, লণ্ডনে গিয়ে খুব সুখ্যাতির সহিত কাজকর্ম্ম করেচে, আপনার কাজে তিনি এত ব্যস্ত থাকেন যে স্বহস্তে আপনাকে একখানা পত্র লিখতে পারেননি। আমি প্রায় ৩০ বৎসর হলো কারবার কচ্চি, কিন্তু লিবুর ন্যায় কার্য্যক্ষম যুবা দেখিনি। অংশীদারের সুখ্যাতি শুনে বৃদ্ধ এক গাল হেসে বল্লে তাহলে আপনিও এক জন সদাগর, মহাশয়ের কারবার কোথায়?

ম্যাকেয়ার। লণ্ডনে বণ্ডষ্ট্রীটে, পকলিংটনের বাটীর নিকটেই আমার আপিস, এ ছাড়া স্থানে২ ১৪টি গুদাম আছে।

বৃদ্ধ। তাহলে দেখচি আপনি খুব ধনী সদাগর। মহাশয়ের কিসের কারবার।

ম্যাকেয়ার। আমার পাঁচ মিশালি কারবার ছিল কিন্তু এ বৎসর আপনাদের দেশের মদ ও ভারতবর্ষের রেশম অনেক টাকার কিনিছি। বৃদ্ধ, আপনি বেশ পাকা মাল কিনেচেন রেশম কিছু কেনবার আমার ইচ্ছা আছে।

ম্যাকেয়ার। যে আজ্ঞে আপনার যত ইচ্ছা হয় আমার কাছে থেকে তত কিন্তে পারেন। আপনি যখন আমার পরম বন্ধুর লিবুর প্রধান অংশীদার তখন মহাশয়ের কাছে থেকে কিছুমাত্র লাভ কর্ব্বো না। কেনা দামে দোবো। আমি ঢের রেশম কিনিচি। আপনি না হয় ২০০।৩০০ বেল * কিনবেন তাতে আমার লাভ না হলেও ক্ষতি নাই। বৃদ্ধ যথার্থই দাঁও মনে করে মনে মনে খুব খুসী হলো আগন্তুক কে কেবল যে বড় সদাগর বলে যে তার জ্ঞান হলো শুদ্ধ তা নয় তিনি মনে মনে তাকে পরম দয়ালু ভদ্রলোক বলে স্থির কল্লেন এমন একটা বড় লোকের সঙ্গে হটাৎ আলাপ হয়ে গেল বলে তিনি অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর খুব নম্রতার সহিত বল্লেন। "না মহাশয় অত টাকার রেশম আবশ্যক নাই। আমাকে ২০।৪০ বেল দিলেই যথেষ্ট হবে। আমার এই সামান্য কারবার মহাশয়ের মতন অত কেলোয়া নয়। ম্যাকেয়ার একটু অহংকারের হাসি হেসে গম্ভীর ভাবে বল্লে কতকগুলো কাগচ পত্র আপনার নামে আছে এই নিন। বৃদ্ধ এক তাড়া কাগচ

* গেজা, গাঁইট।

নিয়ে খুলেই বল্লে পকলিংটন যে এই সব কাগচ পত্র লিবুর মারফত পাঠিয়েছেন, আপনি কি করে পেলেন।

ম্যাকেয়ার। আমারা দুজনে পেরিসে আসছিলাম তার পর পথি মধ্যে তিনি পীড়িত হন, তাই তাকে এক উপযুক্ত হোটেলে রেখে কাজের জন্য আমাকে শীঘ্র আসতে হলো। আসবার সময় লিবু আমাকে এই কাগজ দিলে ও মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে অনুরোধ কল্লে। তাই আমি এসেছি।

বৃদ্ধ। আমার সৌভাগ্য ক্রমে আপনি এসেচেন। যাই হোক আর এক দিন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে ইচ্ছা করি।

ম্যাকেয়ার। আজ্ঞা অবকাশ ক্রমে এসে আপনার অনুরোধ রক্ষা কর্ব্বো। কিন্তু আমি অল্প দিন এখানে আছি। লিবু কে কোন পত্রাদি পাঠাইবার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাকে দিন, আমার কতকগুলি দ্রব্য পাঠাবার ইচ্ছা আছে তাহলে সেই সঙ্গে পাঠাতে পারি।

বৃদ্ধ। আপনি যখন অন্য সময় আমাকে সাক্ষাৎ দ্বারায় অনুগৃহিত কর্ব্বেন, সেই সময় আর কিছু দিতে হয় দোবো। আপনি নিশ্চয় আসবেন আমার বিশেষ কিছু আবশ্যক আছে ম্যাকেয়ার যে আজ্ঞে বলে গাত্রোত্থান কল্লে বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে খানিক দূর এগিয়ে দিলে শেষে উভয়ে কর মর্দ্দন করে ম্যাকেয়ার সেখান হতে বিদায় গ্রহণ কল্লে।

লিলেমেও কোম্পানীর আপিস হতে বহির্গত হয়ে ম্যাকেয়ার উত্তর মুখে চল্লো, সুমেরু শিখর সন্নিভ অশেষ কার্য্য

সম্পন্ন শত শত অট্টালিকা প্রশস্ত রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে সুশোভিত ও অসংখ্য লোকে রাজপথ সমাকীর্ণ। ম্যাকেয়ার এ মানব রাশির মধ্য দিয়া যেতে যেতে সদর রাস্তার উপর একটা বাড়ির কাছে দাঁড়ালো। বাড়িটা একটা বড় উকিলের, কারণ নাম ও পেশা বড় বড় রং বেরং রকমে দরজার উপর লেখা আছে।

ম্যাকেয়ার সেই বাড়িতে ঢুকে একটা চাকরকে উকিল মশায় আছে কিনা জিজ্ঞাসা কল্লে, চাকরটা কোন কথা না বলে দোতলারদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। ম্যাকেযার ও মস্ মস্ করে সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। উপরে গিয়ে দেখে একটা বেশ সাজানো ঘরে একটা মারবেলের টেবিলের পাশে একটু বেঁটে গোচের আদবুড়ো একটী ভদ্রলোক বসে আছে। ম্যাকেয়ার সটান ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়ালো, সেই ভদ্রলোকটী কোন কথা না করে কেবল ফেল২ করে মুখেরদিকে চেয়ে রইলো। ম্যাকেয়ার টুপি খুলে অভিবাদন করে বল্লে মহাশয় কি আমাকে চিন্তে পারেন না। আমার নাম যে কাপ্তেন বোজ ভেলি। "ঠিক বটে এতক্ষণ পরে আমি চিন্তে পাল্লাম কিন্তু পরচুল পরেচেন কেন?" সেই ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা কল্লেন।

ম্যাকেয়ার। লণ্ডনে কিছু দিন বাস কর্ব্বার পর আমার মাথায় টাক পড়ে সেই অবধি আমি এই পরচুলো ব্যবহার কচ্চি, "পুর্ব্বেতে চসমা ছিলনা," ম্যাকেয়ার। না ছিলনা বটে। কিন্তু অল্প দিন হলো চখে একটু কম দেখি। সেই ভদ্রলোকটী

আর কোন কথা কহিলেন না। কারণ ওকালতি তার পেষা কথা খরচ করে অর্থ উপার্জ্জন করেন, সেই কথাকে বিনা পয়-সায় বেশি খরচ কর্ব্বেন কেন, কাজেই চুপ কল্লেন ও মক্কেল ভেবে একটু গম্ভীর হয়ে বসলেন, কেবল ইঙ্গিত দ্বারায় ম্যাকে-য়ারকে বসতে বল্লেন।

এবার কাজেই ম্যাকেয়ারকে মুখ খুলতে হলো, কারণ তার গরজ বেশি। তিনি বল্লেন আপনি যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমার আসবার উদ্দেশ্য অবশ্য বুঝতে পেরেচেন আজ প্রায় চার বৎসর হলো সেই বিধবা মরে গেচে, তারপর তাকে আমার এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর বাড়ি রেখেচি। আমার বন্ধুর স্ত্রী তাকে কন্যার ন্যায় ভাল বাসে সুতরাং সেখানে যে খুব সুখে আছে তার আর সন্দেহ নাই। আমি নিজ পকেট হতে টাকা দিয়ে তার খরচ পত্র নির্ব্বাহ করে এসেচি, এই কয়েক বৎসরের টাকা বাকি হচ্চে, বৎসরে যখন ৫০০০ ফ্রাঙ্ক তখন এই চার বৎসরে ২০০০০ ফ্রাঙ্ক পাওনা হবে, আমি এই টাকা মহা-শয়ের নিকট হতে নিতে এসেচি, উকিল মশায় পাটা একটু তুলে দাড়ি চুলকতে চুলকতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলো। আমাদের মহাশয় সকল কাজ আইনুসারে কর্ত্তে হয়, আমরা যখন আইন ব্যবসায়ী, তখন আমারা যদি আইনের সম্মান না রাখি তাহলে কে রাখিবে। যার জীবিকার জন্য ঐ টাকা প্রদত্ত হয়েচে বহু দিন সে নিরুদ্দেশ, সুতরাং হটাৎ আপনার কথার উপর নির্ভর করে কি রূপে সে টাকা দেওয়া যেতে পারে। যদি কোন প্রকারে কিছু হয় তাহলে আমাকে যে

তহবিল তছরূপ পাপে পাপী হতে হবে। বিশেষ আমাদের হাতে টাকা পড়লে সহজে সে টাকা উগরে দিতে কোন আইনে লেখেনা, বরং হজম কর্ব্বার নজীর শত শত আছে। উকিল মহাশয়ের কথায় ম্যাকেয়ার একটু রাগত ভাবে বল্লে "মহাশয় যে আমার কথায় বিশ্বাস কর্ব্বেন না, এ আমার বোধ হয় নাই। কারণ আপনি ভদ্রলোক হয়ে কি করে এক জন আপনার তুল্য ভদ্রলোককে প্রকারন্তরে মিথ্যা বাদি বলচেন। আমি যখন এক মাত্র অভিভাবক, তার ভরণ পোষণ যখন সকলি আমার ব্যয় সাপেক্ষ তখন আমারি টাকা নোবার সম্পুর্ণ অধিকার। আপনার বাধা দোবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। উকিল সাহেব কিছু মাত্র না তেতে তেমনি ঠাণ্ডা ভাবে বল্লে মহাশয় আমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন। আমার স্বাধিন ভাবে কার্য্য কর্ব্বার কোন ক্ষমতা নাই। কারণ যিনি টাকা জমা দিয়াছেন তার ইচ্ছানুসারে কার্য্য কত্তে আমি বাধ্য। তিনি আমাকে তার বিশেষ তদন্ত করে বাকি টাকা দিতে বলেচেন। সেই জন্য আমি মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা কত্তে অক্ষম হলুম।

ম্যাকেয়ার তেমনি ভাবে তার পরচুলার গোঁপে তা দিতে দিতে বল্লে, কি হলে আপনি টাকা আমাকে দিতে পারেন তাই বলুন। টাকাতো নিশ্চয় আপনাকে দিতে হবে কেবল অনর্থক আপনি বিলম্ব কর্ব্বেন, আর আমাকে কষ্ট দেবেন, উকিল মহাশয় মিটিয়ে মিটিয়ে বল্লে কি কর্ব্বো মশায় হিসাব মত কাজ কত্তে হয়। আমার মনে ঠিক বিশ্বাস না হলে আমি কিছুতেই টাকা দিতে পারিনি।

"কিসে আপনার বিশ্বাস হবে," ব্যস্ত ভাবে ম্যাকেয়ার জিজ্ঞাসা কল্লে, উকিল মশায় উত্তর কল্লে যার ভরণ পোষ-ণের জন্য এই টাকা দেওয়া হচ্চে, তাকে আমি একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই। সে নিজে এসে বলবে যে কেমন অবস্থায় সে দিনপাত কচ্চে, কারণ বৎসরে ৫০০০ ফ্রাঙ্কে এক জন বালিকা বেশ ভদ্রভাবে জীবন যাপন কত্তে পারে। আমি এইটী জেনে তার পর টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যখন তার অভিভাবক তখন তাকে এনে একবার আমাকে দেখান। আমি তাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করে যদি আপনাকে তার বিশ্বাস হয় এবং ভারার্পণ করে তাহলে মহা-শয়কে টাকা দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। ম্যাকেয়ার একটু বিরক্ত ভাবে উত্তর কল্লে আপনি অনর্থক আমাকে কষ্ট দেবেন। আপনার বোঝা উচিৎ ছিল যে আপনার নিকট এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখনই প্রবঞ্চনা কত্তে আসেনি। "কি কর্ব্বো মশায় আমার প্রতি যেমন হুকুম আছে আমাকে সেই রকম ভাবে কার্য্য কর্ত্তে হবে। আমার সাধ্য কি যে তার অন্যথা করি।" চোখ বুজিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে উকীল মশায় এই কটি কথা বল্লেন।

উকীলের ব্যবহারে ম্যাকেয়ার বিলক্ষণ তেতেছিলেন কিন্তু মনের রাগ চেপে রেখে ঠাণ্ডা ভাবে বল্লেন তাকে না আনলে যদি বাকি টাকা না দেন তাহলে অগত্যা আন্তে হবে। কাল না হয় পরশ্ব তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার বাড়িতে নিয়ে আসবো আপনি অনর্থক আমাকে খানিক কষ্ট দিলেন।

ম্যাকেয়ার কর্ত্তৃক ব্লানেক ধৃত।

এই কথা বলে আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করে ম্যাকেয়ার হন হন করে উকীলের বাড়ি থেকে চলে গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কুচক্রে কুমারী।

কি করিলে হায় হায়।
হেরে তোর কাজ বিদরে হৃদয়॥

তার পর দিন একখানি গাড়ি গড় গড় করে সেই লায়ন রোডের ভিতর দিয়ে যাচ্চে। গাড়িখানা বরাবর গিয়ে পাঠক মহাশয়দের পরিচিত সেই সর্ব্বনেশে বনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কারণ সামনেকার ঝুপড়ি বনের সুড়ি পথ দিয়ে গাড়ি যাবার রাস্তা নাই। কাজেই গাড়ি থেকে আরোহিকে নামতে হলো। আরোহি গাড়োয়ানকে সেই বনের ধারে অপেক্ষা কত্তে বলে মস মস করে সেই বনের ভিতর প্রবেশ কল্লে।

পাঠক মহাশয় এই আরোহীকে চিন্তে পেরেচেন। ইনি আমাদের আখ্যায়িকার নায়ক ডাকাতের সর্দ্দার ম্যাকেয়ার আপন হাতে গড়া শিষ্য দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে এসেচেন।

ম্যাকেয়ার বনের মধ্যে প্রবেশ করে সেই হোটেলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। হোটেলের সামনে গিয়ে তিনি

একেবারে অবাক হয়ে গেল, মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। তিনি আর স্থির হযে দাঁড়াতে পাল্লেন না গালে হাত দিয়ে একটা গাছের শেকড়ের উপর বসে পড়লেন।

ম্যাকেয়ার দেখলে অগ্নি দেব হোটেলটিকে গ্রাস করেচেন, দেয়াল গুলো পুড়ে কাল ঝুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাটের ছাত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দু একটা কড়ি আধপোড়া অবস্থায় পড়ে আছে। আর কোন জিনিষের চিহ্ণ মাত্র নেই।

ম্যাকেয়ার স্তূপাকার ভস্ম রাশি দেখে মনে মনে বল্লে এ ব্যাপার খানা কি, কি করে আগুণ লাগলো। তারা সব কোথায়। তাদের কাহারো সঙ্গে দেখা না হলে কিছুই বুঝতে পাচ্চিনা। কোথায় গেলে তাদের সাক্ষাৎ পাবো। এই রকম কথা আপনা আপনি বলে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো। কিন্তু ভাবনায় কোন কুল কিনারা না পেয়ে নিতান্ত ক্ষুব্ধ মনে সেখান হতে উঠে সেই বন পার হয়ে আপনার গাড়িতে এসে উঠে গাড়োয়ানকে ফিরে যেতে হুকুম দিলে। গাড়োয়ান ঘোড়াকে চাবুক মেরে মেরে ডান হাত ব্যাথা করে ফেল্লে অশ্ব যুগল বেদম মার খেয়ে আদমরা হয়ে আস্তে আস্তে নবাবি চালে চলতে আরম্ভ কল্লে।

পাঠক মহাশয়দের বোধ হয় স্মরণ আছে যে যে সময় টামোর পলের স্ত্রীর নিকট নিজের পিতার সেই শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনে উন্মত্তভাবে সেই সিড়ির নিচেটা খুড়তে আরম্ভ কল্লে সেই সময় সেই রাক্ষসী পলের স্ত্রীর চটকা ভাঙলো। তখন বেশ বুঝতে পাল্লে যে কেবল প্রমাণ সাগ্রহের জন্য আগ-

স্তক আজ এখানে এসেচে, যদি কোন রকমে লাসের চিহ্ন মাত্র পায়, তাহলে তুমুল ব্যাপার হবে। যুবক কখনই ছেড়ে দেবেনা, নিশ্চয় পুলিশে দেবে। এই সিদ্ধান্ত করে পাপিয়সী রোগ রোগী দুই নাশ কর্ব্বার জন্য পালিয়ে গিয়ে বাড়িতে আগুণ ধরিয়ে দেয়, বাড়িটী বহু দিনের পুরাতন ও কাটের, কাজেই আগুণ লাগবামাত্র একেবারে হু হু করে ধরে গেল।

যে পরম পুরুষের কৃপায় ধর্ম্মভীরু ঈশ্বর পরায়ণ সাধু শত শত জীবন শঙ্কট বিপদে রক্ষা পায়, যার পবিত্র নাম জপমালা কল্লে ভবে আর কোন ভয় থাকে না সেই ভক্তরঞ্জন ভগবানের অনুকম্পায় দয়ার্দ্র হৃদয় ষ্টামোর সেই প্রজ্জলিত অনলকুণ্ড হতে যে রক্ষা পাবেন এর আর বিচিত্র কি, ঐ হোটেলে আগুণ ধর্‌বার পূর্ব্বেই তিনি সে স্থান হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন।

ম্যাকেয়ার নিতান্ত চিন্তিতভাবে গাড়িতে করে আসচেন; কিছুই ভাল লাগচে না, মন ভয়ানক ভাবনায় বিব্রত, গাড়িতে বসে এদিক ওদিক দেখচে এমন সময় দেখ্‌লেন ব্লানেক রাস্তার এক ধার দিয়ে যাচ্চে। পাঠক মহাশয়দের স্মরণ আছে যে ব্লানেক ষ্টামোরের জন্য ডাক্তার আন্‌তে যাচ্চে।

ম্যাকেয়ার গাড়িহতে ব্লানেককে দেখে তখনি লাফিয়ে পড়ে ব্লানেক২ বলে ডাকতে লাগলেন। নিজের নাম শুনে ব্লানেক কাজেই দাঁড়ালো। তার পর নিকটে গিয়ে বল্লে কি ব্লানেক আমাকে কি চিন্‌তে পার। ব্লানেক একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে হাঁ আপনাকে চিনেছি আপনি না আমাকে সেই বিধবার বাড়ি হতে এনে সেই বনের ভিতর রেখে গিয়েছিলেন।

ম্যাকেয়ার। হা আমিই সেই লোক। আমাদের হোটেল কি করে পুড়ে গেল, পল বা পলের স্ত্রী কোথায়।

ব্লানেক। হোটেল কি করে পুড়ে গেল তা জানিনি। পল একজন ভদ্রলোককে খুণ কর্ব্বার যোগাড় করে, সেই ভদ্রলোকটী সেই কুমন্ত্রণা টের পেয়ে পলকে খুণ করে পালিযে আসে, আমিও সেই রাত্রে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পালিয়ে এসে তার সঙ্গে বাস কচ্চি, তিনি অতি ভদ্রলোক, আমি পূর্ব্বের অপেক্ষা উত্তম বন্ধু পেয়ে খুব সুখে আছি। সংপ্রতি তিনি পীড়িত তাঁর জন্য ডাক্তার আনতে যাচ্চি। আমার দাঁড়াবার সময নাই।

ম্যাকেযার। না তুমি এখন যেতে পবে না, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আচ্ছা পলের স্ত্রীর কি হলো।

ব্লানেক। যে রাত্রে আমরা পালিযে আসি সে রাত্রি তো সে সেই বাড়িতে ছিল তার পর তার যে কি হলো তাতো জানি না। যাই হোক এখন আমি যাই।

ম্যাকেয়ার। ব্লানেক আমার সঙ্গে তোমায একবার যেতে হবে। তুমি জান আমি তোমার অভিভাক। আমার কথা অনুসারে কাজ কল্লে তুমি নিশ্চয় সুখী হবে। এখন আমার সঙ্গে এস।

ব্লানেক। না এখন আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারিনি। আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।

ম্যাকেয়ার। তোমার ভালোর জন্য আমি নিয়ে যেতে চাচ্চি, তুমি ছেলেমানুষ বলে বুঝতে পাচ্চনা তোমার নামে যে টাকা জমা আছে, সেই টাকা অনেক দিন নোয়া হইনি, আমি নিজ

হতে টাকা দিয়ে তোমার খরচ চালিয়ে আসচি। এখন তোমাকে না দেখলে তুমি কেমন আছ তোমার মুখে সেই সব কথা শুনে তবে টাকা দেবে, সেই জন্য তোমাকে ডাকচি, এখন এস।

ব্লানেক। আপনি যাই কেন বলুন না আমি এখন কিছুতেই যেতে পার্ব্বো না। আমি গেলে তাঁর সেবা হবে না। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্চি, এখন আমি কিছুতেই যেতে পার্ব্বো না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

ম্যাকেয়ার আর কোন কথা না বলে ঝা করে বাঁহাতে ব্লানেকের মুখ চেপে ধল্লে আর ডানহাতে কোমোর ধরে শূন্যে তুলে চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতে গাড়ির ভিতর নিয়ে তুলে গাড়োয়ানকে ইঙ্গিত কল্লে, গাড়োয়ান অমনি গাড়ি খুব জোরে হাঁকিয়ে দিলে।

গাড়ির ভিতর ব্লানেককে তুলে ম্যাকেয়ার খুব স্নেহস্বরে বল্লে ব্লানেক তোমার কিছু ভয় নাই. আমি জীবিত থাক্তে কেউ তোমার একগাছি চুল অবধি স্পর্শ কর্ব্বে না। তুমি খালি সেই উকীলের কাছে গিয়ে দুচারটা কথা কয়ে চলে আসবে। ব্লানেক কাঁদতে কাঁদতে উত্তর কল্লে আচ্ছা আপনি যা বলতে বলবেন আমি তাই বলবো; কিন্তু আপনার কাজ শেষ হলে আমাকে আমার বন্ধুর কাছে আসতে দেবেন। আহা তিনি এখন পীড়িত তাঁর যে একটু মুখে জল দেয় এমন লোক নেই। আপনি জোর করে ধরে আনলেন তাই আমি আসতে বাধ্য হলুম। তা না হলে ইচ্ছা করে আমি কখনই আসতাম না।

ম্যাকেয়ার। আমি তোমায় যা শিখিয়ে দেবো যদি তুমি

তাই বলো, তাহলে নিশ্চয় আমি তোমার বন্ধুর কাছে যেতে দেবো। আচ্ছা তোমার বন্ধুর নাম কি, তার নিবাস কোথায়।

ব্ল্যনেক। তিনি ইংরাজ তাঁর বাস লণ্ডনে নাম ষ্টামোর।

ম্যাকেয়ার। চার্লস ষ্টামোর।

ব্ল্যানেক। আজ্ঞে হা ঐ তাঁর নাম, তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি।

চার্লস ষ্টামোরের নাম শুনে ম্যাকেয়ারের মুখ মণ্ডল গম্ভীর হলো। প্রাণেও একটু খটকা লাগলো। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে কি জন্য ষ্টামোর সেই হোটেলে এসেছিলো তার আসবার উদ্দেশ্য কি, শেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত কল্লে যে বোধ হয় কৌতূহল পরবশ হয়ে বেড়াতে এসেছিলো। তা না হলে আর কি সম্ভবে, সে কথা তো একেবারে চাপা পড়ে গেছে।

এইরূপ ম্যাকেয়ার মনে মনে ফিক্রি ফিস্‌মিস্ কচ্চে এমন সময় গাড়িখানা একটা হোটেলের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। ম্যাকেয়ার হাত ধরে ব্ল্যানেককে নামিয়ে গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে হোটেলের মধ্যে প্রবেশ কল্লে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—— :০: ——

আড্ডা বাড়ি।

নরকের চেয়ে হয় পাপীর হৃদয়।
ধর্ম্মবীজ তাতে কিরে অঙ্কুরিত হয়॥

ব্যানেককে সঙ্গে করে ম্যাকেয়ার সেই হোটেলে গিয়ে সেই হোটেলস্বামীর স্ত্রীর কাছে ব্যানেককে রেখে আপন কক্ষে গমন কল্লে।

রাত্রি দশটার পর খানা খেয়ে সেইরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করে ম্যাকেয়ার লাটি হাতে করে খোড়ার ন্যায় আস্তে আস্তে হোটেল হতে বেরুলো। সেই হোটেল হতে প্রায় মাইল খানেক পথ অতিবাহিত করে একটা সরু গলির মধ্যে প্রবেশ কল্লে। ম্যাকেয়ার যে গলির মধ্যে প্রবেশ কল্লে সেই গলিটা নিতান্ত সরু ও অপরিষ্কার। মরা ছুঁচো পচা ইঁদুর মুরগির পালক ছড়াছড়ি রয়েচে ও এক প্রকার বোট্‌কা গন্ধে গলিটা পরিপূর্ণ। গলিটার উভয় পার্শ্বে অনেক গরিব লোক ও পতিতা স্ত্রীলোকের বাস, তারা রাত্র দিন পরস্পর কলহ কচ্চে ও স্রোতের ন্যায় অশ্লীল বাক্য তাদের মুখ হতে বহির্গত হচ্চে।

ম্যাকেয়ার সেই গলির মধ্য দিযে বরাবর গিয়ে একটা খুব পুরাতন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ কল্লে, সেই বাড়ির ভিতর গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা ঘরে প্রবেশ কল্লে সেই ঘরের মধ্যে প্রায় দশজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক বসে আছে।

ম্যাকেয়ার যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কল্লে সে ঘরটা খুব লম্বা চওড়া, কিন্তু দেয়াল গুলো ধোয়ায় কালো ঝুল হয়ে গেছে হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যে চুণকামের পরিবর্ত্তে আলকাতরা দিয়াছে। ঘরটীর ভিতর কোন আসবাব নেই কেবল বহু কালের পুরাতন একটা পায়া ভাঙা টেবিল, খান তিনেক বেঞ্চি ও দুই খানা কেদারা রয়েচে। দেয়ালের একদিকে একখানা বদরংগা ছবি, ঝুল ও মাকসার জালে জড়িত হয়ে নিতান্ত মলিন গাত্রে ঝুলচে টেবিলের উপর কানা ভাঙা কাঁচের বাটি ও গেলাস এলো-মেলো ভাবে সাজানো রয়েচে এ ছাড়া চুরটের ছাই, মদের বোতল আদ পোড়া চুরট তামাক খাবার পাইপ প্রভৃতি সরঞ্জাম যথা স্থানে সজ্জিত থেকে টেবিলটার শোভা বৃদ্ধি কচ্চে।

ম্যাকেয়ার ঘরের মধ্যে প্রবেশ কল্লেই সকলে আনন্দে উৎ-ফুল্ল হয়ে তাকে অভ্যর্থনা কল্লে, একটা খুব হাসির পটরা পড়ে গেল। তার পর সকলের সহিত কর মর্দ্দন মিষ্ট সম্ভাষণ করে ম্যাকেয়ার আসন পরিগ্রহ কল্লে।

ম্যাকেয়ার বসেই পকেটে হাত পুরে এক মুটো গিনি বার করে এই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের নজর স্বরূপ টেবিলের উপর রেখে বল্লে, বন্ধুগণ আমি আমার নিষ্ঠুর স্বজাতির কোপ হতে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের বকেয়া শত্রু হালের মিত্র ইংরাজদের দেশে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া ও সম্যক সুখী হতে পারিনি কারণ তোমাদের ন্যায় মিত্র ত্যাগ করে স্বর্গে গেলেও সুখ নাই। বন্ধুগণ বোধ হয় তোমরা জ্ঞাত হয়েচো যে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র পল একটা ইংরাজের হাতে নিহত

হয়েচে। পায়রার নিকট বাজের পরাজয়ের ন্যায় এ ব্যাপারটী নিতান্ত অসম্ভব। যাই হোক আজ সকলকে দর্শন করে আমি নিতান্ত প্রীত হলুম। আমি আপনাদের ক্লবের সম্মান রক্ষার্থ এই সামান্য কিছু দান কল্লুম।

এই সংক্ষেপ বক্তৃতা শুনে সকলে বাহবা দিলে ছাত পেটার শব্দের ন্যায় হাততালিতে ঘরটী যেন কেঁপে উঠলো। কিন্তু সকলের দৃষ্টি সেই টেবিল স্থিত চকচকে গিনির উপর আকৃষ্ট হলো। সেই দলের মধ্যহতে একটা খুব ঘাড়েগদ্দানে লোক উঠে ম্যাকেয়ারের ভূশো সুখ্যাতি করে শেষে বল্লে। তুমি সচ্ছন্দে পেরিসে বাস কর। কার সাধ্য তোমার কিছু অনিষ্ট কবে আর যদি হটাৎ কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তাহলে আমাকে সংবাদ দিও। আমি খপর পাবা মাত্র তার একটা উপায় কর্ব্বো।

যে লোকটা ম্যাকেয়ারকে এত আশ্বাস দিলে তাকেই এই ক্লবের চাঁই বলে বোধ হয় লোকটার বয়স আন্দাজ ৫০।৫৫ হবে দেখতে হৃষ্ট পুষ্ট একটু নেয়াপাতির গোছের ভুড়ি আছে চোখ দুটী ছোট ছোট ও কুচের মতন লাল। মুখখানা ডায়মনকাটা অর্থাৎ বসন্তের দাগে চিত্রিত। গোপটি একটী ছোট খাট খেংরার মতন ও কাঁচায় পাকায় মিশনো চাপ দাড়ি চামরের ন্যায় ঝুলচে। নাম মেগনিং।

মেগনিং সহরের মধ্যে খুব এক জন জানা শোনা লোক। বুদ্ধির জোরে দিনকে রাত কত্তে পারে। পুলিশের খাতায় নাম আছে। তিন চার বার জেল থেকে পালিয়ে এসেচে, এর্শ্ম অনেকটা গা ঢাকা দিয়ে আছে।

ম্যাকেয়ার এক খানা কেদারায় বসে চারি দিক দেখচে, এমন সময় এক জন যুবাকে দেখে জিজ্ঞাসা কল্লে "কেমন আলি-বর্ড * তুমি এখন এই ক্লবের সভ্য আছ। যুবক একটু মিচকে হেসে ম্যাকেয়ারের কথার উত্তর দিলে। ম্যাকেয়ার পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লে "কেমন তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কত বাকী" যুবক সেই রকম একটু হেসে বল্লে " চেষ্টার তো ক্রটী নেই। দেখি কত দিন বাসনা সফল হয়। আমার দেহে যত দিনে জীবন থাকবে তত দিন বিশ্বাস ঘাতক নরাধমকে প্রতিফল দিতে কিছু-তেই নিরস্ত হবোনা। আমার মাতা কি এক মুষ্টি তৃণ প্রসব করেচে, যে সামান্য পবন তাড়নে বিচলিত হবে, কখনই নয়। মেগনিং যুবার কথায় বাধা দিয়ে উত্তর কল্লে " স্থির হও এমন দিন শীঘ্র আসবে যে দিন সমগ্র ফরাসি দেশ রক্তে প্লাবিত হবে তারি যোগাড় হচ্চে। সেই যুবক এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে ঈশ্বর যে সে দিন কবে দেবে তা বলতে পারিনি। হায় পাপে ফরাসি রাজ্য উৎসন্ন যাবার পথে অগ্রসর হচ্চে দেশের রাজা যদি নরপিশাচ হয় তাহলে কি সে দেশের রক্ষা আছে। কবে যে আমার বিদ্রোহের ধ্বজা উড়া-ইয়া রাজপুরিকে ভূমিসাৎ করে সাধারণ তন্ত্র স্থাপন কর্ব্বে, কবে যে ফ্রান্সের সন্তানগণ সুদৃঢ় লৌহ নিগড় ছিন্ন করে স্বাধিন হবে কবে যে আমাদের সুখ সূর্য্য সংসার গগণে উদিত হবে আমি রাত দিন কেবল তাই ভাবচি। আমি যে ব্রত গ্রহণ করেচি

* এই যুবক একজন রাজবংশীয়, রাজা ফিলিপকে হত্যা কর্ব্বার জন্য এই দলে মিসেছে।

যদি তার উদ্‌যাপন না হয় তা হলে নিশ্চয় বীরের ন্যায় অনন্ত শয্যায় শায়িত হবে।

যুবক এই কথা গুলি খুব উৎসাহের সহিত বল্লে। বলতে বলতে তার মুখমণ্ডল প্রভাত কালের পূর্ব্ব দিকের ন্যায় রক্তিমা-বরণ ধারণ কল্লে, বিষম ক্রোধে তার ওষ্ঠাধর পবন তাড়নে কিশ-লয়সম কাঁপতে লাগলো। তিনি দারুণ ক্রোধে ও ক্ষোভে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আসন পরিগ্রহ কল্লে।

শ্রোতারা সকলে যুবার বাক্যের পোষকতা কল্লে ও উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ দিলে। মেগিনং তার পর বক্তার আসন গ্রহণ কল্লে তিনি সকলকে সম্বোধন করে বল্লে। আমার বেশ বোধ হচ্চে যে আলিবর্ডের আশা নিশ্চয় পূর্ণ হবে, বিশেষ ফিচি * যখন আমাদের পক্ষ অবলম্বন করেচে তখন আর আমাদের ভাবনা কি। টাকা পেলে ফিচি পারেনা এমনকাজ জগতে নেই।

যে লোকটাকে লক্ষ করে মেগনিং এই কথা গুলো বল্লে, সেই লোকটা সাধারণ লোক অপেক্ষা কিছু বেঁটে মুখখানি ছোট বড় ব্রণতে এচড়ো খেচড়ো ও কর্কশতা ভাবাপন্ন। চোখ দুটো ভাটার মতন গোল সোল নাকটা চেপটা অল্প অল্প গোপে মুখ মণ্ডল শোভিত ও দাঁড়ি শূন্য, রং কিছু ময়লা তবে কাফ্রির অপেক্ষা কিছু ফরসা ও চুলগুলি কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো।

ঐ লোকটার পোষাকে কিছু মাত্র পারি পাট্য নাই। একটা পেন্টলন পরেচে, গলায় ও হাতের বোতাম শূন্য একটা আর

* ফরাসি ইতিহাসে এ লোকটার নাম বিখ্যাত আছে। ইনি বিদ্রোহী হয়ে ফরাসি রাজ্য রুধিরে প্লাবিত করে, শেষে ফাঁসিতে জীবন হারায়।

ময়লা কামিজ গায়ে রয়েচে। ঐ লোকটার পাশে এক চোখ কানা আধা বয়সি এক জন স্ত্রীলোক বসে আছে। সেই ঐ লোকটার উপপত্নী। আরো ঐ রকমের আরো দুটো স্ত্রীলোক সেই মজলিসে রয়েচে।

ম্যাকেয়ার আপন পকেট হতে ঘড়ি বার করে দেখলে রাত্র প্রায় ২টা অতীত হয়েচে, সুতরাং যাবার জন্য নিতান্ত চঞ্চল হলো। কাজেই সকলের নিকট বিদায় প্রার্থনা কল্লে। তারপর পরস্পর কর মর্দ্দন করে সেই আড্ডা হতে নিক্রান্ত হলো।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

গ্রেপ্তার।

চিরকাল পাপ করে সুখী কেবা হয়।
এক দিন ফল তার ফলিবে নিশ্চয়॥

ব্লনেক প্রতি প্রত্যূষে শয্যা হতে গাত্রোত্থান কল্লে, তিনি সমস্ত রাত্রি টামোরকে স্বপ্ন দেখিয়াছিল। প্রাতঃকালে শয্যার উপর বসিয়া গালে হাত দিয়া আপন অবস্থার বিষয় ভাবচেন। এমন সময় ম্যাকেয়ার সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ কল্লে।

ম্যাকেয়ার সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে বল্লে কেমন ব্লনেক তোমাকে যা বলেচি সব স্মরণ আছে তো। ব্লনেক উত্তর করিল আপনি যা বলতে বলবেন আমি তাই বলবো, কিন্তু

আপনার কাজ শেষ হলে আমাকে আমার সেই বন্ধুর কাছে রেখে আসতে হবে।

ম্যাকেয়ার সে কথায় কোন উত্তর না দিয়ে ব্লানেককে কাপড় পড়ে তৈয়ারি হতে বলে সেই কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হলো। তার পর এক ঘন্টার পর এক খানা গাড়ি আনিয়ে ব্লানেককে সঙ্গে নিয়ে সেই উকীলের বাড়ির দিকে গমন কল্লে।

খানিক দূর যেতে না যেতেই বৃদ্ধ লিলেমেগু সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো তিনি তখনি গাড়ি হতে নেমে ম্যাকেয়ারের কর মর্দ্দন করে বল্লে আজ ভাগ্য ক্রমে মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমি মহাশয়ের নিকট কিছু রেশম ক্রয় কর্ব্বো। আপাততঃ বায়না স্বরূপ কিছু মহাশয়কে দিলাম, আপনি লিবুর মারফত হিসাব ও মাল পাঠাইবেন, আমি বক্রি টাকা ডাক যোগে আপনার আপিসে পাঠাইব॰ এই কথা বলে বৃদ্ধ ৫০০০ ফ্রাঙ্কের এক কেতা হুণ্ডি তখনি ম্যাকেয়ারের হাতে দিলে। ম্যাকেয়ার মনে মনে একটু হেসে হুণ্ডি খানা পকেটস্থ করে প্রকাশ্যে বল্লে।

আমি শীঘ্র আপনার সুযোগ্য অংশীদার লিবুর মারফত মাল ও হিসাব পাঠাইব। আমার বোধ হয় ৭ দিনের মধ্যে রেশম আপনার গুদামে পহুছুবে। এক্ষণে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। আর এক সময়ে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব। লেলেমেগু সাহেব আর কোন উত্তর না করে বিদায় গ্রহণ কল্লে ম্যাকেয়ার ও ব্লানেককে সঙ্গে নিয়ে উকীলের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলো।

ম্যাকেয়ার বরাবর উপরে গিয়ে সেই উকীলকে সম্বোধন করে বল্লে "এই দেখুন মহাশয় আমি সঙ্গে করে এনেচি, আপনি তো আমার কথা পূর্ব্বে বিশ্বাস না করে আমাকে অনর্থক কষ্ট দিলেন। উকীল মহাশয় উভয়কে বসতে অনুমতি করে ব্ল্যানেক কিরূপ অবস্থায় এই ৪ বৎসর ছিল তা জিজ্ঞাসা কল্লেন। সরলা বালিকা সকল কথা অকপটে প্রকাশ কল্লে।

কথা গুলি শুনে উকীল মহাশয়ের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো ভাবে বোধ হলো যেন তিনি কাপ্তেনের ব্যবহারে বিশেষ সন্দিহান হয়েচেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বল্লেনা; এমন সময়ে এক জন চাকর এসে তার কানে কানে কি বল্লে তিনি তখনি সেই চাকরকে বিদায় দিয়ে ম্যাকেয়ারকে বল্লে "মহাশয় অনুগ্রহ করে আপনি ঐ পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন আমি ব্ল্যানেককে আপনার অসাক্ষাতে গোটা দুই কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো। ম্যাকেয়ারের ইচ্ছা নয় যে ব্ল্যানেককে উকীলের কাছে একাকিনী রেখে যায় কিন্তু কি করে অগত্যা অনিচ্ছা সত্বে সে গৃহ পরিত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হলো।

ম্যাকেয়ার সে গৃহ পরিত্যাগ কর্ব্বার পর এক জন সৈনিক বেশ ধারি বৃদ্ধ সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ কল্লেন, উকীল মহাশয় সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করে বৃদ্ধকে আসন পরিগ্রহ কর্ত্তে অনুরোধ কল্লেন।

বৃদ্ধ উপবেশন কল্লে উকীল মহাশয় ব্ল্যানেকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্লেন এই দেখুন আমি আনিয়াছি। তারপর ব্ল্যানেককে লক্ষ করে বল্লেন ব্ল্যানেক ইনি তোমার মাতামহ,

তুমি অভিবাদন কর। ব্লানেক কখন অপনার মনিকে দেখিনি চির কাল পরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত আজ হটাৎ মাতামহকে দেখে ছিন্ন মূল লতিকার ন্যায় সেই বৃদ্ধের চরণ তলে লুটিয়া পড়িল। বৃদ্ধ সস্নেহে ব্লানেকে উঠাইয়া মধুর বচনে কহিল ব্লানেক আমার নির্ব্বুদ্ধির জন্য তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছো। আমার হৃদয় নিতান্ত কঠিণ, সেই জন্য তোমার ন্যায় নিরপরাধী-নী সরলা বালিকাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি। আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাল সমুপস্থিত। আমি তোমার মাতার প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেচি। তোমাকেও অনেক কষ্ট দিয়াছি। এক্ষণে আর তোমাকে অনাথিনীর ন্যায় পরের আশ্রয়ে থাকতে হবেনা। তুমি আমার গৃহে গিয়ে পরম স্থখে দিন পাত কর্ব্বে চল। ব্লানেকের এই ঘটনা যেন স্বপ্নের ন্যায় অনুভব হতে লাগলো। তিনি আনন্দে একান্ত অধীরা হলেন তার পর বৃদ্ধ উকীল মহাশয়ের প্রীতি সম্ভাষণ করে ব্লানেককে সঙ্গে নিয়ে আপন ভবনে গমন কল্লে।

বৃদ্ধ প্রস্থান কল্লে পর ম্যাকেয়ার সেই গৃহে প্রবেশ কল্লে উকীল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কল্লে ব্লানেক কোথায়। উকিল মহাশয় উত্তর কল্লে ব্লানেক আর আপনার আশ্রয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। সে এখন আপনার অপেক্ষা আত্মীয় প্রাপ্ত হয়েচে। তার মাতামহ এই মাত্র এখানে এসেছিল, সেই এসে ব্লানেককে আপন ভবনে নিয়ে গেছে। আর মহাশয়কে ব্লানে-কের জন্য কিছু মাত্র ভাবতে হবেনা।

উকীলের কথা শুনে রাগে ম্যাকেয়ারের আপাদ মস্তক

কেঁপে উঠলে। বদন মণ্ডল রক্তিমাবরণ ধারণ কল্লে। তিনি ক্রোধে একান্ত অধীর হয়ে উকীলকে বল্লে এতক্ষণে আমি তোমার চাতুরি সব, বুঝতে পাল্লাম। আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা তোমার উচিৎ হয়নি। আমি যে কে তা এখন জান্‌তে পারোনি। আচ্ছা থাক তোমাকে এই ছলনার জন্য বিশেষ ফল ভোগ কর্ত্তে হবে। তোমাকে আমি বিশেষ শিক্ষা না দিয়ে কখন নিরস্ত হবো না। এই ভয় দেখানো কথাগুলি খুব জোরে জোরে বলে উত্তরের আর প্রতীক্ষা না করে রাগে গর্ গর্ কত্তে কত্তে সেখান হতে বেরুলো। বিষম রাগের বশে ভুলে গিয়ে সহজ লোকের ন্যায় খানিকদূর গিয়ে তার পরে মনে পড়ায় খোঁড়ার ন্যায় লেংচাতে লেংচাতে চল্লো। তার পর এক খানা গাড়ি ভাড়া করে হোটেলের মধ্যে প্রবেশ কল্লে।

হোটেলের মধ্যে গিয়ে খানা আনতে হুকুম দিলে। খানা খাওয়া শেষ হলে আপন কক্ষে বসে উকীলকে কিরূপে তার চাতুরির জন্য ফল দেবে ভাবচে, এমন সময় হোটেলের চাকর এসে বল্লে দুজন লোক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে এসেচে, কিন্তু চাকরটা অনুমতি আনবার পূর্ব্বেই দুজন লোক সেই গৃহে প্রবেশ করে একজন ম্যাকেয়ারের নিকটে গেল ও আর এক-জন এক খানা কেদারা টেনে এনে দোর আড়াল করে বসল।

ম্যাকেয়ার এই দুজনের ব্যবহার দেখে অবাক হয়েচে, কিছুই স্থির কর্ত্তে পাচ্চে না, এমন সময় যে লোকটা ম্যাকেয়ারের নিকটে গিয়েছিলেন, সে খুব আস্তে আস্তে বল্লে মহাশয়কে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। ম্যাকেয়ার

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে কোথায় যেতে হবে।/সেই লোকটী তেমনি আস্তে আস্তে উত্তর কল্লে পুলিস আদলতে যেতে হবে। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে, নিশ্চয় আপনাকে যেতে হবে। যদি আপনার সন্মান রক্ষা কর্ব্বার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাদের কার্য্যে কোন বাধা না দিয়া ভদ্রলোকের ন্যায় আমাদের অনুগামী হোন। যদি আমাদের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করেন তাহলে অগত্যা আমরা বল প্রকাশ কত্তে বাধ্য হবো। বিশেষ ঐ লোকটি অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এসেচে ও নিচেয় আরো চারজন আমাদের সঙ্গি আছে। কাজেই ভদ্র-লোকের ন্যায় আমাদের সঙ্গে যাওয়া আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। ম্যাকেয়ার খুব গম্ভীরভাবে নির্ভীকের ন্যায় উত্তর কল্লে, আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আপনারা বিষম ভ্রমে পতিত হয়ে একের অপরাধি আর একজনকে গ্রেপ্তার কর্ত্তে এসেচেন। আচ্ছা কি অপরাধের জন্য আমাকে গ্রেপ্তার কর্ত্তে এসেচেন? পুলিস আদালতে গেলে সব জাত্তে পার্ব্বেন। এখন আর বিলম্ব কর্ব্বেন না শীঘ্র আসুন, ব্যগ্রভাবে সেই লোকটী এই কথা বল্লে।

ম্যাকেয়ার। আপনারা অনর্থক আমাকে কষ্ট দেবেন। কিন্তু এই হোটেলের কেউ যেন জাত্তে না পারে যে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্চে। কারণ আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আদালতে যাবামাত্র আমি খোলসা হয়ে আসবো। "তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই আমরা কেবল হুকুম তামিল কর্ত্তে এসেচি।" বেশ ভদ্রতার সহিত সেই কর্ম্মচারি উত্তর কল্লে।

ম্যাকেয়ার আর কোন উত্তর কল্লে না, মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের মতলব ঠিক করে নিলে কাজেই যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ম্যাকেয়ার আপনার কাপড় চোপড় ঠিক করে পরে নিয়ে সেই লোককে বল্লে, দেখুন আপনি নিশ্চয় কোন রাজ-কর্ম্মচারি, কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য করে বলবেন আমার কোন বন্ধু কি গোয়েন্দা হয়ে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে? না মহাশয় আপনার কোন বন্ধু আমাদের সাহায্য করে নাই, আমরা অন্য উপায়ে আপনাকে চিনেছি। ম্যাকেয়ার এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল মুখে বল্লে, আমি শুনে সন্তুষ্ট হলুম যে আমি এখন কোন বিশ্বাস ঘাতকের সহিত বন্ধুত্ব করি নি, এখন আমি তোমাদের সহিত যেতে প্রস্তুত আছি। আমি কখনই আপনাদের নিকট হতে পালাবার কোন উদ্যোগ কর্ব্বো না, সুতরাং সামান্য আসামীর ন্যায় আমাকে নিয়ে গেলে অকারণে লোকের নিকট আমাকে অপমানিত হতে হবে।

যখন আমার কোন অপরাধ সপ্রমাণিত হয় নাই, কেবল মাত্র বোধ হয় শত্রুদের যোগাড়ে এই যোগ সংযোগ করে আপনাদের ন্যায় বিজ্ঞ কর্ম্মচারির চক্ষে ধুলা দিয়ে আমার ন্যায় নিরীহ ভদ্রলোককে আপনার নিকট অপরাধি বলে বিশ্বাস করিয়েচে। আপনারা যদি অভিজ্ঞতা বলে সেটা না বোঝেন তাহলে আর কে বুঝবে। যখন সন্দেহ করে আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো, আমার অপরাধ কি তার যখন স্থিরতা নাই, তখন আপনি যদি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে নিতান্ত গর্ব্বিতের ন্যায় পরিচয় দেন তাহলে সে বড় পরিতাপের বিষয়। ম্যাকেয়ার

পাদরির ন্যায় আরো খানিক বক্তৃতা করে লোকটাকে চুমুয়ে নোবার যোগাড়ে ছিল; কিন্তু লোকটা একটু কাজের ও চতুর, কাজেই বাজে কথা শুনেই বল্লে আচ্ছা মহাশয় তাই হবে আমরা দুজন আপনার দুপাশে থাকবো আপনি সটান এসে হোটেলের সম্মুখে গাড়িতে উঠবেন। তাহলে কেউ জান্তে পার্ব্বে না, কিন্তু মহাশয়ের যদি কোন প্রকার মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ হয় তাহলে মহাশয়ের সম্মান রাখতে আমরা বাধ্য নই। তাই হবে বলে ম্যাকেয়ার সেই কক্ষ হতে বেরুলো তারা দুজন দুপাশে যেতে আরম্ভ কল্লে হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন তিনটী বন্ধু প্রাণের কথা বলতে বলতে যাচ্চে। ম্যাকেয়ার হোটেলের দোরে দেখলেন একটা ভাড়াটে গাড়ি অপেক্ষা কচ্চে, ইঙ্গিত মাত্রে ম্যাকেয়ার প্রথমে উঠলো তারা দুজনে সেই গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলে। গাড়ি সরাবর পুলিস আদালতের দিকে চল্লো।

প্রায় কুড়ি মিনিটের পর সেই গাড়িখানা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে [illegible] লো প্রথমে একজন পুলিস কর্ম্মচারি নাবলো তারপর [illegible] একজন নেবে সেই রকম ভাবে ঘেরে নিয়ে [illegible] কক্ষে নিয়ে গেল।

ম্যাকেয়ারকে যে গৃহে নিয়ে গেল ঐ গৃহটী পুলিস সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচার স্থান। তবে অপরাধ গুরুতর হলে উচ্চ আদালতে প্রেরণ করে।

সেই দুজন রাজ-কর্ম্মচারি হর্ষে প্রফুল্ল নয়নে ম্যাকেয়ারকে নিয়ে হাকিমের কাছে হাজির কল্লে।

হাকিম ক'য়দির আপাদ মস্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে বসবার জন্য অনুমতি দিলেন। ম্যাকেয়ারও একখানা কেদারা নিয়ে উপবেশন কল্লে।

খুব প্রশস্ত মারবেলের টেবিলের পার্শ্বে শুভ্রবেশ হাকিম মহাশয় বসে আছেন। হাকিম মহাশয়ের বয়স প্রায় ৭০ সত্তর বৎসর অতীত হয়েচে। সাদা চুল, সাদা দাড়ি টকটকে রঙ দেখলে হঠাৎ মুণি ঋষি বলে ভ্রম হয়। যদিও বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু তথাপি জ্ঞান গর্ব্বিত উজ্জ্বল নয়ন যুগল যুবাদের ন্যায় তেজপূর্ণ দেহখানি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও কর্কশতা পরিশূন্য। রক্তবর্ণ পোষাকে সর্ব্বাঙ্গে আবৃত করে বসে আছেন। একপার্শ্বে একজন কেরাণি জন্য একটী ছোট টেবিলের কাছে বসে আছে ও সম্মুখে অনেক গুলি উকীল মোক্তার বিরাজ কচ্চেন।

যে পুলিস কর্ম্মচারি ম্যাকেয়ারকে গ্রেপ্তার করে নিয়েছিল সে এখন হাকিমকে অভিবাদন করে স্বাক্ষি দেবার স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো, তার পর হাকিম জিজ্ঞাসা কল্লে, কি প্রমাণের উপর নির্ভর করে এই ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার কা[illegible] [illegible]ন্তান্ত বিনীত ভাবে সেই পুলিস কর্ম্মচারি উক্ত[illegible] [illegible]। অদ্য প্রাতঃকালে এই লোকটী এক [illegible] [illegible] করে যাচ্চিল পথি মধ্যে অত্র সহরের এক জন সদাগরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তার সঙ্গে কথা বার্ত্তা করে পরে প্রস্থান করে আমি সেই সদাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কল্লাম আপনি যে ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা কইলেন তার নাম কি, তিনি উত্তর কল্লেন ঐ লোকটি বিলাতের এক জন বড় সদাগর নাম লেংপার্ট, আমি

এই কথা শুনে বরাবর পেছু পেছু গিযে দেখি যে এক জন উকীলের বাড়ি প্রবেশ কল্লে। প্রায় আদ ঘন্টা পরে সেই বাড়ি থেকে বেরুলো। যখন সেই বাড়িতে প্রথমে প্রবেশ করে তখন ঠিক খোড়ার ন্যায চলতেছিল কিন্তু যখন বেরিযে আসে তখন সহজ লোকের মতন মস মস করে খুব জোরে চলতে লাগলো। লোকটা বেরিয়ে এলে পর আমি সেই উকীলকে এই লোকটার নাম জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বল্লে। ওর নাম কাপ্তেন রোজভেলি। এই ফরাসি দেশের সৈন্য শ্রেণিতে কার্য্য করে। দুজনের মুখে দু রকম নাম ও দু রকম পেষা শুনে আমার মনে খুব সন্দেহ হলো। আমি অলক্ষ্য ভাবে সঙ্গে সঙ্গে এসে যে হোটেলে বাস করে সেই হোটেল দেখে আসলাম তার পর এসে হুজুরের হুকুম নিযে গ্রেপ্তার কত্তে গেলাম। বিশেষ আমাদের পুলিসের বহিতে ঐ শেষের নাম সংক্রান্ত কি লেখা আছে শুনুন। এই কথা বলে একখানা খুব বড় বাধানো "তা খুলে পড়তে আরম্ভ কল্লে। "২৫শে আগষ্ট ১৮২৪ " পেরি বারনার্ড ও কাপ্তেন বোজভেলি নামে "বর ব্যাঙ্কে এক জাল হুণ্ডি ভাঙ্গায়, তার তিনাদন . . মাইল দূরে এক সদাগরের বাড়ি ডাকাতি করে, অত্র সহরে এক জোয়ার আড্ডায় এক জন ভদ্র সন্তানকে নিয়ে গিয়ে তার নিকট হতে দশ হাজার ফ্র্যাঙ্কের নোট কেড়ে নেয়। তার পর পোলো নামে এক জন মহাজনের কাছে সেই নোট ভাঙ্গায় এবং সেই নোটের পৃষ্ঠায় কাপ্তেন রোজভেলি নাম দস্তখত করে,, হাকিম কাণ পেতে

সব শুনতে লাগলো। পড়া শেষ হলে সেই লোকটী বল্লে, উপরোক্ত কারণে আমার মনে বিষম সন্দেহ হওয়ায় আমি গ্রেপ্তার করে এনেছি। এক্ষণে হুজুরের বিচারে যা হয়। বিচার পতি খুব গম্ভীর ভাবে ম্যাকেয়ারকে বল্লে মহাশয় আপনার উপর যখন এত সন্দেহ হচ্চে তখন আপনার সমস্ত শরীর বিশেষ রূপে পরীক্ষা করা প্রথম কর্ত্তব্য। তার পর এক জনকে ডেকে নগর রক্ষককে ডাকতে পাঠালেন। নগর রক্ষক এসে বিচার পতিকে অভিবাদন করে দাঁড়ালো। হাকিম তাকে সমস্ত শরীর অন্বেষণ কত্তে অনুমতি দিলেন। জামার পকেট হতে লিবুর নামে শিরোনামা খান কয়েক পত্র বেরুলো। তার পর সেই কর্ম্ম চারির চখের চসমা খানা খুলে ফেল্লে পরচুলা ও জাল গোপ খোলা হলো, তখন হাকিম সেই নগর রক্ষককে বল্লে, কেমন এই লোককে চেন। নগর রক্ষক বল্লে আজ্ঞা হাঁ বেশ চিনি, এর নাম রবার্ট মেকেয়ার। নাম শুনেই সকলে চমকে উঠলো। সকলের চক্ষু তার মুখের দিকে আকৃষ্ট হলো, এবং উকীল মোক্তারেরা পরস্পর কাণাকাণী কত্তে ল[illegible] পুনরায় হাকিম জিজ্ঞাসা কল্লেন; এই যে ম্যাকেয়ার [illegible] লে?

নগর রক্ষক। এর পূ[illegible] [illegible]প্ত ছিল বলে আমি একে ও এর এক জন বন্ধু এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখি। কিন্তু সেই হাজত ঘরের লোহার গরাদে ভেঙে দুজনেই সেই রাত্রে পলায়ন করে। তা ছাড়া আরো অনেক বার এই সহরে দেখেছি। ফলতঃ এই যে রবার্ট মেকেয়ার তা আমি শপথ করে বলতে পারি।

বিচার পতি আসামীর দিকে দৃষ্টি পাত করে বল্লে "কেমন তোমার কিছু বক্তব্য আছে।" ম্যাকেয়ার গম্ভীর ভাবে খুব সাহসের সহিত উত্তর কল্লে আমি কখন যে নাম শুনিনি আমাকে সেই লোক জ্ঞান করে গ্রেপ্তার করেচেন। আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমার স্বদেশে অকারণ আমাকে এ প্রকার বিপদ গ্রস্ত হতে হবে। আপনার ভ্রম বশতঃ আমাকে অপরাধি বলে বোধ কচ্চেন। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে। বিচার পতি উত্তর কল্লেন। বিশেষ প্রমাণ না পেলে কখনই তোমাকে দণ্ড দেওয়া হবে না। এক্ষণে আমার মতে নগর রক্ষকের কথা অবিশ্বাস কর্ব্বার কোন কারণ নাই। যখন তুমি ছদ্ম বেশ ধারণ করে ভ্রমণ কচ্চ ও তোমার ২।৩ টী নাম প্রকাশ হয়েচে, তখন অবশ্য তুমি যে কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধি তার আর সন্দেহ নাই। রবার্ট ম্যাকেয়ার ও রোজ স্লেলি যে এক ব্যক্তি তা পূর্ব্বে কেহই জানতো না আজ সে রহস্য প্রকাশ হলো। অতএব তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হলো। "এ কয়েক দিন আমি কোথায় বাস কর্ব্বো।" হাকিম মহাশয় উত্তর কল্লেন "যখন হাজত হতে তুমি একবার পলায়ন করেছিলে তখন এবার প্রহরী বেষ্টিত সুদৃঢ় জেলখানায় তোমাকে বাস কত্তে হবে। যদি এবারও পলায়নের চেষ্টা কর তাহলে নিশ্চয় তোমারি সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হবে। ম্যাকেয়ার বিষম ক্রোধে বল্লে এ অতি অবিচার। এক জন নির্দ্দোষি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের জেলখানায় বাস করা যে কিরূপ কষ্টদায়ক তা মহাশয়ের অনুমিত

হতে পারে। আপনি বিচার পতি হয়ে যদি এরূপ কোন অবিচার করেন, তাহলে নিরীহ ভদ্রলোকের সম্মান রক্ষা করা যে ভার হবে।

বিচার পতি ম্যাকেয়ারের কথা গুলি শুনলে ব.ট কিন্তু গ্রাহ্য কল্লেনা। তিনি সেই নগর রক্ষককে অতি সতর্কতার সহিত জেলখানায় আসামীকে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। অমনি ৭।৮ জন পুলিস কর্ম্মচারি অস্ত্র শস্ত্রে ভূষিত হয়ে ম্যাকেয়ারকে বেষ্টন করে নিয়ে জেলখানার উদ্দেশে গমন কল্লে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:0:—

শুভ বিবাহ।

নাগরের সোহাগে সুন্দরী মোহিল।
মিহির ময়ূখে যেন তুষার গলিল॥

ব্লানেককে সঙ্গে নিয়ে তার মাতামহ রাজবাড়ি তুল্য আপন প্রাসাদে প্রবেশ কল্লে। বাড়ি দেখে ব্লানেক অবাক। প্রথমে কোন রাজার প্রাসাদ বলে বোধ হয়েছিল, তারপর যখন জানলে এই তার মাতামহের বাড়ি তখন তার আর আনন্দের সীমা রইলোনা।

ব্লানেককে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ উপরের এক সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ কল্লেন সেই কক্ষে দুটী স্ত্রীলোক বসে কথাবার্ত্তা কচ্চে।

তাদের মধ্যে একজনার বয়স ২২।২৩ বৎসর ও অপরের বয়স জোর ১৮ বৎসর। উভয়েই সুন্দরী ও মূল্যবান বেশ ভূষায় ভূষিত। বৃদ্ধ গৃহে গিয়েই বল্লে, ইসবালা! তোমাদের জন্য এক উৎকৃষ্ট উপহার এনেচি। এই বালিকা তোমাদের হতভাগিনী জ্যেষ্ঠা ভগির কন্যা। আমি এত দিন ক্রোধ ও লজ্জার বশে গৃহে আনিনি কিন্তু ভরণপোষণের জন্য এক উকীলের কাছে অনেক টাকা জমা দিয়ে রেখেছিলাম। তারি উপসত্বে বেশ সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হতো। কিন্তু বাল্যকাল গিয়ে যৌবন পথে পদ র্পণ করেচে, আর পরের বাড়ি রাখা যুক্তি সিদ্ধ নয় বলে আমার বাড়িতে নিয়ে এলুম। ব্লানেক! এরা দুজন তোমার মাসী। এদের অভিবাদন কর। ব্লানেক বৃদ্ধের আজ্ঞানুযায়ি কার্য্য কল্লে, রমণী দুজন আনন্দে অধীরা হয়ে ব্লানেককে সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করে কাছে এনে বসালে। বৃদ্ধও সে গৃহ পরিত্যাগ কল্লে।

বৃদ্ধ পেরিসের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি সখের সৈনিকের একজন নায়ক, জমিদারিতে প্রায় লক্ষ টাকা আয় আছে, সুতরাং খুব সম্ভ্রান্ত ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এ ব্যতিত তিনি উচ্চ কাউন্ট উপাধিতে ভূষিত। কাউন্ট মহাশয়ের পুত্র সন্তান নাই, কেবল তিনটী কন্যা, তার মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠটী পরলোক গতা, অবশিষ্ট দুটীকে পাঠক মহাশয় এইমাত্র দেখেছেন। কন্যা দুটীকে তিনি প্রাণের অপেক্ষা স্নেহ করেন। পাছে কন্যাদের কোন প্রকার অযত্ন হয় এই ভয়ে তার গৃহশূন্য হবার পর আর তিনি দার পরিগ্রহ করেন নি। ফলতঃ কাউন্ট

মহাশয় দয়ার্দ্র চিত্ত ও ধর্ম্মভীরু, তাঁর অন্তর অনেক সদ্‌গুণের আধার।

কাউণ্ট মহাশয়ের কন্যাদ্বয় ব্লানেককে পেয়ে নিতান্ত প্রীতা হলো কিন্তু ব্লানেকের সুখ শশী রাত্র দিন রাহু গ্রস্ত থাকে, এত সুখেও তিনি সর্ব্বদা বিষণ্ণা থাকেন। তিন চার দিনের মধ্যে ব্লানেকের মনের ভাব তার ছোট মাসী টের পেলে; তিনি সব কথা খুলে তার পিতাকে বল্লে কাউণ্ট মহাশয় সব কথা শুনে একটু মিচকে হেসে বল্লে তার জন্য আর ভাবনা কি, আমি আজি সেই পান্থশালা হতে আনচি। আচ্ছা তার নাম কি? ব্লানেকের মুখে শুনেছি তার নাম চার্লস ষ্টামোর। ঘাড় হেট করে তার ছোট কন্যাটী উত্তর কল্লে, কাউণ্ট মহাশয় একটু আনন্দের হাসি হেসে বল্লেন; এক রকম যা হোক ভাল হলো ব্লানেকের জন্য আর আমাকে বর খুজতে হলো না। আমিও ব্লানেকের মলিন মুখ দেখে মনে মনে ভাবছিলাম যে অবশ্য এর কিছু কারণ আছে, আজ তোমার মুখে সব শুনে বুঝতে পাল্লাম। যাই হোক তুমি গিয়ে ব্লানেককে ভাবতে বারন কর, আমি আজি গিয়ে সেই পান্থশালা হতে সেই যুবককে নিয়ে আসচি। কাউণ্টের ছোট কন্যাটী আর কোন কথা না করে সেই কক্ষ হতে বিদায় হলো। তিনি গাড়ি তৈয়ারি কত্তে হুকুম দিলেন গাড়ি জোতা হলে তিনি সেই গাড়ি করে ষ্টামোরকে আনবার জন্য যাত্রা কল্লেন।

প্রায় দুই ঘণ্টার পর কাউণ্ট মহাশয়ের গাড়ি সেই পান্থশালার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলো, তিনি ষ্টামোরের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করে সব কথা খুলে বল্লেন, শুনে ষ্টামোর্ যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন।

ষ্টামোরের জ্বর অনেকটা কমে ছিল কিন্তু ব্ল্যানেকের চিন্তায় চিন্তিত হয়ে কিছুতেই সুস্থ হতে পাচ্ছিলেন না। আজ ব্ল্যানেকের সুসংবাদ শুনে নিতান্ত প্রীত হলেন। বিশেষ ব্ল্যানেক যে ঈদৃশ মহৎ বংশ সম্ভূতা জানতে পেরে তার অন্তর আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ কাউন্ট মহাশয়ের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আদ ঘণ্টার মধ্যে সেই হোটেলের হিসাব পত্র ঠিক করে তাদের টাকা দিয়ে সেই গাড়িতে চড়ে কাউন্ট মহাশয়ের বাড়ি উদ্দেশে যাত্রা কল্লেন। যথা সময়ে এসে পৌছিলেন, ব্ল্যানেক ষ্টামোরকে দেখে নিতান্ত প্রীত হলো, উভয়ের চারি চক্ষে সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়ের জ্বলন্ত আগুনে জল পড়লো। কাউন্ট মহাশয় ষ্টামোরকে এনে ব্ল্যানেককে দু একটী মিটে কড়া গোছের পরিহাসের লোভ সম্বরণ কত্তে পাল্লেন না। ব্ল্যানেক লজ্জিতা হয়ে ঘাড় হেঁট করে রইলো, কোন কথার জবাব দিতে পাল্লে না।

পূর্ব্ব হতেই উভয়ের মন উভয়ের কাছে বাঁধা পড়েছিল এখন ক্রমে সেই ভাবের পাকাপাকি হলো। কাউন্ট মহাশয় ষ্টামোরের পরিচয় পেয়ে নিতান্ত প্রীত হলেন। তার আর ব্ল্যানেককে ষ্টামোরের করে অর্পণ কর্ব্বার কোন বাধা রইলো না।

ব্ল্যানেকের মাসীরা উভয়ের অনুরাগের লক্ষণ দেখে ব্ল্যানেককে সুখী কর্ব্বার জন্য কাউন্ট মহাশয়কে বিবাহ দিতে অনু-

বোধ কল্লে। যথাকালে পাদরি এসে দম্পতি যুগলকে শুভ পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ কল্লেন। ব্লানেকের আশাতরু ফলে ফুলে সুশোভিত হলো। অমাবস্যার পর পূর্ণিমার ন্যায়, শীতের পর বসন্তের সম ব্লানেকের দুঃখের দিন গিয়ে সুখের সময় সমাগত হলো। তিনি মনের মত পতি পেয়ে সুখের সাগরে সন্তরণ দিতে লাগলেন। কাউণ্ট মহাশয় আপন নাতিনীকে অনেক ধন যৌতুক দিয়াছিলেন এবং একটী বাগান বাড়িও তার সঙ্গে দান কল্লেন। নব দম্পতি যুগল সেই নূতন বাড়িতে গিয়ে মনের সুখে দিনপাত কর্ত্তে লাগলো।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মুক্তি।

ফাঁদ পেতে কার সাধ্য ধরে চাঁদে।
লতাপাশে কি কেউ হাতিয়ে বাঁধে॥

বেলা প্রায় ৫টার সময় ম্যাকেয়ারকে নিয়ে জেলখানার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলো, অমনি প্রচণ্ড শব্দে সেই লৌহের দরজা খোলা হলো, রক্ষকদল জেল কর্ত্তার করে ম্যাকেয়ারকে অর্পণ করে বিদায় হলো।

ফরাসি রাজ্যের মধ্যে এই জেলটি নিতান্ত দৃঢ় ও চতুর্দ্দিকে পরিখা বেষ্টিত। রাজ বিদ্রোহি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধিদের

এই জেলে রাখা হয়। জেলখানা মধ্যে প্রশস্ত প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের পর খুব একটা বড় ঘর, সেই ঘরে একটা প্রস্তরের টেবিল রয়েচে তার উপর লেখবার উপকরণ রয়েচে, কয়েদিরা ইচ্ছা কল্লে পত্র লিখে আপনাদের আত্মীয়ের কাছে পাঠাতে পারে। সেই বড় ঘরের চারিদিকে পায়রা কুঠারির মত ছোট ছোট কুটুরি, সব কুটুরির দোর খুব মোটা লোহার গরাদের দ্বারায় নির্ম্মিত।

জেলকর্ত্তা আপন খাতায় ম্যাকেয়ারের বিষয় লিখে নিয়ে একটা কুটুরি খুলে দিয়ে বল্লে এখানে তুমি রাত্রবাস কর। তার পর কাল সকালে তোমার যা খেতে ইচ্ছা যাবে তার খরচ দিলে আমার চাকরে এনে দেবে। এই কথা বলে একটা বাতি জেলে দিয়ে সেই লোহার দরজায় চাবি দিয়ে প্রস্থান কল্লে।

ম্যাকেয়ার সেই ঘরে প্রবেশ করে দেখলে সেই ঘরে কড়ি কিংবা বরগার নাম নাই, ছাতটা খিলানের; দেয়াল গুলো ঘোর কালো রং দোয়া ও খুব উচুতে একটী ছোট জানলা তাতেও মোটা মোটা লোহার গরাদে দেওয়া। ঘরের এক পাশে এক খানা লোহার খাট তার উপর একখানা সামান্য তোষক পাতা ও বেশ ফরসা মোটা চাদর তার উপর পাতা আছে।

ম্যাকেয়ার সেই ভয়ানক ঘরের মধ্যে গিয়ে সেই বিছানায় বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো। কিছুতেই আর সুস্থ হতে পাল্লে না, সমস্ত রাত্রি সেই বিছানার উপর ছট্‌ফট করে রাত্রি কাটালে।

সকালবেলা জেল রক্ষক এসে দরজা খুলে দিলে ম্যাকেয়ার

বাইরে এসে সেই বড় ঘরটায় বসলো। দাম দিয়ে নিকটস্থ হোটেল হতে কিছু খাদ্য দ্রব্য এনে খেলে, এমন সময় একজন রক্ষক একজন খুব বড়মানুসি ধরণের পরিচ্ছদধারি ভদ্রলোককে সঙ্গে করে সেই খানে এসে বল্লে, এই স্থানে ম্যাকেয়ার আছে। আপনার যদি কোন কথা থাকে তা কইতে পারেন, এই কথা বলে সেই রক্ষক প্রস্থান কল্লে।

ম্যাকেয়ার সেই লোককে দেখিবামাত্র চিনতে পাল্লে আনন্দচ্ছটা তার মুখমণ্ডলে উদিত হলো, তিনি কর মর্দ্দন করে বল্লেন, আমি তোমার কাছে সংবাদ পাঠাবো বলে মনে কচ্ছিলাম, কিন্তু আমি মেঘ না চাইতে জল পেলাম। সেই লোকটী উত্তর কল্লে আজ সকালে তোমার বিপদের কথা শুনলাম, শুনেই তোমার কাছে আমি এসেচি, যাই হোক আর তোমাকে এ স্থানে রাত্রবাস কর্ত্তে হবে না। এখানে কি কোন নির্জ্জন স্থান নাই? আছে, বলে ম্যাকেয়ার তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সেই কুটুরির মধ্যে প্রবেশ কল্লে। তার পর দুজনে সেই বিছানার উপর বসে প্রাণ খুলে কথা বার্ত্তা কইতে লাগলো। ম্যাকেয়ার বল্লে মেগনিং তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু, যেহেতু এই বিপদের সময় তুমি আমার উপকার কর্ত্তে এসেচো। মেগনিং উত্তর কল্লে আগে তোমাকে মুক্ত করি। তার পর যদি ইচ্ছা হয় আমাকে সুখ্যাতি ক'রো।

ম্যাকেয়ার। মুক্ত কর্ব্বার সব সরঞ্জাম কি এনেচো?

মেগনিং। তা না নিয়ে কি কেবল রূপ দেখা দিতে এলুম, এই কথা বলে ১টী ছোট পুটুলি ম্যাকেয়ারের হাতে দিলে। ম্যাকেয়ার সেই পুটুলি রেখে দিয়ে বল্লে তুমি তাহলে কোথায় থাকবে?

মেগনিং। আমি একখানা গাড়ি নিয়ে ঐ পোলের পাশে থাকবো। আরো আমাদের দুজন বন্ধু দুটো ফটকের সামনে থাকবে। আমি বাহির হতে যখন শিশ দোবো, সেই সময় তুমি কাজ আরম্ভ কর্ব্বে। এখন তাহলে আমি আর বেশি বিলম্ব কর্ব্বোনা। কি জানি কেউ যদি কোন রূপ সন্দেহ করে তাহলে সব মাটী হবে।

ম্যাকেয়ার। তাহলে কত রাত্রে তুমি আসবে।

ম্যাগনিং। রাত্র ১১টার পর আমি আসবো তুমি এর মধ্যে ভেতরের কাজ গুলো সব সেরে রেখো। এই কথা বলে সেই লোকটা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই লোকটা বলে গেলে পর ম্যাকেয়ার পুনরায় গভীর চিন্তায় মগন হলো এমন সময় সেই জেল রক্ষক সামান্য কিছু খাদ্য ও এক গেলাস জল নিয়ে প্রবেশ কল্লে।

ম্যাকেয়ার খেয়ে দেয়ে পুনরায় চিন্তায় মগন হলো। দেখতে দেখতে সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়া অবলম্বন কল্লেন। পদ্মিনী সতি পতি বিরহে ম্লান হলো। পক্ষিকুল আকুল হয়ে স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাগমন কল্লে, প্রসূণচয় হাস্য মুখে প্রকৃতি সতীর অভ্যর্থনা কত্তে লাগলো। ঐ সে অন্ধকার এসে ধরণীকে আক্রমণ কল্লে।

সন্ধ্যা থেকে আকাশে মেঘাচ্ছন্ন হলো, কড় কড় রবে বজ্র-ধ্বনী হতে লাগলো, মধ্যে২ বিদ্যুতের উদয়ে সমগ্র জগৎ উদ্-ভাসিত হতে লাগলো। ফলতঃ খুব দুর্য্যোগের রজনী বলে বোধ হতে লাগলো।

রাত্রি নয় টার সময় জেল রক্ষক এসে কয়েদিদের যে বার কুঠারিতে পুরে চাবি দিলে স্থানে স্থানে নিয়ম মত পাহারা বসলো। ম্যাকেয়ার যখন একাকী হলো সেই সময় সেই মেগনিং প্রদত্ত সেই পুটলিটা খুলে দেখতে লাগলো। দেখলে তাতে গোটা দশেক বড় পেরেক একটা ছোট হাতুড়ি ও এক খান ভালো উকো রয়েচে, এই সরঞ্জাম গুলি দেখে ম্যাকেয়ার মনে মনে খুব খুসী হলো। নিতান্ত অধৈর্য্য হয়ে কেবল সময় প্রতীক্ষা কত্তে লাগলো।

দেখতে২ ১০ টা বেজে গেল মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্চে হু হু করে ঝড় বইচে ফুট ফুটে অন্ধকার, এমন সময় ম্যাকেয়ার শয্যা হতে উঠলো। একবার যেমন কড় কড় করে বজ্রধনী হয় অমনি সেই ঘরের দেয়ালে একটা করে পেরেক মারে, এই রকমে গোটা দুই পেরেক মেরে সেই জানলার কাছে উপস্থিত হয়ে গরাদে ধল্লে। গরাদে ধরেই সেই উকো দিয়ে ফস ফস করে দুটো গরাদে কেটে ফেলে সেই বিছানার চাদরখানা পাকিয়ে তাতে বেধে চুপ করে বসে রইলো। প্রায় ১৫ মিনে- টের পর বাইরে থেকে শীশের শব্দ শুত্তে পেলে। অমনি আর ক্ষণবিলম্ব না করে সেই ভাঙা গরাদে দিয়ে গলে গিয়ে সেই চাদর ধরে ঝুলে পড়লো, যেই একটা বজ্রধনী হলো অমনি হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়লো, কাজেই কেউ আর কোন শব্দ টের পেলে না। মাটিতে পড়েই ম্যাকেযার বাকী পেরেক এক একটা পুতে তার উপর পা দিয়ে উচু পাঁচিলের উপর উঠে দেখলে যে ঠীক প্রাচীরের ধারে এক গাড়ি দাঁড়িয়ে

আছে। একটা বিদ্যুতের আলোয় মেগনিং ম্যাকেয়ারকে দেখতে পেয়ে হাত তালি দিলে আর একটা লোক গাছের আড়াল থেকে একটা বাঁশ কাঁদে করে এলো। এসেই তারা দুজনে সেই বাঁশটা প্রাচীরের কাছে ঠেস দিয়ে নিচেতে দুজনায় খুব জোরে ধরে রইলো। ম্যাকেয়ার সেই বাঁশ ধরে সড় সড় করে নেবে এলো। তার পর যেই মাটিতে পা ঠেক্‌লো অমনি গাড়িখানা এগিয়ে নিয়ে এলো। ম্যাকেয়ার অমনি বাঘের ন্যায় লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। ইঙ্গিত মাত্রেই গাড়োয়ান অমনি নক্ষত্রের ন্যায় গাড়িখানা হাঁকিয়ে দিলে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

জোঁকের গায়ে জোঁক।

মিলন সতত হয় উত্তম উত্তমে।

কোথায় মিলন হয় উত্তম অধমে॥

ম্যাকেয়ার লণ্ডন পরিত্যাগ করিলে কাউণ্ট বাহাদুর সদাগর মহাশয়ের বাটীতে বাস কর্ত্তে লাগলেন, কিন্তু ওরূপ বন্ধুকে হারা হয়ে তার প্রাণ নিতান্ত অস্থির হয়ে উঠলো। তিনি অস্থির মনকে সুস্থির কর্ব্বার জন্য মনে মনে শত শত উপায় স্থির কর্ত্তে লাগ্‌লেন; কিন্তু একটীও মনোমত হলো না। অবশেষে লণ্ডনের

নিকটস্থ কোন পল্লিগ্রামে বেড়াতে গিয়ে প্রকৃতির শোভা দর্শনে চিত্ত বিনোদন কর্ত্তে কৃত সঙ্কল্প কল্লেন

একদিন প্রাতঃকালে কাউন্ট স্বীয় মনগত ভাব সদাগর মহাশয়ের নিকট ব্যক্ত করিলেন। সদাগর পত্নি তাঁহাকে গ্রিন উইচে * যাইতে উপদেশ দিলেন, এবং তথাকার উত্তম উত্তম হোটেলের বিষয় বর্ণনা করিয়া তাহার লালসা আরো বৃদ্ধি করিলেন। তাহার পর দিন কাউন্ট বেশ ভূষায় ভূষিত হয়ে গ্রিন উইচ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ক্রমে টেম্‌স নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং নদী পার হইবার জন্য জাহাজে আরোহণ করিলেন। জাহাজের কেবিনে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে একজন ভদ্র পরিচ্ছদধারী ব্যক্তি অনন্য মনে ধুম পান করিতেছে কাউন্ট প্রবিষ্ট হইবামাত্র ঐ ব্যক্তি তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় আপনাকে বিদেশী বলে আমার বোধ হচ্চে আপনি কত দিন এই সহরে পদার্পণ করেচেন?

কাউন্ট। আমি অল্প দিন এখানে এসেচি ফরাসি দেশ আমার জন্মস্থান, এই আমার কার্ড দেখুন। এই কথা বলে পকেট থেকে সোণার জল দেওয়া এক খানা কার্ড সেই ভদ্র লোকটীর হাতে দিলেন। সেই লোকটি কার্ড দেখে বিস্মিত হয়ে আরো ভদ্রভাবে বল্লে, মহাশয় একজন কাউন্ট আমার সৌভাগ্য বশতঃ আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির সহিত আলাপ হলো। আমিও এই সহরের একজন খুব ধনী সদাগর এই আমার কার্ড

* লণ্ডনের নিকটস্থ পল্লিগ্রাম।

দেখুন। কাউন্ট দেখিলেন যে সেই কার্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"অকটিভোলিন্‌ডসি।"

ক্রমে দুজনে সদালাপে প্রবৃত্ত হলেন। লিন্‌ডিসি বল্লে, এই লণ্ডন সহর বড় মজার যায়গা, এখানকার মতন ফেলোয়া কার-বার আর কোন দেশে হয় না। যদি কিছু পয়সা থাকে তা হলে এখানে স্বর্গভোগ হয়। এইরূপে বক্তা লণ্ডনের খুব সুখ্যাতি কত্তে আরম্ভ কল্লে, কাউন্ট হাঁ করে সব শুনতে লাগলো এবং মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে তার কথার পোষকতা কত্তে লাগলেন; এমন সময় জাহাজের ভাড়া আদায় কত্তে লোক এলো। কাউন্ট মনি-ব্যাগ খুলে ভাড়া দিলেন, ভাড়া দোবার সময় তার নুতন বন্ধু মাথা উচু করে দেখলে যে মণিব্যাগে প্রায় ১০।১৫টি সভারং * রয়েচে। সলতে উস্‌কে তেল মুখো করে দিলে প্রদীপ যেমন উজ্জ্বল হয় কাউন্টের নিকট সভারং গুলি দেখে এই অপরিচিত ভদ্রলোকের মুখ খানি আনন্দে তেমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি পূর্ব্বের অপেক্ষা আরো আত্মীয় ভাবে কথা বার্ত্তা কইতে লাগলেন। যতদূর সম্ভব অমায়িকতা জানাতে কুণ্ঠিত হলেননা। অবশেষে খুব সম্ভ্রের সহিত জিজ্ঞাসা কল্লেন, আপনি কি গ্রিন উইচে যাবেন।

কাউন্ট। হা কৌতূহল পরবশ হয়ে সেই স্থান দেখ্‌বার জন্য তথায় যাচ্চি। উত্তম করেচেন। গ্রিন উইচে দেখবার জিনিস অনেক আছে। আমিও সেইখানে যাচ্চি। আমার সঙ্গে অনেক সম্ভ্রান্ত হোটেল ওয়ালার আলাপ আছে; মহাশয়ের

* এক সভারং আমাদের দেশে প্রায় ১৪ টাকা।

ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যাতে বিন্দুমাত্র না কষ্ট হয় আমি সে পক্ষে নিয়ত যত্নবান্ হবো। কাউন্ট সহসা এরূপ উপযুক্ত বন্ধু পেয়ে নিতান্ত আনন্দিত হলেন। উভয়ে খুব গম্ভীর ভাবে নিজের পদমর্য্যাদা বজায় রেখে খুব সাবধানের সহিত নানা রকম কথা বার্ত্তা কইতে আরম্ভ কল্লে।

ক্রমে দেখতে দেখতে জাহাজ পর পারে গিয়ে উপস্থিত হলো। পিপ্ড়ার সারের ন্যায় আরোহীগণ পালে পালে অবতরণ কর্ত্তে লাগলো। ক্রমে আমাদের কাউন্ট ও তার নুতন বন্ধু জাহাজ ত্যাগ করে বরাবর এক হোটেল উদ্দেশে যাত্রা কল্লে।

প্রায় দশ মিনিটের পর তারা দুজনে এক বড় হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলো হোটেলের ভৃত্য নিকটে এলে নুতন ভদ্র লোকটী বড়লোকদের ন্যায় খানা হুকুম কল্লে, এবং তার সঙ্গে দু বোতল স্যাম্পিং আনতে বলে দিলে। কাউণ্টের পাঁচ পাঁচি ভাবের খানা খাবার ইচ্ছা ছিল, কাজেই এই হুকুম দেওয়া দেখে একটু যেন বিরক্ত হলেন। ঐ ভদ্রলোকটী তাঁর প্রতি একটু কটাক্ষ করে বল্লে, মহাশয় আজিকার খানায় যত খরচ আমি তা সব দিবো। আমার বড় ভাগ্য যে একজন কাউণ্ট আমার সঙ্গে খানা খাচ্চে। অপরিচিত ভদ্রলোকটীর এরূপ সৌজন্যতায় তিনি নিতান্ত প্রীত হলেন এবং তাঁকে মহৎ বংশীয় বলে স্থির বিশ্বাস হলো।

ক্রমে খানা ও মদ টেবিলে এসে হাজির হলো। উভয়ে কাঁটা চামচে হাতে নিয়ে তাদের ধ্বংস পুরে পাঠাতে আরম্ভ কল্লেন, মাঝে মাঝে মদ ও খুব চলতে লাগলো। দেখতে দেখতে

বোতল ছুটো থালি হয়ে আদুরে ছেলের মতন মেঝের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগলো। আর একটা ব্রাণ্ডি এঁসে তার স্থান অধিকার কল্লে। ছু চার গেলাস ব্রাণ্ডি খেয়ে কাউণ্ট বাহাদুর বেশ পেকে টুস টুসে হলেন। মুখে রাজা উজির মাস্তে আরম্ভ কল্লেন; হাত পা গুলি ক্রমে নিতান্ত অবাধ্য হয়ে উঠলে।

অপরিচিত ভদ্রলোকটী ঠিক অবসর বুঝে এক গেলাস মদ ঢেলে তাতে কি একটু সাদা গুড়ো মিশিয়ে কাউণ্টের মুখের কাছে ধরলে, কাউণ্ট অমনি, সোনা হেন মুখ করে খেয়ে ফেল্লেন কিন্তু গেলাস রাখতে না রাখতে অমনি মেজের উপর সটাং চোদ্দ পোয়া হলেন। সঙ্গের ভদ্রলোকটি অমনি তাড়া-তাড়ি ধরে একখানা সোফার উপরে শোয়ালে এবং সেই কটি সভারং ঘড়ি চেন ও আংটি বার করে নিজের পকেটে রাখলে, এবং এক টুকরা কাগচ নিয়ে একখানা চিটি লিখে কাউণ্টের কাছে রেখে দিয়ে ভৃত্যকে আহ্বান কল্লে, ভৃত্য গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হলে তাকে বল্লে, দেখ আমার এই বন্ধুর নেশা হওয়ায় ইনি আজ এখানে রাত্রবাস কর্ব্বেন। কল্য সকালে তোমাদের সমস্ত টাকা দিয়ে হোটেল থেকে যাবেন। আমাকে ইনি নিমন্ত্রণ করে এখানে এনেছিলেন। আমি আর অপেক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বোনা। তোমরা একে আজ রাত্রে আর কোন প্রকারে বিরক্ত করোনা। 'ইনি এক জন খুব বড় লোক সকালে নিশ্চয় তোমাকে বিশেষ পুরস্কার দেবেন। ভৃত্য যে আজ্ঞে বলে সে স্থান পরিত্যাগ কল্লে। ভদ্রলোকটী ও আর দেরি না করে নিজের গন্তব্য স্থানে গমন কল্লেন।

কাউন্ট কুম্ভ কর্ণের ন্যায় গম্ভীর নিদ্রায় অভিভূত হলো। ক্রমে রজনী দেবী ধরণী পরিত্যাগ কল্লেন। সিমন্তিনীর সিমন্তে সিন্দুর বিন্দুর ন্যায় উষার ললাটে শুখ তারা উদিত হলো। শীতল প্রাত সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়ে সুপ্ত জগতকে জাগ্রত কত্তে আরম্ভ কল্লে, নানা জাতি পক্ষীর কূজন প্রভাতিক সঙ্গিত বলে অনুমিত হতে লাগলো। শশাঙ্কের ম্লানমূর্ত্তি দর্শনে তারাগণ লজ্জায় একে একে অন্তর্দ্ধান হলেন। পদ্মিনী সতী হাস্য ভয়ে সরসিতে বিকশিত হলো। মধুপ কুল আকুল হয়ে পরিমল পানে প্রবৃত্ত হলো, মার্ত্তণ্ড দেব ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রক্তিমাবরণ ধারণ কল্লেন ক্রমে অন্ধকার রাশি অপনীত হওয়ায় আলোক মালা তার স্থান অধিকার কল্লে।

দেখতে দেখতে বেলা আট্টা বেজে গেল, সূর্য্যকিরণ গবাক্ষ পথ ভেদ করে গৃহ মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে লাগলো এমন সময় কাউন্টের নিদ্রা ভঙ্গ হলো। তিনি আরক্ত নয়নে সোফার উপর উপবেশন কল্লেন। তাঁর সমস্ত শরীর যেন ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে, উঠে দাঁড়ালে মাথা যেন ঘুরে পড়ে, সর্ব্বাঙ্গ অবশ ও দারুণ পিপাসায় কণ্ঠ অবধি যেন বিশুষ্ক হতে লাগলো। তিনি উদাস নয়নে গৃহের চতুর্দ্দিকে দেখতে লাগলেন, ও গত রজনীর ঘটনা বলী স্মরণ কর্ত্তে চেষ্টা কল্লেন, এমন সময় এক বাটি গরম চা হাতে নিয়ে হোটেলের ভৃত্য সেই গৃহে উপস্থিত হলো। কাউন্ট তৃষ্ণার ঝোকে সেই চা পান কল্লেন, শরীর ও একটু সুস্থ হলো, তিনি বেলা কত ঠিক কর্ব্বার জন্য পকেটে হাত দিলেন। কিন্তু ঘড়ি না পেয়ে নিতান্ত বিস্মিত হলেন, তার পর দেখলেন

মণিব্যাগ আংটী কিছুই নাই। কাউণ্টের মুখ শুকিয়ে গেল তিনি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে হাঁ করে ভাবতে লাগলেন। এমন সময় দেখলেন যে টেবিলের উপর একখানা পত্র রয়েচে, মনের আবেগে পত্রখানা হাতে নিয়ে দেখলেন যে তাতে তাঁর নাম লেখা, তিনি কম্পিত করে পত্রখানা খুললেন তাতে এই লেখা ছিল।

কাউণ্ট মহাশয়!

শনিবার রাত্র ১১।১০ মিনিট—

আমি আপনার চোখ দেখে আপনাকে চিনিয়াছি। আপনি যেমন কাউণ্ট আমিও সেই রকম সদাগর, কাজেই জলে জল মেশার স্থায় আমাদের দুজনার বন্ধুত্ব হওয়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ আমরা দুজনে এক ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া হোটেলের সমস্ত বিল পরিষ্কার করিবেন, আমি অনুগ্রহ করিয়া মহাশয়ের মণিব্যাগ ঘড়ি ও আংটী গ্রহণ করিয়া আপনাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছি। উক্ত দ্রব্য গ্রহণ সম্বন্ধে আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই কেবল মহাশয়কে আমার পরিচয় দিবার জন্য এ প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। বিশেষ যে যেরূপ ব্যক্তি তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য। আপনি আমার উপর বিরক্ত হবেন না। সাক্ষাৎ হইলে আর বিষয় নিবেদন করিব।

অনুগত ভৃত্য

অকটি ভোলিনস্‌ডি।

বেটা বদমাইস চোর প্রভৃতি গালাগালি দিতে দিতে কাউণ্ট

বাহাদুর পত্রখানা টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেল্লেন, কিন্তু মনে আর এক ভাবনা উপস্থিত হলো সঙ্গে এক পয়সা ও নেই, কি করে হোটেলের দেনা পরিষ্কার করে লণ্ডনে ফিরে যাবেন। সত্য কথা বল্লে কেহই বিশ্বাস কর্ব্বে না, তাকে সব টাকা দিতেই হবে। এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে শেষে সদাগর মহাশয়কে পত্র লিখে টাকা আনানো স্থির কল্লেন, কারণ ইহা ব্যতিত আর কোন উপায় দেখলেন না। শেষে হোটেলের ভৃত্যকে ডেকে একখানা পত্র লিখে লণ্ডনে পাঠালেন। বেলা প্রায়১টার সময টাকা নিয়ে লোকটা ফিরে এলো। কাউন্ট বাহাদুর তখন বাপের সুপুত্র হয়ে সমস্ত টাকা চুকিয়ে দিয়ে মুখখানি চুণ করে সেখান থেকে যাত্রা কল্লেন। পথে আসতে আসতে ভাবতে লাগলেন যে লণ্ডনেও মানুষের মতন মানুষ আছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

হরিষে বিষাদ।

সব আশা দূরে গেল, প্রেম জাল ছিন্ন হলো,
আনন্দ উৎসাহ হয়ে ডুবিল অতলে।
এ জীবনে কিবা ফল, ভখিব এবে গরল,
সে বিনা সব শূন্য এই ধরাতলে॥

উপরোক্ত ঘটনার তিন দিন পরে প্রাতঃকালে সদাগর

মহাশয় সপরিবারে বসে অগ্নি সেবা কচ্চেন, পাঁচ রকম খোস্ গল্প চলচে, এমন সময় সদর দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত শব্দ শোনা যেতে লাগলো দরোয়ান দোর খুলে দেবা মাত্র লম্বা লম্বা পা ফেলে ম্যাকেয়ার সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ কল্লে।

ম্যাকেয়ারকে দেখে সদাগর অভ্যর্থনা করে বসালে মেঘ মুক্ত শশী সম মেরিয়ার মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কাউন্ট প্রাণের বন্ধুর সহিত কর পিড়ন করে মনের স্ফর্ত্তি প্রকাশ কল্লে, ফলতঃ সেই গৃহের মধ্যে আনন্দের লহরী খেলতে লাগলো সকলেরই আন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হলো।

পরস্পর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হবার পর মেরিয়ার বিবাহের কথা উঠলো। সদাগর মহাশয় বল্লেন "যখন মনের আর কোন গোল নেই, সকল কথাই ধার্য্য হয়ে গেছে তখন আর বিলম্ব কর্ব্বার আবশ্যক নাই। আমার ইচ্ছা যে আগত পরশ্ব দিনে এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করি। ম্যাকেয়ার খুব গম্ভীর ভাবে উত্তর কল্লে " আপনার যাতে মত আমার তাতে অনিচ্ছা হবার কোন কারণ নেই, সদাগর মহাশয়ের স্ত্রী আনন্দের সহিত স্বামীর মতের পোষকতা কল্লেন মেরিয়ার মুখ মণ্ডল লজ্জায় রক্তিমাবরণ ধারণ কল্লে, তিনি ঘাড় হেট করে মৌনভাবে নিজের সম্মতি জ্ঞাপন কল্লেন।

কাজেই সদাগর মহাশয়ের বাড়িতে বিবাহের ধুম পড়ে গেল। ভৃত্যগণ বাড়ি ঘর সব ভাল করে সাজাতে আরম্ভ কল্লে, সহরের প্রধান প্রধান ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হলো, নানা প্রকার উপাদেয় খানার আয়োজন

হতে লাগলো ; নানাপ্রকার কাজে চাকর বাকরদের নিশ্বাস ফেল বার সময় রইলো না।

ক্রমে বিবাহের দিন সমাগত হলো। প্রাতঃকাল হতে সদাগর মহাশয়ের বাটী গুলজার হয়ে উঠলো। বিচিত্র বসন ভুষণে ভুষিত হয়ে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা একে একে আসতে লাগলেন। রূপ যৌবন সম্পন্না শেতাঙ্গি মহিলারা এসে জুট-লেন। সদাগর মহাশয়ের বাড়ি নক্ষত্র শোভিত বিমল আকা-শের ন্যায় পরিদৃশ মান হতে লাগলো।

মেরিয়ার ক্ষুদ্র হৃদয় খানি আজ আনন্দে পরিপূর্ণ হলো। তিনি বিবাহের উপযোগী বিচিত্র বসন ভুষণে ভুষিত হয়ে শিশির বিধৌত কমলের ন্যায় শোভা বিস্তার কত্তে লাগলেন। ম্যাকেয়ার ও বর সাজে সজ্জিত হলো। সব ঠিক ঠাক কেবল গির্জ্জায় গিয়ে দুই হাত, এক হলেই হয়। সবান্ধবে গির্জ্জায় যাবার জন্য সদাগর মহাশয় ভাড়াটে গাড়ি আত্তে পাঠাইয়া-ছেন, গাড়ি এলেই বর কনে নিয়ে সকলে যাত্রা কর্ব্বে।

বারনার্ড এক সুট নুতন পোষাক পরে কতক্ষণে গাড়ি আসে তাই দেখবার জন্য খড় খড়ি খুলে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দেখলে যে একখানা গাড়ি এসে দরজায় লাগলো, এবং এক জন ভদ্রলোক তা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ কল্লে। বারনার্ড দেখবা মাত্র সেই ভদ্রলোকটীকে চিত্তে পাল্লে অমনি তাড়াতাড়ি ম্যাকেয়ারের কাছে এসে কানে কানে বল্লে " চার্লস টামোর আসবে, এই কথা শুনেই ম্যাকেয়ারের বুক ধড়াস করে উঠলো। সহসা মুখখানি শুকিয়ে

গেল, তিনি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে মুহুর্ত্ত মাত্র চিন্তা কর্ত্তে লাগলেন; কিন্তু তখনি মতলব ঠিক করে সমাগত ভদ্রলোক-দের নিকট বিদায় নিয়ে স‍ঁা করে নিচে নেবে গেল্লেন। ঠিক সিঁড়ির কাছে ষ্টামোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। ষ্টামোর অমনি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় হুংকার দিয়ে বল্লে " বদমাইস খুণে ডাকাত, এইবারে কে তোকে রক্ষা কর্ব্বে ? আমি অনেক কষ্টে তোর চাতুরি জাল ছিন্ন কর্ত্তে সক্ষম হয়েচি। ম্যাকেয়ার ভিজে বিড়ালটীর মতন খুব বিনীতভাবে বল্লে আমি জানি যে তুমি আমার সব জাস্তে পেরেচো, কিন্তু ভেবে দেখ আমার অনিষ্ট কল্লে তোমার কি ফল হবে; এ যাত্রা আমাকে ক্ষমা কর। অগ্নিতে আহুতি পড়লে যেরূপ হয়, সেইরূপ ভাবে ষ্টামোর উত্তর কল্লে, তোকে ক্ষমা কর্ব্বো। তুই কি সেই নিরাশ্রয়া নিরাপরাধি বৃদ্ধকে ক্ষমা করেছিলি ? তোর কথায় বিশ্বাস করে যে তোদের সেই আড্ডায় রাত্রবাস করেছিলো, তাকে তোরা নিষ্ঠুরের ন্যায় হত্যা করেছিলি। এ সংসারে তুই আমার একমাত্র শত্রু, তোকে ক্ষমা করা আমার সাধ্যাতিত। ম্যাকেয়ার সেইরূপ ভাবে বল্লে, "দেখ কার্য্য গতিকে আমি তোমার শত্রু হইয়াছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই।

ষ্টামোর। রে নর পিশাচ ! এজগতে তুই আমার যত অনিষ্ট করেচিস, এত আর কেহই আমার করে নাই। তুই আমার সকল প্রকার সর্ব্বনাশের মূল। তোরি জন্য আমি সংসারে অসুখি। তুই সেই বনের মধ্যে কার হোটেলে আমার পিতাকে হত্যা করে তাঁর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেচিস। আমি পেরিসে গিয়ে

তোর ঐ সঙ্গির কাছে আমার পিতার ঘড়ির চেন দেখে এসেচি, বিশেষ সেই হোটেলের মাগী আমাকে সব কথা বলেচে।

ষ্টামোরের কথা শুনে ম্যাকেয়ারের আপাদ মস্তক কেঁপে উঠলো, তাঁর সমস্ত ধৈর্য্য হঠাৎ কর্পূরের ন্যায় উঠে গেল, আর তাঁর দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা রইলো না। তিনি অমনি বসে পড়ে ষ্টামোরের পা দুটো জড়িয়ে বল্লে, তুমি আমায় অন্যায় সন্দেহ কচ্চ। তুমি যে সব কথা বল্লে, তার আমি কিছুমাত্র জানিনা। বোধ হয় আমার কোন শত্রু মিথ্যা কথা বলে তোমায় নম ভায় করিয়েছে।

ষ্টামোর। আর তোকে মিথ্যা বাক্যে আমাকে প্রবোধ দিতে হবে না। আমি নিজে সেই বনে গিয়াছিলাম। সেই পল বেটা পিতার ন্যায় আমাকেও খুন কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিলো। আমি কেবল বাহুবলে সেই দুরাত্মাকে বধ করে আত্মরক্ষা করেচি। এইবার তোকে ফাঁসিকাটে তুলে মনের সকল জ্বালা দূর কর্ব্বো।

ষ্টামোরের কথায় ম্যাকেয়ারের মুখ শুকিয়ে গেল বুক গুর্ গুর্ কর্ত্তে লাগলো তার চক্ষে চতুর্দ্দিক অন্ধকার বলে বোধ হতে লাগলো মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনরায় আত্মসংযম করে তেমনি পা দুটো জড়িয়ে কাকুতি মিনতি করে বল্লে আমাকে আজ রক্ষা কর। এতো লোকের সামনে আমাকে অপমান কোরো না। আমি তোমার শরণাগত হলুম ; আমার প্রতি দয়া কর, ইত্যাদি সাধ্য সাধনা কচ্চে, এমন সময় সদাগর মহাশয় এসে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। তিনি এই অভিনয় দৃশ্য দেখেই অবাক, কেন যে

তার ভাবি জামতা ষ্টামোরের পায়ে ধরে তোষামোদ কচ্চে, তার কিছুই বুঝতে পাল্লেন না। ম্যাকেয়ার সদাগর মহাশয়কে দেখে ষ্টামোরের পা ছেড়ে দিয়ে ঘাড়টি হেট করে লক্ষ্মী ছেলে-টীর মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সদাগর মহাশয়কে আসতে দেখে ষ্টামোর একটু মিচ্‌কে হেসে তাঁকে সম্বোধন করে বল্লে মহাশয় আপনার এই সম্ভ্রান্ত জামতাটী ফরাসি দেশের একজন বিখ্যাত ডাকাত এবং খুণে। এই বেটার নাম ববার্ট ম্যাকেযার। এবং এর একজন সঙ্গি পুলিসের ভয়ে পেরিস হতে ফেরার হয়ে এখানে এসে নাম বদলে জাল লিবু হয়ে আপনার সর্ব্বনাশ কচ্চে। এই বেটাই পেরিসে আমাদের মেল গাড়ি লুট করে-ছিলো। যার ভয়ে পেরিসের সকলে কম্পিত হতো সেই বিখ্যাত ডাকাত বেটাই আপনার সম্মুখে।

কথা শুনেই তো সদাগর মহাশয অবাক, তিনি যেন কাঠের পুতুলের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। আর তাঁর কথা কবার ক্ষমতা রইলো না। ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁর সর্ব্বশরীর কম্পিত হতে লাগলো। খানিকক্ষণ এইরূপ ভাবে চুপ করে থেকে শেষে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে ষ্টামোর তুমি আমার ভয়ানক উপকার কল্লে, কিন্তু এখন উপায় কি, আমি যে বড় বিপদে পড়লাম।

ষ্টামোর। এ বেটা খুণে ও জালিয়াতকে এখনি পুলিসে দিন। বেটাকে রিতীমত শিক্ষা না দিলে ঈশ্বরের নিকট অপ-রাধি হতে হবে। সদাগর মহাশয মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে ভাবতে লাগলেন। তিনি বুঝে দেখলেন যে যদি পুলিসে দেওয়া হয়, তাহলে নিজের ভাগ্নির কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে,

তাহলে কোন ভদ্রলোক সহসা বিবাহ কর্ত্তে সম্মত হবে না। এই সব ভেবে ম্যাকেয়ারকে পুলিসে দিতে মত হলো না। ষ্টামোর সদাগরের মনগত ভাব বুঝে বল্লে, আপনি জানেন না, যে এই বেটাই আমার পিতাকে খুণ করেচে, আমি পেরিসে গিয়ে তা জাত্তে পেরেচি।

সদাগর। বটে এ বেটা এমনি বদমাইস, কিন্তু পেরিসে প্রমাণ সংগ্রহ না কল্লে এখানে কিছুই হবে না, তুমি পেরিসের আদালতে নালিস করে পিতৃহত্যার পরিশোধ নিও। এ অবস্থায় এ বেটাকে পুলিসে দিলে আমাকে অপমানিত হতে হবে। ষ্টামোর সদাগর মহাশয়ের কথায় সরত্ব বুঝতে পাল্লেন, কাজেই তাকে চুপ কর্ত্তে হলো। তার পর সাদাগর ম্যাকেয়ারকে বল্লে, তুমি আমার যা অনিষ্ট কর্ব্বার তা করেচো, ঈশ্বর তোমাকে তোমার কার্য্যের জন্য শাস্তি দিবেন। এক্ষণে আর বাক্যব্যয় না করে তোমার বন্ধুকে নিয়ে এখনি আমার বাড়িথেকে চলে যাও। আমি তোমার কাপড় চোপড় এনে দিচ্চি এই কথা বলে সদাগর মহাশয় রাগে গর্ গর্ কর্ত্তে কর্ত্তে উপরে উঠে গেলেন।

বারনার্ড ষ্টামোরের আগমনে এক প্রকার আঁচ পেয়েছিল, ম্যাকেয়ারের দেরি দেখে তিনি স্থির করেছিলেন যে হয়তো পাকা ঘুটি কেঁচে গেছে, কাজেই কাপড় নিয়ে তৈয়ারি হয়েছিলেন। এখন পকলিংটনের মুখে এই সুসংবাদ শুনে আর দুটী ঠোঁট এক কর্ত্তে সাহস হলো না, একেবারে সুড় করে নেমে গেল। তার পর নিচেয় গিয়ে মাণিক জোট বেঁধে দুজনে মুখটী চুণ করে বাড়ি হতে বেরিয়ে গেল।

পকলিন্‌টনের বাটী হইতে ম্যাকেয়ারের আশ্চর্য্য পলায়ন ।

শীঘ্র এই খবর বাড়িময় প্রকাশ হয়ে পড়লো, নিমন্ত্রিত ভদ্র লোকেরা এই কথা শুনে কেউ বা দুঃখ প্রকাশ কর্ত্তে লাগলো, কেউবা সদাগরকে থাজা বোকা ঠাউরে ঠাট্টা কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেল।

মেরিয়া বজ্রপাতসম এই নিদারুণ সংবাদ শুনে একেবারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। দু তিন জনে ধরাধরি করে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সেবা সুশ্রুষায় প্রবৃত্ত হলো।

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সদাগর মহাশয়ের যে বাটী আনন্দ সাগরে ভাসমান ছিল, তা এখন নিরানন্দে নিমগন হলো। বাড়ির সকলকারি মুখমণ্ডল ম্লান, সকলেই ঘোর বিষাদে মগ্ন। কেহই কথন স্বপ্নেও ভাবেনি যে অদ্য এ প্রকার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হবে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:0:—

আল বুড়ো।

চতুর চাতুরি কভু ছাড়ে না।
অঙ্গার রাখিলে দুধে তার রূপ যায় না॥
আমড়ার গাছে আম কভু ফলে না।
স্বভাব যেমন যায় সে তাহা ভোলে না॥

মেরিয়ার এই আকস্মিক শোকরাশি ভয়ানক হয়েছিল।

সরলা এই চাতুরি জাস্তে পেরে রবিতাপে ম্রিয়মান কুসমের ন্যায় দিন দিন নিতান্ত ক্ষিণ হতে লাগলো। প্রভাতের শশীসম মুখ মণ্ডল ম্লান হয়ে গেল উষার উদয়ে তমোরাশির ন্যায় সেই সুমধুর হাস্য অধর হতে যেন একেবারে লুক্কায়িত হলো। সর্ব্বপ্রকার ঐহিক কামনা হতে পৃথক হয়ে এক মাত্র এই গভীর চিন্তায় নিমগ্না হয়ে কলাগ্রস্থ চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন ক্ষিণ হতে লগলো। শেষে অল্প দিনের মধ্যে মেরিয়া এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো। সদাগর মহাশয় পীড়ার আধিক্য দেখে নিতান্ত ভীত হলেন। সহরের ভাল ভাল ডাক্তারি চিকিৎসা কত্তে আরম্ভা কল্লে; কিন্তু কিছুতেই বিশেষ ফল হলো না। শেষে সকল স্থান পরিবর্ত্তন কত্তে সদাগর মহাশয়কে পরামর্শ দিলে, কাজেই তিনি সত্বরে সপরিবারে কেণ্টলবেরি নাম স্থানে গিয়ে বাস কত্তে লাগলেন।

এদিকে ম্যাকেয়ার ও বারনার্ড সদাগরের বাড়ি হতে বিদায় হয়ে বরাবর লণ্ডনের সদর রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ কল্লে। প্রায় দশ মিনিটের পর বারনার্ড একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে, এখন আমাদের কি উপায় হবে। ম্যাকেয়ার একটু বিরক্তের সহিত উত্তর কল্লে একটু থাম, আমি উপায় আগে ঠিক করি। এ জগতে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, আমি যদি যত্ন করি তা হলে নিশ্চয় রত্ন পাবো। যাই হোক এখন আমাদের প্রকাশ্য হোটেলে থাকা উচিত নয়, একটু গোপনে বাস করা কর্ত্তব্য। হায় টামোর যদি আর এক ঘণ্টা না আসতো তাহলেই আমি কাজ গুচিয়ে নিতুম। ঐ বেটাই এসে আমার পাকা ধানে মই

দিলে। যদি কখন সময় পাই তাহলে প্রতিশোধ দেবো। বারনার্ড ও ষ্টামোরকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে মনের আক্ষেপ মেটাতে লাগলো।

এইরূপে তারা দুজনে খুজে খুজে এক গলির মধ্যে একটী ছোট বাড়ি দেখে তার বন্ধুকে বল্লে এবাড়িটী বড় নির্জ্জন স্থান এখানে কয়েক দিন আমাদের বাস কত্তে হবে। এই কথা বলে দোরে ধাক্কা দোবামাত্র একজন আধাবয়সি স্ত্রীলোক দোর খুলে দিলে। ম্যাকেয়ার জিজ্ঞাসা কল্লে, এ বাড়িতে কোন ঘর খালি আছে। স্ত্রীলোকটী উত্তর কল্লে নিচেকার দুটী উত্তম কুঠারি আছে; আপনারা ইচ্ছা কল্লে তথায় বাস কত্তে পারেন। সম্প্রতি উপরের ঘরে আর একজন ভদ্রলোক এসেচে তিনি দিনের বেলা কোথায় বেরোন না সমস্ত দিন ঘরের কোনে বসে থাকেন। আপনারা যদি প্রতি সপ্তাহে এক গিনি কোরে ভাড়া দেন তাহলে আমি আপনাদের স্থান দিতে পারি। ম্যাকেয়ার সম্মত হলো। স্ত্রীলোকটী সঙ্গে করে ঘর দেখিয়ে, দিবে তাদের খানার উদ্যোগ করে দিতে গেল। এমন সময় উপর থেকে এক জন বাড়িওয়ালিকে এক পেয়ালা চা দিতে হুকুম কল্লে। গলার স্বর শুনে বারনার্ড চমকে উঠে তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে দেখে যে তাঁর সেই দিনকার বন্ধু বসে খপরের কাগজ দেখচে। বারনার্ডকে সেই লোকটা আগ্রহের সহিত বল্লে, আরে কাউন্ট যে, তোমাকে দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত হলুম। বারনার্ড একটু বিরক্তির সহিত উত্তর কল্লে, সে দিন সেই হোটেলে আমার সহিত আচ্ছা খেলাই খেলেছিলে। সেই লোকটি একটু

মিচকে হেসে বল্লে তার জন্য কিছু মনে করো না। আমি যদি সেরূপ না কর্‌তুম তাহলে তুমি আমাকে ছেড়ে কথা কইতে না। এখন বোধ হচ্চে তুমি আর কাউন্ট নও, আমিও সদাগর নই; আমরা দুজন দুজনকে চিনেছি, এখন আমাদের উচিৎ যে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বা স্থাপন হয়। বিশেষ আমি যে কেমন কাজের লোক তা তুমি বেশ জান্তে পেরোচো। একটু হেসে বারনার্ড বল্লে তোমাকে একদিনের আলাপে বেশ জান্তে পেরেচি এখন আমাদের ঘরে এস, আমার আর একজন বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিইগে। এই কথা বলে দুজনে নিচেয় এলো, বারনার্ড ম্যাকেয়ারকে সম্বোধন করে বল্লে, এই ভদ্রলোকটির কথা তোমাকে আমি বলেছিলাম। গ্রিনউইচে এরি সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ইনি অতি মহাশয় ব্যক্তি। আমাদের সঙ্গে মিশ খেতে পারে, কারণ ইনিও আমাদের মতন নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সংসারে পরম সুখে কাল কাটান। অল্পক্ষণ আলাপের পর ম্যাকেয়ার জান্তে পাল্লে যে এ লোকটা নেহাত গোলা নয়, এর দ্বারায় অনেক কাজ পাওয়া যেতে পারে। কাজেই ম্যাকেয়ার যত্ন করে তাকে আহার কত্তে অনুরোধ কল্লে।

যথা সময়ে বাড়িওয়ালি খানা প্রস্তুত করে আনলে তিন জনে উত্তমরূপে উদর দেবের সেবায় প্রবৃত্ত হলো। খানার পর ম্যাকেয়ার বারনার্ডের বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কল্লে, তুমি বণ্ড্‌ষ্ট্রীটে একজন সদাগরের বাড়ি একটী স্ত্রীলোককে খুব গোপনে এক খানা পত্র দিয়ে আসতে পার। সেই লোকটা এক গাল হেসে

বল্লে, একি আবার একটা কাজ যে পার্ব্বো কি না জিজ্ঞাসা কচ্চেন। একাজ তো একটা তিন মাসের ছেলেতে পারে। বড় বড় কাজে আমায় নিযুক্ত করে দেখুন আমি কেটে উঠতে পারি কি না। একটু হেসে ম্যাকেয়ার বল্লে তুমি যে একটা খুব কাজের লোক তা আমি পূর্ব্বেই এই বারনার্ডের মুখে শুনেচি। এখন এই সামান্য কাজটা কর, তার পর বড় বড় কাজ পড়লে তোমার সাহায্য আবশ্যক হবে। এই কথা বলে নিকটস্থ টেবিলে বসে একখানা পত্র লিখতে লাগলো। পত্রখানা এই—

প্রিয়তমা!

যদিও বিধির নির্ব্বন্ধে আমার নয়ন চকোর বিধু মুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু তোমার মোহন মুরতি এ অভাগার অন্তর হইতে এক দণ্ডের জন্য অন্তরিত হয় নাই। নিয়ত সলিল সেবনে প্রস্তরে অঙ্কিত মুর্ত্তি যেমন বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব, তেমনি তোমার প্রণয় বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যাতিত। দারুণ শীতের পর যেমন মধুর বসন্তের উদয় হয়, তেমনি আমার ভরসা আছে যে আমাদের এ অসময় অপনীত হয়ে শীঘ্র সুসময় সমাগত হবে। তোমার করুণাই এজগতে আমার একমাত্র সম্বল তোমার বিধুমুখ খানিই এ অভাগার চক্ষে সকলের অপেক্ষা রম্য বস্তু। যে দিন তুমি আমাকে বিস্মৃত হবে, সে দিনই এ অভাগা এই সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবে। তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই পত্রবাহক আমার বিশ্বাসি বন্ধু। ইহার নিকট কোন কথা গোপন করিও না; যদি সুবিধা হয় ইহার নিকট পত্রের

উত্তর দিলে তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। যাহাতে তোমাকে একবার দেখিতে পাই, তাহার উপায় স্থির করিয়া আমাকে বাধিত করিবে।

পত্রে কোন দস্তখত না করিয়া লিনডিসের হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি পত্র লইয়া বণ্ডষ্ট্রীটে গমন করিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আসিয়া সংবাদ দিল যে সদাগর মহাশয় সপরিবারে কেণ্টস বেরিতে গমন করিয়াছে।

এই সংবাদে ম্যাকেয়ার নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, তিনি উদাস মনে অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কারণ পাষাণসম তাহার কঠিন হৃদয় মেরিয়ার গুণগ্রামে একান্ত জড়িত হইযাছিল, সেই মোহন মুরতি বিস্মৃত হওয়া তাহার সাধ্যাতিত।

ধন্য প্রণয় এ জগতে তোমার অপার মহিমা। তোমার প্রসাদে বালুকা পূর্ণ মরুভূমে শীতল সলিল রাশি প্রবাহিত হয়, কঠিন সানুময় প্রদেশে নলিনী বিকশিত হওয়াও অসম্ভব নয়। উষার উদয়ে জগতের অন্ধকাররাশি যেমন অপনীত হয়, তেমনি প্রণয়ের প্রভাবে নিতান্ত পাষণ্ডের অন্তরের কাঠিন্যভাব বিগত হয়ে হৃদয় দেব ভাবে পরিপূর্ণ হয়। স্নেহ মমতা প্রভৃতি অন্তরের সুকোমল প্রবৃত্তি গুলি প্রস্ফুটিত হয়।

ম্যাকেয়ারের স্বভাব সিদ্ধ নীরস অন্তর প্রণয়ের স্নিগ্ধ সলিলে বিধৌত হওয়ায় অনেকটা নমিত হইয়াছে। সমস্ত চিন্তা পরিহার পুরঃসর একমাত্র মেরিয়ার চিন্তায় তাহার চিত্ত বিভোর, অমন কমল তুল্য সেই বিমল বয়ানখানি দেখবার জন্য তাহার নয়ন

যুগল একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। প্রবল পবন তাড়নে তুলার ন্যায় তাহার অন্তরের ধৈর্য্যরাশি অন্তরিত হইল। কি উপায়ে সেই বিধু মুখখানি দেখিয়া হৃদয়ের তীব্র জ্বালা নিবারণ করিবেন তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। শেষে অনেক বিবেচনার পর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া স্বীয় অভিষ্ট পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প করিলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া কৃত্রিম পক্ক দাড়ি ও গোঁফের দ্বারায় ঠিক বুড়ো সাজলেন, ও এক প্রকার তৈল মাখায় গাত্রের চামড়া বৃদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিত হইয়া গেল। ম্যাকেয়ার এইরূপে বৃদ্ধ সাজিয়া একগাছা লাঠি হাতে করিয়া বারনার্ডকে তথায় রাখিয়া একাকী কেণ্টলবেরি উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পকলিংটন কেণ্টলবেরিতে একটী উত্তম বাড়ি ভাড়া করিয়া সপরিবারে তথায় বাস করিতেছেন, মেরিয়াও একটু সুস্থ হইয়াছে, কিন্তু দুর্ব্বলতা এখন সারে নাই। সদাগর মহাশয় তাহার স্ত্রী ও মেরিয়াকে সঙ্গে লইয়া প্রদেশের শীতল সমিরণ সেবনের জন্য বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে সদাগর মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা করিতে আরম্ভ করিল। সদাগর মহাশয় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন আমার জন্মভূমি জারমানে; পৃথিবীর সমস্ত প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র দেশ ভ্রমণে জীবন যাপন কত্তে মনস্থ করিয়াছি। ইউরোপের সমস্ত প্রধান প্রধান নগর উপনগর ভ্রমণ করিয়া কল্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, কারণ দেখিলাম এই সংসারে

জগদীশ্বরের শিল্প নৈপুন্য দর্শনে মনে বিমল আনন্দের উদয় হয়। এই কথা বলে পাদরীর ন্যায় ধর্ম্ম বিষয়ক এক লম্বা চওড়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মভীরু সদাগর মহাশয় এই বাক্য সুধা শ্রবণে নিতান্ত প্রীত হলেন এবং বৃদ্ধকে একজন ধার্ম্মিক চুড়ামণি বলে তাঁর স্থির বিশ্বাস হলো।

ম্যাকেয়ার যদিও সাধ্যানুসারে আত্ম গোপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি মেরিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট পরাজিত হইয়াছিল। প্রথমে বৃদ্ধকে দেখিয়া মেরিয়ার মনে সন্দেহ হইয়াছিল, তার পর তাহার কথায় ও লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিয়াছিলেন। এ সংসারে প্রেমিকার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিই কুটিল মানবের হৃদযভ্যন্তর ভেদ করিতে সমর্থ।

মেরিয়ার হাব ভাব দর্শনে ম্যাকেয়ার বুঝিল যে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে, তিনি নয়নের ইঙ্গিত দ্বারায় নিজের অভি-প্রায় প্রণয়নীর নিকট ব্যক্ত করিল, মেরিয়াও সেইরূপ ইঙ্গিতে তাহার প্রতি উত্তর দিল পরে সদাগর মহাশয় বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অন্ধকারময় গভীর নিশিতে চঞ্চলা চঞ্চলার আলোকে ধরণী যেমন একবার আলোকিত হয়ে পুনরায় প্রগাঢ় আঁধারে নিমগ্ন হয়, মেরিয়ার অদর্শনে ম্যাকেয়ারের অন্তর ঠিক সেই-রূপ অন্ধকারে আবৃত হইল। তিনি দারুময় মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ভাবে একদৃষ্টে মেরিয়া যে দিকে গমন করিয়াছে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া রাত্রবাসের জন্য এক হোটেল উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পর দিন ঠিক সেই সময় ম্যাকেয়ার দেখিল যে সদাগর মহাশয় ও তাহার স্ত্রী আসিতেছেন, কিন্তু মেরিয়া তাহাদের সঙ্গে নাই। মেরিয়া সে দিন অসুখের ভাণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে বেড়াতে আসে নাই। ম্যাকেয়ার তাহার প্রণয়নীর কৌশল বুঝিতে পারিল, কাজেই আর ক্ষণবিলম্ব না করে সদাগর মহাশয়ের বাড়ি উদ্দেশে যাত্রা কল্লে। পথে দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করে বাড়ি ঠিক করে একেবারে বাড়িরমধ্যে প্রবেশ কল্লেন এবং দরোয়ানের হাতে একটা গিনি দিয়ে মেরিয়া কোন ঘরে আছে যেনে নিলেন। মেরিয়া সে সময় কপোল দেশে কর বিন্যস্ত করে গভীর চিন্তায় নিমগ্না ছিল, কাজেই ম্যাকেয়ারের পদশব্দ তাহার শ্রুতিগোচন হয় নাই। ম্যাকেযার একেবারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে মেরিযাকে বাহুলতায় আবদ্ধ করিলেন, মেরিয়াও ম্যাকেয়ারকে দেখে সুখ সাগরে ভাসমান হলো উভযের পিপাসিত নয়ন যুগল উভযের রূপ সুধাপানে মত্ত হলো, কিন্তু দুই জনেই নীরব, বোধ হয যেন সহসা উভয়েব বাকশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল অশ্রু পরিপূর্ণ সকরুণ দৃষ্টির দ্বারায় অব্যক্ত ভাষায় হৃদযের তীব্র জ্বালা যেন প্রকাশ কচ্চে। ক্ষণেক পরে ম্যাকেয়ার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্লেন, প্রিযতমে। সেই ভয়ানক দিন হতে আমি যেরূপভাবে দিনপাত কচ্চি, তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতিত আর কেহই জানে না। আজ তোমার বিধু মুখখানি দেখে আমার প্রজ্জলিত অনলকুণ্ডে যেন সলিলরাশি বরিষণ হলো, অমনি কথায় বাধা দিয়ে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে মেরিয়া বল্লে, রবার্ট আমার মন যদি তুমি যাচ্ছে, আমার

হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে যদি তোমায় দেখাতে পাত্তাম, তাহলে তুমি কখনই ওরূপ কথা বলতে না। আমি ভেবে দেখলাম যে এ সংসারে আমাদের এই প্রণয কখনই সুফল প্রসব কর্ব্বে না। যাই হোক আমার ইচ্ছা যে তুমি অভাগিনীকে জন্মের মতন বিস্মৃত হয়ে ভদ্রভাবে জীবন যাপন কর। তোমার মন পরিবর্ত্তন হইয়াছে এ যদি কখন শুনতে পাই তাহলে আমি নিতান্ত সুখী হবো। তুমি কুপথ পরিত্যাগ কর এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। ম্যাকেয়ার সেইরূপভাবে উত্তর কল্লে, মেরিয়া তুমি আমায় যা আদেশ কর্ব্বে আমি তাই প্রতিপালন কর্ব্বো; কিন্তু তোমার প্রণয় বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যাতীত। যতদিন এ পাপ দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন তোমার প্রেমাধিন হয়ে এই সংসারে অবস্থান কর্ব্বো। তুমিই আমার সংসারাকাশের পূর্ণ শশধর আনন্দ সাগরের উত্তাল তরঙ্গ। তপনতাপে তাপিত পথিক তরুর ছায়ায় যেমন শ্রমদূর করে, আমিও তেমনি তোমায় পেয়ে সংসারে সুখী হইযাছি। ক্রুর সর্পের মস্তকে যেমন অমূল্য মাণিক থাকে, তুমিও ঠিক সেইরূপ এই পাষণ্ড নরাধমকে প্রেম দানে বাধিত করিয়াছ। একমাত্র তোমারি উপর এ অভাগার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

ম্যাকেয়ারেব কথায় প্রাতঃকালের শিশির বিন্দুর ন্যায় মেরিয়ার চক্ষু হতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হতে লাগল। তার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে, রবার্ট আর কোন উপায় নেই, সেই জন্য তোমাকে ওরকম কথা বল্লুম। তোমার উপর আমার মামার ক্রোধ কিছুতেই প্রশমিত হবে না।

কাজেই আমাদের প্রণয় নাটকের শেষ অভিনয় এই খানেই হলো।

ম্যাকেয়ার। মেরিয়া প্রাণের মেরিয়া যতক্ষণ আমার শ্বাস থাকবে ততক্ষণ তোমার আশা কখনই আমি ত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্বো না। তোমার মাতুল যে আমার উপর কুপিত হইয়াছে তা সত্য, কিন্তু এখন যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তা হলে সকল দিক রক্ষা পাব। তোমার পরামর্শ কি? আগ্রহের সহিত মেরিয়া জিজ্ঞাসা কল্লে।

ম্যাকেয়ার। তুমি যদি গোপনে আমাকে বিবাহ কর, আর আমরা যদি উভয়ে তোমার মাতুলের পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাহলে নিশ্চয় তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন। আমিও তাহলে কুপথ পরিত্যাগ করে তোমাকে নিয়ে সুখী হতে পারি। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এখন তুমি সম্মত হলে সকল দিক রক্ষা হয়।

ম্যাকেয়ারের কথায় মেরিয়া হটাৎ কোন উত্তর দিতে পাল্লেন না, করতলে কপোল বিন্যস্ত করে খানিকক্ষণ একমনে ভাবতে লাগলেন, তার পর বল্লেন রবার্ট তোমাকে সুখী কর্ব্বার জন্য যদি আমাকে প্রজ্জ্বলিত অনল কুণ্ডে প্রবেশ কর্ত্তে হয়, তাতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই। তোমাকে সুখী করাই আমার জীবনের সারব্রত। যদি তোমার পরামর্শ মত কার্য্য কল্লে সকল দিক রক্ষা হয় তাহলে আমি তাতে প্রস্তুত আছি।

মেরিয়ার আশাপ্রদ কথায় ম্যাকেয়ার নিরতিশয় প্রীত হয়ে সে দিনকার মতন বিদায় গ্রহণ কল্লেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—— :o: ——

ভিক্ষুক।

পাপ করে কেহ কভু সুখী হয় না।
সামান্য নিরদে শশী ঢাকা পড়ে না॥

একদিন সন্ধ্যার পর সদাগর মহাশয় একজন বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ রেখে বাড়ি ফিরে আসচেন, এমন সময় দেখলেন একটা লোক সদর দরজার কাছে শুয়ে আছে। সদাগর মহাশয় তাকে ডাকতে সে বল্লে যে তিন দিন হলো সে অনাহারে কালযাপন কচ্চে। সদাগর মহাশয় তার কথায় করুণার্দ্র হয়ে তাকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় কর্‌তে দিতে মনস্ত কল্লেন কিন্তু লোকটা উঠে বসবামাত্র অমনি ঘুরে পড়ে গেল, কাজেই সদাগর মহাশয় চাকরের সাহায্যে তাকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিযে কিছু খাদ্য দ্রব্য দিয়ে আগুণে তার সর্ব্ব শরীর সেকতে চাকরকে অনুমতি দিলেন, কাজেই সে লোকটা সুস্থ হয়ে নিদ্রায় অভিভুত হলো।

পর দিন প্রাতঃকালে সদাগর মহাশয় প্রাতঃ ভোজনের সময় সেই লোকটাকে ডেকে পাঠালেন। সেই লোকটা এসে সদাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কত্তে লাগলেন। দু একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার পর সেই লোকটা নিজের পরিচয় দিতে লাগলো। লোকটা বল্লে, মহাশয় আমার পাপের ফল হাতে হাতেই ফলেচে। এখন অনুতাপের সেবা ব্যতীত আর

কোন উপায় নেই। মহানগরি লণ্ডন আমার বাসস্থান। আমার নাম জোন্স, আমার যখন এগার বৎসর বয়স, তখন আমার পিতা পকেট মার্ব্বার জন্য আমাকে লণ্ডনের রাজপথে পাঠাতেন। যে দিন না কিছু মাল হাতে করে না আসতুম, সেই দিন আমার পিতা আমাকে প্রহার কর্ত্তো ও কিছুমাত্র খেতে দিত না। ক্রমে ক্রমে আমি একজন পাকা চোর হয়ে দাঁড়ালাম। এইরূপে কিছুদিন যাবার পর একটা ডাকাতি মকদ্দমায় আমার পিতার যাবজ্জীবন দ্বিপান্তরের আজ্ঞা হয়। এই ঘটনার অল্পদিন পরে আমার মাতার মৃত্যু হয়, কাজেই পঁচিশ বৎসর বয়সে আমি এই জগতে একাকী হলুম; চুরি ব্যতিত আর কোন কাজ কখন শিখিনি, কাজেই লণ্ডনের এক প্রসিদ্ধ ডাকাতের দলে ভর্ত্তি হয়ে এই কলুষিত জীবন নির্ব্বাহ কর্ত্তে লাগলাম। কিছু দিন পরে আমাদের দলের সর্দ্দারের মৃত্যু হয়, তাঁহার একমাত্র কন্যার সহিত আমার বিবাহ হওয়ায় আমরা বিপুল ধনের অধিকারি হলুম। হায় সে সময় যদি অধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ কর্ত্তুম তাহলে আমার কখনই এ দুর্দ্দশা হতো না, এই কথা বলে সেই লোকটা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। সদাগর মহাশয় তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে বল্লেন, ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা কর তিনি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর্ব্বেন। এখন আর অনুতাপ করা বৃথা। যাই হোক তার পর কি হলো? সেই লোকটা বলতে আরম্ভ কল্লে, আমি আমার শ্বশুরের বিপুল বিষয়ের অধিকারি হয়ে গোটা কতক ঘোড়া কিনে ভাড়া দিতে আরম্ভ কল্লুম। এক দিন একজন বিদেশী এসে আমার কাছে দুটো ঘোড়া ভাড়া

চাইলে এবং ঘোড়ার দাম জমা দিয়ে প্রস্থান কল্লে, তার পর রাত্রে তারা দুজনে এসে ঘোড়া নিয়ে চলে গেল এবং প্রায় ভোরের সময় আমার ভাড়া ও ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে তারা স্বস্থানে প্রস্থান কল্লে। তার পর শুনি যে ডোভারের রাস্তায় একজন বিদেশী ভদ্রলোক খুণ হইয়াছে। আমার বেশ বোধ হলো, যে যারা আমার ঘোড়া ভাড়া নিয়েছিল তারাই এই ভয়ানক নিষ্ঠুর কার্য্যের নায়ক। কাজেই আমিও এই খুণের একজন সহকারি, সেই জন্য অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে। সদাগর মহাশয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা কল্লেন, যারা তোমার ঘোড়া ভাড়া নিয়েছিল তাদের চেহারা কিরূপ। সেই লোকটা ম্যাকেয়ার ও বারনার্ডের চেহারা বর্ণনা কল্লে। এই কথা শুনে সদাগর মহাশয়ের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো। তিনি অনন্য মনে কি ভাবতে লাগলেন। সেই লোকটা তার পর বলতে আরম্ভ কল্লে, এই ঘটনায় কিছুদিন পরে হটাৎ আমার স্ত্রীর মৃত্যু হলো। আমার উন্নতিতে ইর্ষাপরতন্ত্র হয়ে আমার সঙ্গি ডাকাতরা দল বেঁধে একদিন রাত্রে এসে আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল, আমি একেবারে পথের ভিখারি হলুম। পাপ পথে আমার ঘৃণা হওয়ায় পূর্ব্ব ব্যবসা অবলম্বন কর্ত্তে আর আমার ইচ্ছা হলো না। আমি লণ্ডন ত্যাগ করে ভিক্ষা কর্ত্তে কর্ত্তে এখানে এসে উপস্থিত হলুম। অনাহারে ও পথ পর্য্যটনে নিতান্ত ক্লান্ত হওয়ায় আপনার সদর দোরে শয়ন করিয়াছিলাম, এবং মহাশয়ের কৃপা লাভ না কল্লে নিশ্চয় রাত্রেই আমার মৃত্যু হইত। মহাশয় আমার ন্যায় নরাধম আর কেহ আছে কি না

সন্দেহ। সদাগর মহাশয় সেই লোকটার কথা শুনচেন এমন সময় আর একজন ভদ্রলোক সেইখানে উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে বল্লে, মহাশয় আমি পেরিস হতে সাক্ষাৎ কুর্ব্বার জন্য এখানে এসেচি। আমার নাম লিলেমেণ্ড। সদাগর মহাশয় সম্ভ্রমের সহিত সেই ভদ্র লোককে বসতে বলে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাস কল্লেন। তিনি সংক্ষেপে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শেষে বল্লেন; মহশয় প্রায় তুইমাস হলো আমার অংশীদার লিবু এখানে এসেছিলো, কিন্তু তার যে কি হলো তাতো আমি ঠিক জান্তে পাল্লুম না। সেই জন্য আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, সেই বিষয়ের তদন্তের জন্য লণ্ডনে আসিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম যে আপনি লণ্ডন ত্যাগ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন, কাজেই এখানে আমি আসতে বাধ্য হলুম। সদাগর মহাশয় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে বল্লেন, উত্তম করেচেন আপনি জানেন না যে আমি একজন জুয়াচোরের দ্বারায় প্রতারিত হয়ে নিতান্ত মনকষ্ট ভোগ কচ্চি, সেই বেটাই লিবু সেজে আমার বাড়ি এসে আমার সর্ব্বনাশ কচ্চে। তার পর সদাগর মহাশয় জোন্সের দিকে ফিরে বল্লেন, আচ্ছা তোমার কি স্মরণ আছে, যে সেই দুটো লোক কোন তারিখে তোমার নিকট ঘোড়া ভাড়া নিয়েছিল। জোন্স বিনীতভাবে বল্লে, ঠিক ২৯ আগষ্ট রাত্রে তারা আমার কাছে আসে। লিলেমেণ্ড সাহেব আগ্রহের সহিত বল্লেন, ২৮ আগষ্ট লিবু রওনা হয়েছিল, এবং ২৯ তারিখে এখানে আসাই নিতান্ত সম্ভব। সদাগর মহাশয় ম্লান মুখে বল্লেন, তবেই দেখচি আমি মনে মনে যে আশঙ্কা করেছিলাম

তাই বুঝি সত্য হয়। তার পর সেই লোকটার সমস্ত কথা লিলে-মেণ্ড সাহেবকে বল্লেন শুনে তাঁর চোখ ছল ছল কর্ত্তে লাগলো এবং উভয়ে লিবুর জন্য শোক প্রকাশ কর্ত্তে লাগলো।

এমন সময় মেরিয়া ও ম্যাকেয়ার দুজনে হাত ধরাধরি করে সেই গৃহে প্রবেশ কল্লে। ম্যাকেয়ার লিলেমেণ্ড সাহেবকে দেখেই মেরিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্যোগ দেখতে লাগলো, কিন্তু লিলেমেণ্ড সাহেব তাকে দেখেই বলে উঠলো, এ কি ঐ বেটা লেংগিপার্ট নয়, ঐ বেটাই আমাকে রেশম দেবো বলে টাকা নিয়েছিল। সদাগর মহাশয় দেখেই বল্লেন, আবার ম্যাকেয়ার আমার বাড়ি এসেছে, এবার আর নিস্তার নাই। জোন্স বল্লে, মহাশয় এই বেটাই আমার ঘোড়া ভাড়া করেছিল। কাজেই তিনজনে জুটে গিয়ে ম্যাকেয়ারকে ধরে ফেল্লে, ম্যাকেয়ার দেখলে তার সমূহ বিপদ, বল প্রকাশ করে তিনজনের কাছে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব। তথাপি সাধ্যানু-সারে নিজের মুক্তির উপায় দেখতে লাগলো। মেরিয়া এ ব্যাপার দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, তার পর বল্লে, আপনারা করেন কি, কেন অনর্থক আমার স্বামীকে কষ্ট দেন। এই মাত্র ঈশ্বরের নিকট শপথ করে একে পতিত্বে বরণ করেছি, আমি নিশ্চয় এর মতি পরিবর্ত্তন করে সুখী কর্ব্বো। মেরিয়ার কথায় সদাগর মহাশয় খুব রেগে বল্লে, হতভাগিনী একজন প্রসিদ্ধ খুনে ডাকাতকে আত্ম সমর্পণ করেছিস। ঐ পাপাত্মা ষ্টামোরের পিতাকে স্বহস্তে বধ করেচে, সম্ভবতঃ নির্দ্দোষি লিবুকে ঐ বেটাই খুণ করেচে, তুই আমাদের কাহারো কথা

না শুনে যেমন অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলি তেমনি তুইই চিরকাল দগ্ধ হবি। মেরিয়ার আর কোন কথা কবার ক্ষমতা রইলো না, তিনি পক্ক ফলের ন্যায় মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

সদাগরের স্ত্রী ও একজন দাসীতে মেরিয়াকে ধরাধরি করে অন্য গৃহে নিয়ে গেলেন, এবং একেবারে তিনজনে ম্যাকেয়ারকে জোর করে টেনে এনে একটা ঘরের ভিতর পুরে চাবি দিয়ে পুলিসে খবর দিতে লোক পাঠালে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নূতন খুণ।

কি করিনু হায়।
ভ্রান্তিবশে কি কুকার্য্য অনাসে সাধিনু।

ম্যাকেয়ার সেই গৃহে বন্দিভাবে খানিকক্ষণ থেকে পালাবার উপায় দেখতে লাগলেন। সেই ঘরের একদিকে বড় একটা আলমারি ছিল, তিনি টানা পাখার দড়ি ধরে সেই আলমারির উপর উঠে চিমনির ভিতর দিয়ে গলে ছাতের উপর উঠলেন এবং তার পর এক লাফে পাশের বাড়ির ছাতে গিয়ে পড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় গেলেন।

ম্যাকেয়ার যে বাড়িতে গেল, তথায় এক পাদরী বাস করেন। পাদরী বিবাহ করেন নাই, কাজেই আঠার বৎসরের একটী

বালিকা তাঁর সেবায় নিযুক্ত আছে। পাদরী মহাশয় বসে ধর্ম্ম বিষয়ক এক প্রবন্ধ লিখচেন ও তাঁর বালিকা পরিচারিকার সঙ্গে দুই একটা মিঠে কড়া রকমের রসিকতা কচ্চেন, এমন সময় কালি মেখে ভুত সেজে ম্যাকেয়ার সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলো। ম্যাকেয়ারকে দেখে পরিচারিকা ভুত ভুত বলে চেচিয়ে উঠলো, পাদরী মহাশয়ও ভয়ে আৎকে উঠলেন, এমন সময় ম্যাকেয়ার সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে বল্লে, মহাশয় আমাকে রক্ষা করুন। এই পাশের বাড়িতে ক্যাথালিকরা * আমার জীবন বিনাশ কর্ব্বার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলো, আমি প্রাণের ভয়ে চিমনির মধ্য দিয়া পলায়ন করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ সকল দুর্ব্বৃত্ত নরপিশাচদের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। পাদরী মহাশয় তাহার কথায় কৃপা পরতন্ত্র হইয়া কহিলেন তুমি যখন আমাদের সম্প্রদায় ভুক্ত, তখন নিশ্চয় তুমি কৃপার পাত্র। এখন তুমি আমার নিকট কি সাহার্য্য প্রার্থনা কর। একস্যুট কাপড় ও একটু গরম জল দিলে বাধিত হবো, বিনীতভাবে ম্যাকেয়ার উত্তর কল্লে। পাদরীর ইঙ্গিত মাত্রে পরিচারিকা গরম জল এনে দিলে ম্যাকেয়ার সেই জলে গা হাত সব ধৌত করে ফেল্লে, তার পর পাদরী নিজের একস্যুট কাপড় দিয়ে পোষাক ছাড়বার জন্য পাশের ঘর দেখিয়ে দিলে। ম্যাকেয়ার সেই গৃহে গিয়ে প্রথমতঃ কাপড় ছাড়লে তার পর

---

* খৃষ্ট ধর্ম্মের সম্প্রদায় বিশেষ। তাহারা অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিদের জীবননাশে একান্ত উৎসুক। ইতিহাসে তাহার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

পাদরী মহাশয়ের কৃপায় পরিশোধ দিবার জন্য সেই গৃহের দেরাজটা ভেঙে তাহতে একটা হীরের আংটী ও নগদ ৪০ পাউণ্ড নিয়ে কাহাকে কিছু না বলে আস্তে ২ খিড়কি দোর দিয়ে প্রস্থান কল্লে।

ম্যাকেয়ার সদর রাস্তায় পড়ে দ্রুত গতিতে যেতে আরম্ভ কল্লে, রাস্তার লোকেরা তাঁহাকে পাদরী মনে করে অভিবাদন কত্তে লাগলো, কিন্তু পুলিসের ভয়ে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে যেতে সাহস হলো না, তিনি গাঁর ভিতর দিয়ে যেতে আরম্ভ কল্লে।

এই রূপে প্রায় ৪ মাইল পথ গিয়ে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো, একটু বিশ্রাম কর্ব্বার ইচ্ছা মনমধ্যে প্রবল হওয়ায় এক বৃদ্ধার কুটিরের নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু খাদ্য প্রার্থনা করিলে; এবং তাহার মূল্য স্বরূপ দুটো সিলিং বৃদ্ধার করে অর্পণ করিল। বৃদ্ধা তাহাকে বসিতে বলিয়া রন্ধন শালায় গমন করিল। ম্যাকেয়ার সেই কুটিরের মধ্যে উপবেশন করিয়া দেখিল, যে সেই গৃহের কোণে নূতন এক স্যুট পোষাক রহিযাছে। পাদরির পোষাকে গমন করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এই ভাবিয়া ঐ পোষাকটি ক্রয় কয়িতে মনস্থ করিলেন।

ক্ষণেক পরে বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সেই গৃহে আসিলে ম্যাকেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে ঐ পোষাকটী কাহার? বৃদ্ধা উত্তর করিল, আমার পুত্র সংপ্রতি ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। ম্যাকেয়ার কহিল, যদি ঐ পোষাকটী আমায় দাও তাহা হইলে আমার এই পোষাকটী দি এবং তোমার দয়ার জন্য একটি সভরিং তোমাকে পুরস্কার দিতে

সম্মত আছি। সভারিংযের নাম শুনিয়া বৃদ্ধা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং পোষাকটি দিতে আর তাহার কোন আপত্তি রহিল না।

ম্যাকেয়ার পাশের গৃহে গিয়ে পোষাক পরিবর্ত্তন করে নিতান্ত আনন্দিত হলো, কারণ সেই স্যুট্‌টী যেন তাহার গায়ের মাপ নিয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। তার পর বৃদ্ধাকে একটী সভারং দিয়ে সেস্থান হতে বহির্গত হলো।

ম্যাকেয়ার বৃদ্ধার কুটীর পরিত্যাগ করে সেই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক বন্দুকের দোকানে গিয়ে সরঞ্জাম সহিত এক জোড়া পিস্তল ক্রয় করিয়া দুই পকেটে রাখলেন, এবং নিকটস্থ বন হতে এক গাছা খুব মোটা লাঠি কেটে নিয়ে বরাবর যেতে আরম্ভ কল্লে।

ক্রমে সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণরাশি জগত হতে হরণ করে নিলেন, পক্ষীকুল শাবকের জন্য ব্যাকুল হয়ে নিজ নিজ কুলায়ে ফিরে আসতে আরম্ভ কল্লে, বৃহৎ বৃহৎ গির্জ্জার অগ্রভাগ ও তরুশির যেন স্বর্ণ বর্ণে সুরঞ্জিত হলো, হীরক খণ্ডের ন্যায় দুই একটী উজ্জল তারকা গগণ প্রান্তে দেখা যেতে লাগলো, প্রদোষের স্নিগ্ধ সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হলো, দেখতে দেখতে রজনী সতী অন্ধকারে রূপ বসনে আবৃতা হয়ে ধরাধামে উপস্থিত হলেন।

ম্যাকেয়ার প্রায় আরো তিনমাইল পথ অতিক্রম করে গেল এবং সমস্ত রাত্র হেঁটে অদ্যই লণ্ডনে যেতে মনেং স্থির কল্লে কিন্তু ক্লান্তি দূর কর্ব্বার জন্য নিকটস্থ পান্থশালায় প্রবেশ কল্লে।

ম্যাকেয়ার সেই হোটেলে প্রবেশ করে দেখলে আরো ৫।৬ জন লোক বসে মদ খাচ্চে ও গোসগল্প কচ্চে, তার মধ্যে এক জন বল্লে, লোকটার ভাই ভারি সাহস তা না হলে কি চিমনের মধ্য দিয়ে পালাতে পারে, যাই হোক বেটাকে ধরা পড়তেই হবে, কারণ একদল পুলিসের লোক তাকে খোজবার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছে, শুনলাম তারা লণ্ডন অবধি যাচ্চে। আর একজন বল্লে, তা যাক কিন্তু তাকে ধরা বড় সহজ কাজ নয়। সে বেটা কেমন সাফ পাদরীর সর্ব্বনাশ করেচে, পাদরীর কি সর্ব্বনাশ করেচে আগ্রহের সহিত আর একজন জিজ্ঞাসা কল্লে। সেই বক্তা উত্তর কল্লে "পাদরীর লোহার সিন্দুক ভেঙ্গে ১৩টা হীরের আংটী ২২টা মোহর ও নগদ প্রায় ৫০০ পাউণ্ড নিয়ে পালিয়েছে।"

ম্যাকেয়ার এই কথা বার্ত্তা সব শুনে মনে মনে হাসতে লাগলো কিন্তু সেখানে আর বেশি বিলম্ব না করে এক গেলাস মদ খেয়ে সেখান হতে প্রস্থান কল্লে। এবার সদর রাস্তা দিয়ে না চলে মাঠ ভেঙ্গে যেতে আরম্ভ করে।

এইরূপে দ্রুত পদে আরো প্রায় ১০।১২ মাইল চলে গেল ক্রমে মহা নগরী লণ্ডন নিকটস্থ হ'লো গির্জ্জার উচ্চ অগ্রভাগ গুলি চন্দ্রের ক্ষিণ আলোকে দেখা যেতে লাগলো। ম্যাকেয়ার নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম কর্ব্বার জন্য রাস্তার ধারে একটা পাথরের উপব বসে নিজের অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা কর্ত্তে লাগলো।

এমন সময় নিকটস্থ বনের ভিতর খুস্‌২ শব্দ হতে লাগলো, ম্যাকেয়ার চমকে উঠে সেই দিকে চেয়ে দেখলে, যে দুজন

লোক আস্তে আস্তে তাঁর দিকে আসচে। ম্যাকেয়ার অমনি পিস্তল হাতে করে উঠে দাঁড়ালো, সেই লোক দুটো শীকার মনে করে যেমন তাকে ধরবার জন্য অগ্রসর হতে লাগলো ম্যাকেয়ার অমনি একটা ঢেঙ্গা লোককে লক্ষ করে পিস্তল ছোড়বামাত্র "বাপরে গেলুমরে" বলে সেই লোকটা ধরাশায়ী হলো। ম্যাকেয়ার গলারস্বরে চমকে উঠে যেমন অগ্রসর হয়ে সেই হতভাগ্যকে দেখতে গেল, অমনি আর একটা লোক চন্দ্রের আলোকে তাঁর মুখ দেখে বল্লে "একি ম্যাকেয়ার নাকি" ম্যাকেয়ার তার মুখের দিকে চেয়েই চিনিতে পেরে বল্লে "কে লিনসৃডি তুমি এখানে কেন।" লিনসৃডি দুঃখিতস্বরে উত্তর কল্লে হা ম্যাকেয়ার কল্লে কি, তোমার পরম বন্ধুকে স্বহস্তে খুণ কল্লে। বজ্রপাতসম এই কথা শুনে ম্যাকেয়ার শোকে একান্ত বিহ্বল হয়ে সেই লাসের উপর শুয়ে পড়ে হা বারনার্ড হা বারনার্ড বলে বালকের ন্যায় ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো। লিনসৃডি ম্যাকেয়ারকে প্রবোধ দিযে বল্লে "যা হবার তা হযেচে আর এখানে থাকবার আবশ্যক কি? এখানে বিলম্ব কল্লে আমাদের বিপদে পড়তে হবে।" ম্যাকেয়ার সেইরূপ কাঁদতে কাঁদতে উত্তর কল্লে, না এস্থান ত্যাগ কর্ব্বার আবশ্যক নাই। আমাকে পুলিসে ধরে ধরুক, আমার এ ছার জীবনে আর বিন্দুমাত্র মমতা নাই। হা বারনার্ড তোমার ভাগ্যে কি এই ছিল। এই সংসারে তুমিই আমার একমাত্র মিত্র ছিলে, আমি আজ সেই মিত্রতার ঋন পরিশোধের জন্য কি তোমাকে স্বহস্তে খুণ কল্লাম। হায় প্রভুভক্ত কুকুরকে প্রহার কল্লে সে যেমন সেই

ক্রুদ্ধ প্রভুর গা চাটিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তুমি ও আমায় সেইরূপ ছিলে। হায় এইবার আমার যথার্থ সর্ব্বনাশ হলো। আমি এক সঙ্গে প্রিয়তমা মেরিয়া ও অভিন্ন হৃদয় বারনার্ডকে হারালাম। এখন সংসার আমার পক্ষে যথার্থই অন্ধকারে পরিণত হলো। এই কথা বলে ম্যাকেয়ার অজস্র অশ্রু বর্ষণ কর্তে লাগলো।

লিনস্‌ডি সাধ্যানুসারে ম্যাকেয়ারকে প্রবোধ দিতে লাগলো ক্ষণেক পরে তিনি একটু শান্ত হলেন, কারণ শোকের প্রথম আক্রমণ যতদূর ভীষণ হয়, সেরূপ ভাবে থাকলে এই সংসারে কয়জন শোক সন্তপ্ত ব্যক্তি জীবিত থাকতো? ম্যাকেয়ারের প্রবল শোকরাশি ঈষৎ প্রশমিত হলে, লিনস্‌ডিকে সম্বোধন করে বল্লে "আমি আমার পরম মিত্র বারনার্ডের দেহ একপ ভাবে রেখে কখনই যেতে পার্ব্বো না। যেরূপে হোক এখানে কবর দিতেই হবে। লিনস্‌ডি উত্তর কল্লে এখানে তো কোন অস্ত্র নেই, কি করে আমরা গর্ত্ত কর্ব্বো। ঈষৎ রাগতস্বরে ম্যাকেয়ার বল্লে, আমার বারনার্ডকে কবর দোবার জন্য আমি এই আঙ্গুল দিয়ে গর্ত্ত কর্ব্বো। লিনস্‌ডির আর কোন উত্তর দিতে সাহস হলো না। তার পর তারা দুজনে বারনার্ডের মৃতদেহ ধরাধরি করে নিকটের ক্ষেত্রে নিয়ে গেল এবং দুজনে দুটো বেড়ার গরাণ ভেঙ্গে নিয়ে একটা গর্ত্ত কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে। ঐ ভূমি কর্ষিত ছিল, কাজেই সেই গরাণের দ্বারা এক রকম গর্ত্ত হতে আরম্ভ হলো।

প্রায় তিন চার ঘণ্টা বিপুল পরিশ্রমের পর গোর দেবার

উপযুক্ত একটা গর্ত্ত হলো, এবং হতভাগ্য বারনার্ডের দেহ তথায় নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দিয়ে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে উভয়ে লণ্ডন উদ্দেশে যাত্রা কল্লে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

আশা ফুরালো।

দূরে যা দুরাশারে চাহিনা তোমায়।
অনুতাপে পরিপূর্ণ বিদগ্ধ হৃদয়॥
ছিঁড়িযাছে আশা ডোর জনমের তরে।
বজ্রাহত তরুসম রয়েছি সংসারে॥

মেরিয়া পুনরায় প্রবল জ্বরে আক্রান্তা হলো, ক্রমে সেই জ্বর বিকারে পরিণত হওয়ায় সদাগর মহাশয় নিতান্ত ভীত হলেন। প্রত্যহ চিকিৎসক আসে কিন্তু পীড়ার কিছুমাত্র উপশম না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

একদিন প্রাতঃকালে মেরিয়ার বেশ জ্ঞানের সঞ্চার হইল. তিনি সদাগর মহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া কহিল "মামা আপনি আমার অনেক করেচেন, আপনার বিপুল ঋণ পরিশোধ কর্ব্বার ক্ষমতা আমার নাই, আমি শীঘ্র এ জগত পরিত্যাগ করিব,আমার এ চরম সময়, যদি এ দাসীর আর একটু অনুরোধ রক্ষা করেন, তাহলে আমি প্রশান্ত মনে মৃত্যুর কোমল ক্রোড়ে শায়িত হতে পারি। এই আমার শেষ অনুরোধ, আর আপনাকে আমি

কখন বিরক্ত করিব না।” সদাগর মহাশয় সস্নেহে বল্লেন “কি অনুরোধ মা আমি অবশ্য তা পালন কর্ব্বো। সদাগর মহাশয়ের আশ্বাস বাক্যে আনন্দে মেরিয়ার মুখমণ্ডল উজ্জল হইয়া উঠিল. তিনি সেইরূপ নম্রস্বরে বল্লে “মামা আমার স্বামীকে একবার ডেকে আনুন, আমি জন্মশোধ তাঁকে একবার দেখি, ও গোটা দুই কথা বলে সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করি। আপনাকে বেশি কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হবে না, তিনি এই নিকটে আছেন, কারণ আমি জানি যে তিনি আমাকে ছেড়ে কখনই দূরে থাকতে পার্ব্বেন না। আপনারা যাকে খুনে ডাকাত বলেন, আমার চক্ষে তিনি দেবতা, তিনি আমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসেন। আপনি তাকে খুজলেই এই সহরেই দেখতে পাবেন। আমার ইচ্ছা ছিল আমার রবার্টকে সৎপথের পথিক কর্ব্বো। কিন্তু তা হলো না, আপনি আমার অনুরোধে তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর্ব্বেন, এইমাত্র আমার প্রার্থনা। বলতে বলতে মেরিয়ার চক্ষু দ্বয় জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। সদাগর মহাশয় রুমাল দিয়ে চক্ষু মুছিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন। হা অভাগিনী এক মাত্র অপাত্রে আত্ম সমর্পণ করে এই সুখদ সংসারে অসুখী হলি। মেরিয়া সেই কথা শুনে বল্লে “অমন কথা বলবেন না; এই সংসারে আমার পক্ষে তিনিই একমাত্র সুপাত্র। তাঁকে নিন্দা কল্লে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগে। এক্ষনে আপনাকে যা বল্লাম তাই করে এ দাসীকে বাধিত করুন। এই কথা বলে মেরিয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিত কল্লে, সদাগর মহাশয় আর কিছু না বলে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে গৃহ হতে প্রস্থান কল্লেন।

এ দিকে ম্যাকেয়ার ও লিনস্‌ডি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া সেই বৃদ্ধার বাটীতে প্রবেশ করিল। লিনস্‌ডি বৃদ্ধাকে রন্ধন করিতে আদেশ করিয়া গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান করিতে লাগিল কিন্তু ম্যাকেয়ারের প্রাণে বিন্দুমাত্র সুখ নাই তিনি বিষণ্ন মনে গম্ভীর চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এইরূপে দুই দিন অতিবাহিত হইল, তৃতীয় দিনে ম্যাকেয়ার পুনরায় পরচুলার গোঁপ দাড়ি করিয়া সেইরূপ বৃদ্ধ সাজিয়া লিনস্‌ডির গৃহে উপস্থিত হইল। লিনস্‌ডি একজন অপরিচিত বৃদ্ধকে দেখিয়া তাহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধ কহিল "আপনি একজন ধনী সদাগর সেই জন্য কিছু ভিক্ষা পাইবার আশায় এখানে আসিয়াছি।" লিনস্‌ডি কহিল "তোর কাছে যদি কিছু থাকে তো দিয়ে যা, ভিক্ষা দেওয়া আমাদের কাজ নয়, তোর যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আমার কাছে থেকে জোর করে নে, আর না হয় তো একটু দাঁড়া আমি এখুনি এক লাথি মেরে উপর থেকে ফেলে দিযে তোর সকল দুঃখ এখুনি দূর করে দিচ্চি। দয়ার সাগর লিনস্‌ডির এই ভদ্রতা সূচক উত্তরে ম্যাকেয়ার হো হো করে হেসে উঠলো। লিনস্‌ডি একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্লে "একি ম্যাকেয়ার এরূপ ছদ্মবেশের কারণ কি?"

ম্যাকেয়ার। কোন বিশেষ আবশ্যক প্রযুক্ত আমাকে আর একবার কেণ্টলবেরিতে যেতে হবে, আমার জিনিস পত্র তোমার জিম্মায় রহিল। বোধ হয় ৩।৪ দিনের মধ্যে এখানে আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আপাততঃ তোমার খরচের জন্য

এই সভারংটী দিয়ে গেলুম। এই বলে একখানা সভারং লিনস্‌ডির হাতে অর্পণ করিল; এবং উভয়ে উভয়ের করস্পর্শ করিয়া ম্যাকেয়ারকে বিদায় দিল।

তাহার পর দিন ম্যাকেয়ার কেণ্টলবেরিতে উপস্থিত হইয়া, একটা ক্ষুদ্র নদীরতীরে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, এমন সময় ঘটনাক্রমে পকলিংটন সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া কহিল, এই যে ম্যাকেয়ার এখানে। ম্যাকেয়ার সদাগর মহাশয়কে দেখিয়া কহিল; দেখুন আপনি যদি আমার কোন অনিষ্ট চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিব। সদাগর মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, আমার দ্বারায় তোমার কোন প্রকার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, আমি তোমাকে দেখিয়া বরং আনন্দিত হইলাম কারণ তোমাকে অন্বেষণ করিতে আমি বহির্গত হইয়াছি, এখন একবার আমার গৃহে এস, মেরিয়া তোমাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে, এই কথা বলিয়া মেরিয়ার পীড়া ও তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার কারণ সমস্ত বর্ণনা করিলেন। ম্যাকেয়ার সদাগর মহাশয়ের মুখের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া দেখিল যে তাহাতে কুটিলতার নাম মাত্র নাই কেবল সরলতা বিরাজ করিতেছে। ম্যাকেয়ার কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর করিল, আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনি জানবেন, যে আমার কাছে গুলিপূর্ণ দুইটা পিস্তল আছে, যদি বিন্দুমাত্র ষড়যন্ত্রের আভাস পাই, তাহা হইলে একটা পিস্তলের দ্বারায় আপনাকে

চির নিদ্রায় নিদ্রিত কর্ব্বো। আমার কথা ও কার্য্য যে এক, বোধ হয় তাতে আপনার কোন সন্দেহ নাই। পকলিংটন কহিল আমাকে ভয় দেখানো নিরর্থক, কারণ আমি পূর্ব্বেই তোমার কোন অনিষ্ট করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে যদি মেরিয়াকে দেখিবার তোমার সাধ থাকে তাহা হইলে আমার সঙ্গে এস। আমি তোমার ন্যায় কপটী নই, যে মিথ্যা বাক্যে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। ম্যাকেয়ার আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া সদাগর মহাশয়ের পশ্চাৎগামী হইল।

প্রায় ১০ মিনিটের পর উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইয়া, যে কক্ষে মেরিয়া ছিল তথায় গমন করিল। নির্ব্বানের পূর্ব্বে প্রদীপ যেমন উজ্জল হয় ম্যাকেয়ারকে দেখে মেরিয়ার মুখমণ্ডল তেমনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ম্যাকেয়ার শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলে পর মেরিয়া তাহার হাতের উপর হাত দিয়া কহিল, "রবার্ট আমাকে বিদায় দাও। তোমাকে জন্মের শোধ দেখবার জন্য এখন আমার দেহে প্রাণ আছে। মনে সাধ ছিল যে তোমাকে সৎপথের পথিক করে সংসারে সুখী হবো; কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় তা হলো না, সেই জন্য আজ আমাকে এই জগৎ পরিত্যাগ কর্ত্তে হলো। পরম পিতা পরমেশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। এক্ষণে তোমার মুখ খানি দেখতে দেখতে মৃত্যুর কোমল অঙ্কে শায়িত হয়ে আজ সকল সুখ দুঃখ ভুলিব। তুমি আমায় এখন বিদায় দাও। রবার্ট এ দাসীর একমাত্র অনুরোধ যে তুমি আর কখন পাপ পথে পদার্পণ ক'রো না। ম্যাকেয়ার মেরিয়ার কথায় কোন উত্তর

দিতে পারে না কেবল শ্রাবণের ধারাসম নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

মেরিয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিল ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল, দেখতে দেখতে ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় শিশির পাতে কমলসম মেরিয়ার জীবন শূন্য দেহ পর্য্যঙ্কের উপর রহিল।

সদাগর মহাশয় ও তাহার পত্নি আছাড় খাইয়া পড়িল, ম্যাকেয়ার পাগলের ন্যায় হা মেরিয়া হা মেরিয়া বলে ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, বাড়ির সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। ফলতঃ সদাগর মহাশয়ের বাড়িতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল কে যে কারে প্রবোধ দেয় তার কিছুই স্থির নাই।

কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে সদাগর মহাশয় ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ম্যাকেয়ারকে কহিল "তোমার জন্য আমরা মেরিয়াকে হারাইলাম। তুমিই সেই সরলার প্রাণ নাশের প্রধান কারণ। এক্ষণে আমার গৃহ এখনি পরিত্যাগ করে যথেচ্ছা গমন কর ঐ অভাগিনী মেরিয়া তোমাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, সেই জন্য ঐ অভাগিনীর নিজের স্বম্পত্তির মূল্য স্বরূপ ৫০০০ পাউণ্ড দিতেছি, কারণ তুমি যাই করনা কেন ন্যায্য প্রাপ্ত বিষয় হতে তোমাকে বঞ্চিত করিলে আমাকে অপরাধি হইতে হইবে।" এই বলিয়া সদাগর মহাশয় ১০০০ পাউণ্ড করিয়া পাঁচখানি নোট ম্যাকেয়ারের হস্তে অর্পণ করিলেন।

ম্যাকেয়ার কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইল না অবিরল অশ্রু-

ধারায় তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। আজ তাহার মনের অভিপ্রাবান্তর; পতিব্রতার পবিত্র প্রণয়ের প্রভাবে বিমুগ্ধ, তার নিজের অন্তর নরক অপেক্ষা অপবিত্র, তার প্রণয় একান্ত স্বার্থমূলক, কাজেই তিনি নিজের অন্তরের ন্যায় সকলকে বোধ কর্ত্তেন সুতরাং কাহাকেও অকপটে বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। আজ মেরিয়ার কথায় প্রণয়ের অমূল্য মূল্য তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল, সরলা কামিনীর স্বার্থশূন্য অকপট পবিত্র প্রণয় আজ তাহার বোধগম্য হইল, তাহার জন্য যে সরলা মেরিয়া অকালে কাল কবলে নীতা হলো তাহাতে তাহার কোন সংশয় রহিল না। কাজেই হৃদয় বিদারণ ক্ষমতীব্র অনুতাপে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সদাগর মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া ম্যাকেয়ার তথা হইতে বহির্গত হইল। আজ তাহার অন্তর যেরূপ ভীষণ, যাতনায় প্রপীড়িত তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। শ্রাবণের ধারাসম অবিরল অশ্রুজলে তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল, এক একটী উষ্ণ নিশ্বাসে তাহার বিশাল বক্ষস্থল বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বিষম শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন। হায় এই কণ্টকময় বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আমার কণক লতিকা অকালে বিশুষ্ক হইল। পঙ্কিল হ্রদে পদ্মফুল কতক্ষণ ক্ষণ জীবিতা থাকা সম্ভবে। বাস্তবিক আমিই মেরিয়ার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। এই অভাগা স্বার্থপর নরপিশাচের জন্য অকালে আমার নয়ন পুতলিকে সুখদ সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। হায় কণ্টকময় বৃক্ষে বিকশিত গোলাপের ন্যায়

এই পাপাত্মা ত্রিলোক-ললাম ভূতা মেরিয়াকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু অভাগার ভাগ্য দোষে পরিপূর্ণ কুম্ভ আজ তীব্র বিষে পরিপূর্ণ হলো। আজ আমার যথার্থ সর্ব্বনাশ হলো, সকল সাধের উদ্‌যাপন হলো। আর আমার এছার জীবনে কোন কার্য্য নাই। আমি আমার প্রাণাধিক সরলা মেরিয়াঁর কার্য্য প্রতিপালন কর্ব্বো, আর কখন পাপ পথে পদার্পন কর্ব্বোনা। যখন আমার এই পাপ জীবনে কোন ফল নাই, মৃত্যুর কোমল কোল আমার শান্তির স্থল, তখন আর আমার এ ছদ্ম বেশ ধারণ কর্ব্বার আবশ্যক কি; এখনি এই কপটতা পরিত্যাগ করে পুলিসে উপস্থিত হয়ে নিজের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিগে।

এই কথা বলে সেই পরচুলোর পাকা গোঁপ দাঁড়ি সব ছিড়ে ফেলে পাগলের ন্যায় সদর রাস্তা দিয়ে যেতে আরম্ভ কল্লে। খানিক দূর এইরূপ ভাবে গিয়ে হটাৎ থমকে একটু দাঁড়িয়ে বল্লে, না হলোনা এই দগ্ধ জীবনের আর একটী কাজ বাকি আছে, সেইটি শেষ হলেই আমি হাসতেহ ফাঁসি কাটে উঠে আমার দগ্ধ প্রাণকে শীতল করি। হায় আমার মেরিয়ার ন্যায় সেই এক অভাগিনী সুধাভ্রমে বিশের হ্রদে পতিতা হয়ে ছিলো। ফুলের মালা ভেবে কাল সর্পকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলো। হায় এই অভাগার জন্য দুটি সরলা কামিনী যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে অকালে কাল কবলে নীত হয়েচে। সেই অভাগিনী স্মৃতিচিহ্ন এখনো বিদ্যমান আছে। সেইটী আমার এক মাত্র সংসার যন্ত্রণা। আমার বলতে এ অভাগার সে ব্যতীত এ জগতে আর কেহই নাই। একবার জন্মের মতন সেই মুখখানি দেখে দুএকটা

কথা বলে আমার জন্মস্থানে গিয়ে আমার এই মহা পাপের কথঞ্চিত প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো। মেরিয়ার কথা আমার মর্ম্মে গাঁথা রইলো। আর কখন ভ্রমে পাপপথে পদার্পন কর্ব্বো না এতে আমার ভাগ্যে যাই ঘটে। ওঃ পাপের কি ভীষণ যাতনা, হিতাহিত জ্ঞানের কি তীব্র তিরস্কার, হায় আমার অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্চে, জলে মলুম২, সে জ্বালা নিবারণ হবার উপায় নেই, কিছুতেই নেই। কার সাধ্য ভীম দাবানল শিশির পাতে নির্ব্বান করে। মেরিয়া আমার স্বর্গের দেবী, ঐ ঐ ঐ আমার প্রাণাধিকা মেরিয়া স্বর্গের উপরে হাঁসচে আরে হতভাগ্য নর পিশাচ ম্যাকেয়ারের সামনে ভীষণ নরকী পড়লুম পড়লুম ডুবে মলুম২, মেরিয়া রক্ষা কর২, ঐযে২ আমার মেরিয়া২ এই কথা বলে ঠিক উন্মাদের ন্যায় উদাস নয়নে, সদর রাস্তা দিয়ে জোর২ করে ছুটতে আরম্ভ করে।

প্রকৃতই ম্যাকেযার আজ যেন উন্মাদ, তার বিপুল ধৈর্য্য অসাধারণ সাহস, সকলই সহসা লুপ্ত হযেচে। এখন বোধ হয় এক জন বালক তাকে পরাস্ত কর্ত্তে সক্ষম হয়। যে হৃদয় নিষ্ঠুরতায় ও স্বার্থপরতায় নিয়ত জড়িত থাকতো, আজ সেই অন্তর নিরন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্চে। শান্তির স্থলে ঘোর বিভিসিকা রাজত্ব কচ্চে। পাষাণ সম তাহার কঠিন হৃদয় বালিকার বাক্যে বিগলিত হয়ে নরক তুল্য পাপ অন্তরে বৈরাগ্য প্রবেশ করেচে। সাহারা সম মরু ভূমে স্নিগ্ধ সলিল রাশি প্রবাহিত হয়েচে। ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়েচে ম্যাকেয়ার আজ বেশ বুঝেছে পাপীর কি ভীষণ পরিণাম।

সেই জন্য এ মানস নেত্রে যেন নরক কুণ্ড দেখতে পাচ্চেন। বাস্তবিক ম্যাকেয়ারের জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ায় তাহার পাপ কলুষিত অন্তর যেরূপ ভয়ানক যন্ত্রণায় কাতর হতে লাগলো, নরক যন্ত্রণা বোধ হয় তা অপেক্ষা অধিক যাতনাপ্রদ নয়।

প্রায় মাইল খানিক এই রকম করে দৌড়ে তারপর ম্যাকেয়ার আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ কল্লে। চন্দ্রদেবও ক্রমে অন্ধকার-রাশি ভেদ করে সুদূর গগণে উদিত হলেন। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষে চন্দ্রকর প্রতিহত হয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কিরণরাশি তরুতলে নিক্ষীপ্ত হয়ে পড়েচে। ক্কচিত প্রভাতভ্রমে কোন পক্ষী আপন পঞ্চমস্বর তুলে প্রকৃতি দেবীর গাম্ভিয্য নষ্ট কচ্চে। ম্যাকেয়ার সেই নির্জ্জন সময় ডোভারের প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে যাচ্চে। কোন প্রকার ছদ্মবেশ নাই, আত্ম রক্ষার কোন ইচ্ছা নাই, বোধ হয় আজ যেন বিপদ বাঞ্ছনীয়, মৃত্যুই সাধ।

আরো খানিকদূর গিয়ে যে স্থানে স্বহস্তে নিরপরাধ লিবুকে হত্যা করেছিলো, সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলো। ঠিক সেই স্থানে এসেই ম্যাকেয়ারের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হয়ে উঠলো, অমনি আপাদ মস্তক কম্পিত হতে লাগলো, বুক গুর্ গুর্ কর্ত্তে লাগলো, মুখ শুষ্ক হয়ে উঠলো, ফলতঃ তাহার চিত্ত এক অভাবনীয় ত্রাসে ত্রাসিত হয়ে উঠলো। আতঙ্কে অধীর হয়ে তিনি দেখলেন যেন রক্তাক্ত কলেবর লিবু তাহার সম্মুখে। এই অদ্ভুত পূর্ব্ব ভয়াবহ দৃশ্য দেখেই পবন তাড়নে কিশলয়সম তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ভীষণ ত্রাসে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিল, কিন্তু তথাপি সেই লিবুর চিত্র তাহার চিত্তে উদিত হইয়া

আরো ভীত করিয়া তুলিল। অবশেষে উর্দ্ধ হাত করিয়া ক্রন্দনের স্বরে কহিল, "রক্ষা করুন রক্ষা করুন এ পাপাত্মাকে রক্ষা করুন। জগত পিতঃ আপনার পবিত্র নাম এ নরাধমের পাপ রসনায় আজ প্রথম উচ্চারিত হলো দাময় এ নির্দ্দয়ের উপর কি বিন্দুমাত্র দয়া হবে না। ভীম সমুদ্র কি ভাগ্য হীনের ভাগ্য দোষে বিশুষ্ক হবে। আমার ন্যায় মহাপাপী আপনার পবিত্র নাম উচ্চারণের অধিকার নয়, তবে প্রভু যদি নিজগুণে এই পতিত নরাধমকে ক্ষমা করেন। বিষম পাপের যাতনায় সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হচ্চে, অন্তরে যেন দাবানল জলচে, উপায় নেই আর কোন উপায় নেই, নিশ্চয় অনন্তকাল আমাকে নরকে বাস কর্ত্তে হবে। হায়, বুঝলাম এতদিন আমি সয়তানের দাস ছিলাম, সেই জন্য এই দুর্লভ মানব জন্ম বিফলে নষ্ট কল্লুম, অমৃতের হ্রদ পরিত্যাগ করে বিষের সমুদ্রে পতিত হইলাম। সামান্য কাঁচের সহিত অমূল্য হীরক খণ্ডের বিনিময় করিলাম। হা পতিত পাবন দয়ার সাগর জগদীশ্বর যদি এ অধমকে এ যাত্রা রক্ষা করেন তা হলে নিশ্চয় মেরিয়ার কথা মত চলবো। কিন্তু প্রভো এ দাস কি আপনার কৃপা আকর্ষণে সক্ষম হবে। না কখনই নয়, আমি যে মহাপাপী, আমার পাপের ইয়ত্তা নাই। হায়, আমার পাশাব বৃত্তি চরিতার্থের জন্য ত্রিলোক ললাম-ভূতা দুটী সরলা সুন্দরীকে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে শায়িত হয়েচে, সামান্য অর্থের জন্য কতশত সুধীর নির্দ্দোষি মহাত্মাদের সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করেচে। ওঃ সে সব মহাপাতকের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ; না কখনই নাই, নিশ্চয় অনন্তকাল দারুণ নরকা-

নলে দগ্ধ হতে হবে। ঐ ঐ সম্মুখে ঐ ভীষণ নরককুণ্ড মুখব্যাদান করে আমায় আহ্বান কচ্চে পড়লুম পড়লুম রক্ষা কর, মেরিয়া প্রাণের মেরিয়া রক্ষা কর রক্ষা কর আর কখন পাপপথে পদার্পণ কর্ব্বো না।

এই কথা বলে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো গম্ভীরভাবে ম্যাকেয়ার বলতে আরম্ভ কল্লে, প্রায় ৭।৮ মাইল এইরূপে নীরবে চলে অবশেষে একখানি সামান্য হোটেলের কাছে এসে উপস্থিত হলো। প্রায় আদ ঘণ্টা তথায় বিশ্রাম করে পুনরায় সমুদ্রকূল উদ্দেশে যাত্রা কল্লে।

পূর্ব্বদিক ক্রমে রক্তিমাবরণ ধারণ কল্লে, হীরক চূর্ণের ন্যায় তারকাগুলি একে একে অনন্ত নীলাকাশে গা ঢেলে দিলে, তরুণ অরুণের কণক মূর্ত্তি দর্শনে অন্ধকার-চর ভয়ে গুহামধ্যে প্রবেশ কল্লে শীতল সমীরণ এই সুসংবাদ জ্ঞাপনের জন্য জগতে বিচরণ কর্ত্তে লাগলো।

ক্রমে ম্যাকেয়ার তরঙ্গ সঙ্কলা ভীষণ সমুদ্র তটে আসি উপস্থিত হইল, এবং একখানি ধীবরেব জাহাজে সেই প্রাতেই উঠে ফরাসি দেশ উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

গ্রেপ্তার।

ডুবিনু ডুবিনু আমি নরক মাঝারে।
কার সাধ্য মোরে পারে রক্ষিবারে॥

মহা নগরি পেরিসের অন্তঃপাতি একটী সুরম্য উদ্যানের মধ্যে একখানি কাষ্টাসনের উপর অনুতপ্ত ম্যাকেয়ার উপবেশন করিয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা কচ্চে ও এক একবার যেন কার আগমন প্রতীক্ষা কচ্চে, এমন সময় একটী ২২।২৩ বৎসর বয়সের যুবক সেই স্থানে উপস্থিত হলো যুবককে দেখে ম্যাকেয়ার অস্থিরভাবে জিজ্ঞাসা কল্লে "কেমন তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলে।" যুবক সসম্ভ্রমে উত্তর কল্লে "আজ্ঞে হাঁ সেই রুটির দোকানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তিনি এখুনি আসবেন।" ম্যাকেয়ার আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে একখানি গিনি পারিতোষিক দিয়ে বিদায় দিলে।

যুবক প্রস্থান কর্ব্বার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে এক জন লোক সেই স্থানে আগমন কল্লে। এ লোকটা পাঠকগণের পরিচিত, ম্যাকেয়ারের বিশ্বস্ত অনুচর নাম ম্যাগিং। ম্যাগিং নিকটে এসে ম্যাকেয়ারের মুখ দেখে একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা কল্লে, "গতিকে বোধ হচ্চে তোমার লণ্ডনের কারবারে কিছু লোকসান হয়েচে, কিন্তু তোমার ন্যায় উদ্যোগি পুরুষ কখনই তাকে বিমর্ষ হন না, চেষ্টা কল্লে বোধ হয় নিশ্চয় কাজ হাসিল হবে।

ম্যাকেয়ার ও পুলিস গার্ড।

মেগিংয়ের কথা শেষ হলে ম্যাকেয়ার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উত্তর কল্লে "এ জগতে আমার সকল সাধের উদ্যাপন হয়েচে, এখন মৃত্যুই আমার শান্তির স্থল, প্রাণ পরিত্যাগই প্রয়োজন। তুমি আমার বিপদের সহায় ছিলে, সেই জন্য তোমায় আজ ডাকলাম। তুমি দয়া করে সেই উকীলের বাড়ি গিয়ে আমার ব্লানেক এখন কোথায় আছে যদি জিজ্ঞাসা করে এস তাহলে আমি চির বাধিত হই, কারণ সেই মুখখানি জন্মের শোধ একবার দেখতে বড় সাধ হয়েচে। ভাই এই আমার শেষ অনুরোধ আর কখন তোমায় বিরক্ত কর্ব্বো না। অমনি কথায় বাধা দিয়ে মেগিং ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বল্লে "ম্যাকেয়ার কবে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালনে আমি পরাঙ্মুখ হই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হঠাৎ কি তুমি উন্মাদ হলে না লণ্ডন থেকে পাদরী হয়ে এলে নাকি?" ম্যাগিংয়ের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে ম্যাকেয়ার আপন মনে বলতে লাগলো; "ভাই ব্লানেক আমার চির-দুঃখিনী, এই হতভাগ্য স্বার্থপর নরাধমের জন্য সে রাজরাণী হইয়াও পথের ভিখারিণী। আহা সরলা অবলাকে আমি চিরকাল অন্ধকারে রাখিয়াছি আমার জন্য সেই সরলা হৃদয়া বালিকা অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। আমি সেই সমস্ত গুরুতর অপরাধের জন্য তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অভিলাষি। তুমি শীঘ্র তাহার সন্ধান জানিয়া আমাকে সংবাদ দাও। এই আমার জীবনের শেষ অনুরোধ।" ম্যাগিং আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া ম্যাকেয়ারের আদেশ পালনের জন্য, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ম্যাগিং প্রস্থান করিলে পর ম্যাকেয়ার পুনর্ব্বার চিন্তা সাগরে

নিমগ্ন হইল। নানাপ্রকার ভয়ানক চিন্তায় সমুদ্র মন্থনের ন্যায় তাহার চিত্ত সাগর একান্ত সংক্ষুব্ধ হইল। অতিথের কার্য্যগুলি তাহার স্মৃতিপথে উদয় হইয়া তাহাকে নিতান্ত আকুল করিয়া তুলিল। তিনি মানস নেত্রে তাহার ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া ত্রাসে ক্ষণেং কম্পিত হইতে লাগিল, স্বেদ জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইল, বানবিদ্ধ হরিণের ন্যায় শত শত বৃশ্চিকের দংশনে কাতর মনুষ্যসম ম্যাকেয়ার নিতান্ত সন্তপ্তভাবে সেই স্থানে ম্যাগিংয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ম্যাগিং সেই স্থানে প্রত্যাগত হলো। ম্যাকেয়ার আগ্রহের সহিত সংবাদ জিজ্ঞাসা কল্লে ম্যাগিং উত্তর করিল; "উকীলকে তোমার কথা মত ব্ল্যানেকের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বেটা নিতান্ত ঘৃণার সহিত রুক্ষস্বরে আমাকে বল্লে, সে জুয়াচোর বেটাকে আর মুরুব্বিয়ানা ফলাতে হবে না। ব্ল্যানেক এখন পরমসুখে তাহার স্বামীর সহিত বাস কচ্চে, আর তোমাকে তার খবর নিতে হবে না। তুমি এখন আমার বাড়ি থেকে যাও।" কাজেই আমাকে ফিরে আসতে হলো। মেগিং-য়ের কথায় ম্যাকেয়ারের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, "কি ব্ল্যানেক বিবাহ করেচে! তাহলে দেখচি এ অভাগার ক্ষিণ আশাসূত্রও ছিন্ন হয়েচে। যাক যাক আর কিছুতেই আমার আবশ্যক নাই. এ জগৎ এখন আমার চোখে ঘোর অন্ধকার যাই হোক এখন যাতে এ দগ্ধ প্রাণ শীতল হয় তার চেষ্টা দেখিগে।" এই কথা বলে পাগলের ন্যায় সাঁ সাঁ করে সে স্থান হতে চলে গেল।

ম্যাগিং ম্যাকেয়ারের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটা যে খুব ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে তা আঁচে বেশ বুঝতে পাল্লে, সেই জন্য ম্যাকেয়ারের বুদ্ধির ব্যতিক্রম হয়েচে ঠিক করে সে স্থান হতে প্রস্থান কল্লে।

ম্যাকেয়ার সেই উদ্যান হতে বহির্গত হয়ে দু চার পা যেতে না যেতেই একজন লোক এসে তার কাঁদে হাত দিলে, ম্যাকেয়ার তার মুখ দেখেই চিনতে পাল্লে অমনি আর তিনজন লোক এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

যে ব্যক্তি প্রথমে ম্যাকেয়ারের কাঁদে হাত দিয়াছিল তিনি পেরিস নগরের সহর কোতোয়াল, বাকি তিনজন তাহার অধিনস্থ পুলিস কর্ম্মচারি।

সহর-কোতোয়াল মহাশয় গম্ভীরভাবে কহিল, "ম্যাকেয়ার তুমি এখন বন্দি, যদি তুমি আমাদের নিকট হইতে পালাবার চেষ্টা কর তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা গুলি মারিয়া তোমার চেষ্টা বিফল করিব।" ম্যাকেয়ার স্থিরভাবে উত্তর করিল, "আমার এ দগ্ধ প্রাণে যখন বিন্দুমাত্র মমতা নাই, তখন পলায়নের চেষ্টা করা নিরর্থক। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি করে আমার আগমন বার্ত্তা জানতে পাল্লে, আমি কি কোন ছদ্মবেশি বন্ধুর দ্বারায় প্রতারিত হইয়াছি। শান্তি রক্ষক উত্তর করিল, "না তোমার কোন বন্ধু বিশ্বাস ঘাতক হয় নাই। তুমি যাহার নিকট একজন লোক পাঠাইয়াছিলে তিনি তোমার লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দেন, সেই ভৃত্য প্রচ্ছন্ন ভাবে আসিয়া তোমার লোককে এই বাগানে প্রবেশ

করিতে দেখিয়া আমাদের সংবাদ দেয়। আমরা সেই সূত্রে তোমার আগমন জান্তে পেরে তোমাকে এসে গ্রেপ্তার কল্লুম।" ম্যাকেয়ার আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া তাহাদের সহিত চলিল; অল্পদূর গিয়া তাহারা একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া পুলিস আদালত উদ্দেশে যাত্রা করিল।

প্রায় ১৫ মিনিট পরে তাহারা পুলিস আদালতে উপস্থিত হইয়া সাবধানে ম্যাকেয়ারকে বিচারকের নিকট লইয়া গেল। সশস্ত্র পুলিস প্রহরী ম্যাকেয়ারকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। সহর কোতোয়াল মহাশয় যেরূপে ম্যাকেয়ারকে বন্দি করিয়াছে তাহা বিচার পতির নিকট বর্ণনা করিল। তৎপরে বিচারক ম্যাকে-য়ারের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "ম্যাকেয়ার! কি অপরাধের জন্য তুমি ধৃত হইয়াছ তাহা কি জান?" ম্যাকেয়ার কথা না কহিয়া কেবল ঘাড় নাড়িয়া বিচার পতির প্রশ্নের উত্তর দিল। তখন বিচারক একজন আমলাকে ম্যাকেয়ারের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে পড়িতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ আমলা একটা নথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। "১৮২৯ খৃঃ প্রারম্ভে হেনেরি ষ্টামোর নামে এক জন ইংরাজ ভদ্রলোক বাণিজ্য করিবার উদ্দেশে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করতঃ মহা নগরি পেরিসে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এই নগরের একটী প্রধান হোটেলে বাস করেন। পেরিসে অবস্থান কালিন তিনি তাহার পুত্র চার্লস্ ষ্টামোরকে অনেক গুলি পত্র লেখেন ও ব্রস নামক তাহার একজন ভগ্নিপতির সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ করেন।

ঐ সালের ২৫ মে তারিখে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরের নিকটস্থ পল্লিগ্রাম দর্শন মানসে হোটেল হইতে বহির্গত হন, ঐদিন প্রাতঃকালে তাহার ভগ্নিপতি তাহার সহিত সাক্ষাৎ জন্য ঐ হোটেলে আসিয়াছিল। তিনি বলেন, যখন হেনেরি ষ্টামোর বহির্গত হয় তখন ছয় হাজার পাউণ্ডের নোট পকেটে করিয়া লইয়া ছিলেন। স্বভাবতঃ তাহার মন নিতান্ত সন্দিগ্ধ ছিল সেই জন্য অত টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি যে ঐ তারিখে হোটেল পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন তাহা হোটেল স্বামীর খাতার দ্বারায় সপ্রমাণিত হইবে। কিন্তু সেই দিন হইতে তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন এবং অদ্যাবধি তাহার বিষয় তাহার পুত্র বা ভগ্নিপতি কিছুই জানিতে পারে নাই।

১৮৩৪খৃঃ ১২ আগষ্ট তারিখে লণ্ডন সহরে কোন রাস্তায় ঘটনা ক্রমে এক খানি পকেট বই চার্লস ষ্টামোরের হস্তগত হয়। তিনি দেখিবা মাত্র ঐ পকেট বই চিনিলেন, ঐ খানিতে তাহার পিতা নোট রাখিতেন এবং ব্রসের দ্বারায় প্রমাণ হইবে যে পেরিসের হোটেল হইতে যাইবার কালিন এই পকেট বই খানি হেনেরি ষ্টামরের সঙ্গে ছিল। ঐ পকেট বইয়ের মধ্যে এক খানি পত্র দ্বারায় জানা যায় যে পেরিস হইতে এক বৃদ্ধা পেরিয়া বারনার্ড নামক তাহার পুত্রকে সৎপথে চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সময় ম্যাকেয়ার ও তাহার সঙ্গি বারনার্ড অন্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক লণ্ডনে বাস করিতেছে।

পরদিন চার্লস ষ্টামোর পেরিসে আসিয়া ঐ বৃদ্ধার সহিত

সাক্ষাৎ করেন এবং বৃদ্ধার টেবিলে এক ছড়া ঘড়ির চেন দেখিয়া আরো বিস্ময়াপন্ন হন, কারণ ঐ চেন তাহার পিতা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। তিনি বৃদ্ধাকে ঐ চেন কিরূপে হস্তগত হইল জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধা কহিয়াছিল যে এখান হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে লায়ন্স রেঞ্জ নামক স্থানে বনের মধ্যে একটী হোটেল আছে ঐ স্থান হইতে এক দিন রাত্রে আমার পুত্র আসিয়া এই চেন আমাকে দিয়াছিল বৃদ্ধা আরো কহিয়াছিল যে রবার্ট ম্যাকেয়ার তাহার পুত্রের এক জন প্রধান সহায়।

বৃদ্ধার নিকট এই সংবাদ পাইয়া চার্লস সেই হোটেল উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া রাত্র বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ হোটেলে তিনটি লোক বাস করিত পল নামক হোটেল স্বামী তাহার স্ত্রী ও এক জন অল্প বয়স্কা কুমারি। পল ও তাহার স্ত্রী চার্লসকে খুন করিয়া সর্ব্বস্ব লইবার জন্য পরামর্শ করে, কিন্তু ঐ বালিকা তাহাদের কুঅভি-প্রায় জানিতে পারিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহাতে পল ক্রোধান্ধ লইয়া ঐ সরলা কামিনীকে প্রহার করে; তাহার ক্রন্দন শুনিয়া টামোর নিচে আসিয়া দুরাত্মা পল তাহাকে আক্রমণ করে, কিন্তু নিজে উক্ত ব্যক্তি দ্বারায় হত হয় এবং তাহার স্ত্রী পলায়ন করে ঐ স্থানের পুলিসের খাতায় এই বিষয় লেখা আছে।

এই ঘটনার তিন দিন পরে চার্লস পুনরায় গোপনে সেই হোটেলে আসেন এবং পলের স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সকল কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কহে যে

একজন ইংরাজ পাথক আমাদের হোটেলে হত্যা হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা ও কাজ করি নাই। ম্যাকেয়ার ও বারনার্ড নামক আমার স্বামীর বন্ধুদ্বয় ঐ পথিককে সঙ্গে করিয়া আমেন ও তাহারাই খুণ করিয়াছিল। তার পর কোথায় শব রাখিযাছে জিজ্ঞাসা করায় সিড়ির নিচেয় আছে বল্লে। চার্লস সেই স্থান খুড়িয়া কতক গুলি মনুষ্যের অস্থি প্রাপ্ত হয় কিন্তু এই অবসরে ঐ দুষ্টা স্ত্রীলোক গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া পলায়ন করে, সুতরাং চার্লসকেও সে স্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে হইল।

ঐ সালের অক্টোবর মাসে চার্লস লণ্ডনে ম্যাকেযারের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ম্যাকেয়ার অনেকটা স্বীকার করে।

এই সহরের লিব্ নামে একজন পোদ্দার প্রকাশ করে যে ১৮২৯ খৃঃ ২৬ মে তারিখে একজন লোক আমুযা অনেক টাকার ইংরাজী নোট আনিযা ফরাসি টাকায ভাঙ্গাইয়া লয়. তিনি শুনিয়া ঠিক করিযাছিলেন যে ঐ সমস্ত নোট ৬০০০ পাউণ্ডের তিনি ঐ সমস্ত নোটের নম্বর নিজের কারবারি খাতায লিখিয়া রাখিযাছেন এবং সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি আরো বলেন যে তিনি দেখিলে সেই লোককে চিনিতে পারেন। চার্লস ষ্টামোর ও ব্রন্ ঐ পোদ্দারের কর্ম্ম স্থানে গিযা তাহার খাতা দেখিয়া ঠিক করিযাছেন যে যখন হেনেরি ষ্টামোর বহির্গত হয়, তখন ঐ ঐ নম্বরের নোট তাহার পকেটে ছিল।

যে স্থানে দুর্ভাগা হেনেরি হত হইযাছিলেন তাহার তিন

মাইল দূরে আর একটী হোটেলের স্বামী বলে যে উক্ত সালের ২৫ মে তারিখে একজন ইংরাজ পথিক তাহার হোটেলে আসিযা ছিলেন এবং সেই স্থানে রাত্রিবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তার পর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে। ঐ দুইজন আগন্তুকের আকার হোটেল স্বামী যাহা বর্ণনা করেন তাহাতে ম্যাকেয়ার ও বারনার্ড ভিন্ন আর কাহাকে বোধ হয় না। ক্ষণেক কথাবার্ত্তার পর ঐ দুজনের মধ্যে একজন ঐ পথিক কে বলে যে এই হোটেলের তিন মাইল দূরে আর একটী হোটেল আছে, সেখানে আপনি সুখে রাত্রবাস করিতে পারেন এবং সেখানকার দর হোটেল অপেক্ষা অনেক সুলভ। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই পথিক তাহাদের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। উক্ত হোটেল স্বামী সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছে।

চার্লস ষ্টামোর প্রগাঢ় যত্ন ও বিপুল অধ্যবসায় দ্বারায় তাহার পিতৃ হন্তার বিরুদ্ধে এই সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে।

নথি পড়া শেষ হইলে ম্যাকেয়ারের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল নীহার বিন্দুর ন্যায় উষ্ণ স্বেদ জলে তাহার গাত্র বস্ত্র অভিষিক্ত হইল, তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন বিচারক গম্ভীরস্বরে ম্যাকেয়ারকে কহিল "তোমার প্রধান বন্ধু পেরিয়া বারনার্ড এখন কোথায়?"

"তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

"কি পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে?"

"পীড়ায় নহে।"

"তবে কি অস্ত্রাঘাতে?"

"না বন্দুকের গুলিতে।"

"কে তাহাকে খুণ করিযাছে?"

"ঘটনাক্রমে আমিই তাহার প্রাণ নাশের কারণ হইযাছি।"

এই কথা বলিযা বাবনাডের মৃত্যুর সকল কথা খুলিযা বলিল। বিচারপতি কহিলেন "দেখ সে বৃদ্ধা তাহার পুত্রের ঈদৃশ শোচনীয পরিণাম কিছুমাত্র জ্ঞাত হয নাই। যখন সাক্ষ্য দিতে আসিবে এ কথা সকলে গোপন করিযা রাখিবে।" তার পর ম্যাকেযারের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বন্দি তোমার অপরাধ নিতান্ত গুরুতর; আগত দাযবার রাজকীয উচ্চ আদালতে তোমার বিচার হইবে। আপাততঃ তুমি লাফোর্স নামক সুদৃঢ় কারাগারে বাস কর, কিন্তু সাবধান এবার পলায়নের চেষ্টা করিলে নিশ্চয মৃত্যু হইবে, কারণ রাত্রদিন সশস্ত্র প্রহরী তোমার পাহারায নিযুক্ত থাকিবে। এই কথা বলিয়া ম্যাকেয়ারকে বিদায দিলেন. প্রহরীরা তাহাকে আদালত গৃহের বাহিরে আনিযা একখানি গাড়ি করিয়া কারাগার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ফরাস দেশের পাকা বদমাইস অসমসাহসী ডাকাত ও বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহীদের জন্য এই কারাগার নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং অতীব সুদৃঢ়। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর ও নদী তুল্য গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। সম্মুখে প্রকাণ্ড লৌহ ফটক, ফটকের পর প্রশস্ত প্রাঙ্গন। চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, ইহাই কয়েদিদের আবাস স্থান। প্রত্যেক বন্দির জন্য এক একটী সতন্ত্র কুঠারি, ঐ কুঠারির খুব উচ্চে একটী মাত্র ছোট জানলা, তাহা খুব মোটা লোহার গরাদে

সুড়ঙ্গ, সম্মুখের দ্বারে প্রকাণ্ড লৌহের কপাট। ফলত সেই স্থান হইতে পলায়ন নিতান্ত অসম্ভব।

প্রহরীরা ম্যাকেযারকে নিয়ে সেই যমপুরী সদৃশ লাফোর্স নামক কারাগারের ফটকের মধ্যে প্রবেশ কল্লে। তার পর কারাধ্যক্ষ আসিয়া ম্যাকেযারকে সেইরূপ একটী সুদৃঢ় কুঠুরির মধ্যে নিয়ে গিয়ে বল্লে "মহাশয় আমি আমার কর্ত্তব্য অনুরোধে চলিতে বাধ্য যে আপনার নিকট যা কিছু অর্থ মূল্যবান দ্রব্য ও পত্রাদি আছে তাহা আমাকে অর্পণ করুন, যদি কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে আমি নিজে পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইব।" ম্যাকেযার কোন বাক্যব্যয় না করে তাহার ঘড়ি অঙ্গুরি ও সদাগর মহাশয় প্রদত্ত সমস্ত অর্থ প্রদান করিল কারাধ্যক্ষ সেই সমস্ত লইয়া প্রস্থান করিল এবং সেই লৌহদ্বার বন্ধ হইল। বিশেষ সতর্কতার জন্য একজন সশস্ত্র প্রহরী সেই দ্বারের সম্মুখে রহিল।

ম্যাকেযার সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যে এক খানি লোহার খাটের উপর খড়ের গদি দেওযা একটী বেশ পরিষ্কার বিছানা, একটী ছোট পাথরের গাঁথা টেবিল ও দুই খানি লোহার কেদারা।

ম্যাকেযার শারীরিক ও মানসিক উভযেই নিতান্ত ক্লান্ত, কাজেই সেই বিছানার উপর গিয়ে শুযে পড়লো এবং সর্ব্ব সন্তাপ হারিনী নিদ্রা তাহাকে তার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিলে।

নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখিল যে সন্ধ্যা হইযা গিযাছে, একজন কর্ম্মচারি আসিয়া এক আলো, কিছু খাবার ও একগ্লাস জল

রাখিয়া চলিয়া গেল, ম্যাকেয়ার নিজের সুদারুণ চিন্তায় বিভোর কাজেই ক্ষুধায় তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। কেবল দারুণ তৃষ্ণায় সেই সমস্ত জলটী পান করিয়া নিদ্রা গেল, কিন্তু তাহার সুনিদ্রা হইল না। ক্ষণে ক্ষণে ভয়াবহ কুস্বপ্ন তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

পরদিন প্রাতঃকালে কারাধ্যক্ষ আসিয়া কহিল "আপনার যে টাকা জমা আছে তাহা হইতে আপনি উপযুক্ত উকীল নিযুক্ত করিতে পারেন, ম্যাকেয়ার কহিল এ সহরে কোন আইন ব্যবসায়ির সহিত আমার জানা শুনা নাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমার স্বাপক্ষে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে আমি নিতান্ত বাধিত হই। কারাধ্যক্ষ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উত্তর করিল এই সহরে একজন নবীন ব্যরিষ্টার আছেন। তনি বয়সে স্বল্প হইলেও বিদ্যা বুদ্ধিতে হীন নহেন। আজ কাল উচ্চ আদালতে ফৌজদারি মোকর্দ্দমায় তাহার সমকক্ষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার মতে তাঁকে নিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত। "তাহাই হোক," বলে ম্যাকেয়ার চুপ করে রইলো। কারাধ্যক্ষ আর কোন বাক্যব্যয় না করে দোরে চাবি দিযে প্রস্থান কল্লে।

বৈকালে একজন অল্প বয়স্ক সুন্দর পুরুষ কারাধ্যক্ষের সহিত সেইখানে উপস্থিত হলো। ইনিই ম্যাকেয়ারের উকীল, দেখলেই খুব প্রতিভাশালী বলে বোধ হয়; বয়স আন্দাজ ২৮।২৯ নাম ডিমণ্ট।

কারাধ্যক্ষ চলে গেলে ডিমণ্ট ম্যাকেয়ারের সঙ্গে তাহার

মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে সব জিজ্ঞাসা পড়া কর্ত্তে লাগলো। অনুষ্ঠানের কোন সাক্ষী আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় ম্যাকেয়ার বল্লে “পলের স্ত্রী যদি জীবিত থাকে সেই একজন প্রধান সাক্ষী, কিন্তু বোধ হয় আমার বিপক্ষে কখনই সাক্ষ্য দেবে না, কারণ তাহা হইলে তাহারো বিপদ, তারপর উকীল মহাশয সব কথা খুটিযে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগলো, পরিশেষে ম্যাকেয়ার জিজ্ঞাসা কল্লে “কত দিন বাদে আমার বিচার আরম্ভ হবে।”

উকীল। প্রায় দুই সপ্তাহ বাদে ; কিন্তু আমি মনে কল্লে আরো একমাস সময নিতে পারি, তোমার কি ইচ্ছা ?

ম্যাকেযার। না যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। এ অবস্থা আমার নিতান্ত অসহ্য হযেচে।

তারপর ডিমণ্ট বিদায় গ্রহণ কল্লেন। ম্যাকেযার আপনার দুঃশ্চিন্তার সহিত অতি কষ্টে তথায কাল যাপন করিতে লাগিল।

দিন দুই পরে একদিন ম্যাগিং ম্যাকেযারকে দেখতে কারাগারে উপস্থিত হলো। দুইজন কর্ম্মচারি তাঁকে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিযে দোর বন্ধ করে প্রস্থান কল্লে। ম্যাগিং একখানা কেদারায় বসে ম্যাকেযারকে বল্লে “বোধ হয় এখন তোমার চিত্ত চাঞ্চল্য দর হযেচে। ভীম সমুদ্র যে শফরি ফুৎকারে বিচলিত হবে এ নিতান্ত অসম্ভব। যাই হোক দুর্ব্বল মশক বৃন্দ লতাপাশে মত্ত হস্তিকে আর কত দিন আবদ্ধ রাখবে।

ম্যাকেয়ার। ভাই সত্য বলচি, আমার এ পাপ জীবনে কিছুমাত্র মমতা নাই, পূর্ব্বেকার সাহস আমাকে পরিত্যাগ করেচে, এখন বোধ হয় একজন বালক আমাকে পরাস্ত কর্ত্তে পারে।

ম্যাগিং। ম্যাকেয়ার এ তোমার নিতান্ত ভ্রম। এ সংসারে জীবন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। নিতান্ত কাপুরুষেরা জীবনে হতাশ হয়, কিন্তু মেধাবি তেজস্বী ব্যক্তি চেষ্টা ও উদ্যোগ দ্বারায় সকল প্রকার পার্থিব বিপদকে ব্যর্থ করে। তোমারও উচিৎ সহস্র চেষ্টায় নিজের জীবনকে রক্ষা করা বিশেষ আমরা তোমার সহায় থাকিতে যমেও তোমাকে আটক রাখিতে পারে না।

ম্যাকেয়ার। ভাই এখনো আমার বিচার হয় নাই, নিশ্চয় যে আমার প্রাণদণ্ড হইবে কোন স্থিরতা নাই। হয়তো আদালতে আমার দোষ সম্যক প্রমাণ হতে না পারে, বিশেষ এক জন মেধাবী উকীল আমাকে অনেক আশা দিযাছে। সুতরাং এখন ঈদৃশ অসম সাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হতে ইচ্ছা হচ্চে না। যদি আমার দোষ সপ্রমাণিত হয়, এবং প্রাণ বধের দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাহলে তখন তোমার পরামর্শ গ্রহণ কর্ব্বো। এখন দেখা যাক আমার বিচারে কি হয়। "তোমার যেমন ইচ্ছা আমরা সেইরূপ কাজ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি" বলে ম্যাগিং বিদায় গ্রহণ কল্লে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বিচার।

বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান।
এইবার ঘুঘু তোমার বধিবে পরাণ॥

প্রবাদ।

ক্রমে ম্যাকেয়ারে বিচারেরর দিন সংক্ষেপ হয়ে এলো। সহরময় এই বিষয় নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলতে লাগলো, খবরের কাগজের একটা খোরাক জুটলো, প্রাসাদ হইতে পর্ণ কুটীর অবধি এই কথার ডাক্র ডিস্ মস্ হতে লাগলো।

বিচারের পূর্ব্ব দিন ডিমণ্ট ম্যাকেয়ারের নিকট এসে তাকে প্রস্তুত হতে বল্‌লেন ও সময়োচিত কথা বার্ত্তা কয়ে প্রস্থান কল্লেন।

বিচারেব দিন কারাধ্যক্ষ আরো চারজন সশস্ত্র প্রহরীর সহিত একখানি শকটে ম্যাকেয়ারকে নিয়ে রাজকীয় উচ্চ আদালত উদ্দেশে যাত্রা করিল।

বেলা প্রায় ৯টার সময় ম্যাকেয়ারকে লইয়া শকট আদালত গৃহে উপস্থিত হইল, ইতি পূর্ব্বেই আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়াছে তিলমাত্র স্থান নাই, সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া শত শত গুরুতর অপরাধে অপরাধি ম্যাকেয়ারের খুণি মামলার বিচার দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা কচ্চে।
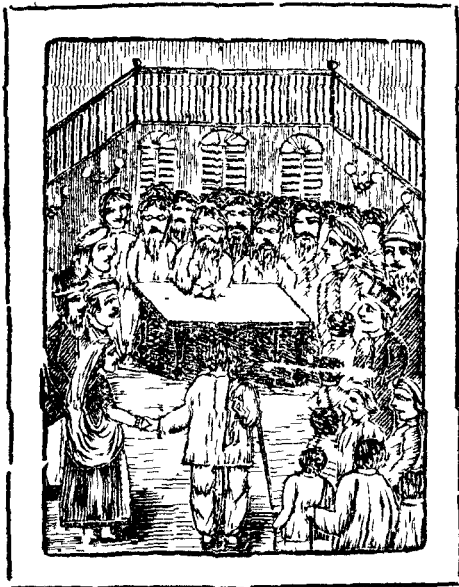
বিচারালয়।

ম্যাকেযার কোন দিকে না যাইয়া ঘাড়টী হেট করিযা নূতন্ জামাই বাবুর মতন সেই লোক সমুদ্র ভেদ করিয়া আদালতের গৃহের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিযা উপবেশন করিল।

ফরাসি জাতির শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা রাজকীয উচ্চ আদালতের প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বিতলে একটী প্রশস্ত কক্ষের মধ্যে গাম্ভীর্য্যের অবতার তুল্য একজন বর্ষিযান বিচারপতি উচ্চাসনে উপবিষ্ট, ডান দিকে সম্ভ্রান্ত অপক্ষপাতি জুরিগণ, নিজ নিজ আসনে শোভা পাইতেছেন। বিচারপতির বাম দিকে অপরাধির কাটরা ও সম্মুখে উকীল মোক্তারদের আসন।

আজ সহস্র সহস্র দর্শকে সেই কক্ষ পরিপূর্ণ, সকলেই উদ্‌গ্রীব হইযা বিচার দেখিবার জন্য ব্যস্ত।

প্রহরীর সাহায্যে গোল নিবারিত হইলে, ও সকল জুরিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে, প্রথমে সর্কারি উকীল মহাশয গাত্রোত্থান করিযা কহিলেন "বিচারপতি ও মাননীয জুরিগণ কেবলমাত্র আমার কর্ত্তব্যের অনুরোধে ও দেশের সুশাসনের জন্য যে অপরাধে প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য সাজা নাই, সেই গুরু-তর অপরাধে আমার একজন স্বদেশীয ভ্রাতাকে অপরাধি করি-বার জন্য প্রয়াস পাইতেছি। বন্দির চরিত্র যে একান্ত ভীষণ ও তাহার নাম যে জন-সমাজে ভযাবহ তাহা কাহারো অবিদিত নাই। অপরাধি যে আবাহমান-কাল দস্যুবৃত্তি করিযা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহা নিশ্চিত, সুতরাং এ প্রকার ভীষণ প্রকৃতি লোকের এ জগতে কোন কার্য্যই অকার্য্য নাই।

আসামীর পূর্ব্বকৃত শত শত অপরাধ সপ্রাণ করা অদ্য

আমার অভিপ্রেত নয। আসামী যে ১৮২৯ খৃঃ ২৫ মে রাত্রিতে নিরপরাধ হেনেরি ষ্টামোরকে পলের হোটেলে খুণ ও লুণ্ঠন করে যাহার প্রমাণ ও সাক্ষী সকল ঐ মৃত ব্যক্তির পুত্র অনেক কষ্টে ও বিপুল পরিশ্রমে সংগ্রহ করে, আমি অদ্য সেই খুণি মোকর্দ্দাব বিচার প্রার্থনা করি। দৈবের অনুকুলে, বারনার্ডের নিকট পকেট বইখানি পেযে চার্লস ষ্টামোর যেরূপে পর পর জলন্ত প্রমাণ সকল প্রাপ্ত হইযাছে, তাহাতে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে আসামীকে আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক নরহত্যা অপরাধে অপরাধি করিতে সমর্থ হইব। আমি এক্ষণে অপ-রাধির অপরাধে সম্যক সপ্রমাণ করিবার জন্য মাননীয় বিচার-পতি ও সম্ভ্রান্ত জুরি মহাশযদের নিকট আমাদের পক্ষিয় সাক্ষী-দের আহ্বান করি।

প্রথমে চার্লস ষ্টামোর সাক্ষ দিতে এলো। তিনি সেই রাত্রে পকেট বই পাওযা অবধি বৃদ্ধার বাটীতে যাইয়া যেরূপে তাহার পিতার গলার চেন দেখিয়াছিলেন ও তার পর পলের হোটেলে দুইবার যাইয়া যাহা যাহা ঘটিযাছিল সমস্ত বলিলেন। দর্শকবৃন্দ তাহার এজেহার শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তার পর ডিমণ্ট জেরা করিতে আরম্ভ করিল, প্রায় দুই ঘণ্টার পর তবে ষ্টামো-রকে পরিত্রাণ দিল।

তার পর বৃদ্ধা বারনার্ডকে আনিয়া হাজির করিল। বৃদ্ধ কহিল যে ম্যাকেয়াবের সহিত তাহার পুত্রের নিতান্ত ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব, এবং পলের হোটেল তাহাদের প্রধান আড্ডা; একদিন রাত্রিতে সম্ভতঃ সেই আড্ডা হইতে আসিয়া আমাকে এই চেন

ছড়া দেয়।" সেই চেন আদালতে বাহির করিলে ষ্টামোর ও ব্রস্ হেনেরি ষ্টামোরের গলায় ছিল সনাক্ত করে। বৃদ্ধা সাক্ষী দিতে দিতে পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিচারপতি তাহাকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বিদায় দিল। মণ্ট তাহাকে আর বেশি জেরা করিল না।

তাহার পর পোদ্দার লিবু সাক্ষ দিতে উপস্থিত হইল। ঐ ব্যক্তি আপনার কারবারের খাতা খুলিয়া ও ম্যাকেয়ারকে দেখাইয়া কহিল যে ২৬ মে ১৮২৯ খৃঃ প্রাতঃকালে এই ব্যক্তি আসিয়া ৬০০০ পাউণ্ডের নোট আমার নিকট হইতে ভাঙ্গাইয়া লয়, সেই নোটের নম্বর আমার খাতায় আছে। সেই সব নম্বর দেখিয়া ব্রস্ কহিল যে এই এই নম্বরের নোট ষ্টামোরের নিকটে ছিল।

তাহার পর সেই হোটেলস্বামী আসিয়া কহিল "যে ১৮২৯ খৃঃ ২৫ মে বৈকালে একজন ইংরাজ পথিক আমার হোটেলে আসে এবং রাত্র বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে আমি হোটেলের নিয়মানুসারে আমার খাতায় তাহার নাম লিখি, কিন্তু তাহার পর (ম্যাকেয়ারকে দেখাইয়া কহিল) এই ব্যক্তি ও ইহার এক জন সঙ্গি আসিয়া তাহাকে আরো সুলভে রাত্র বাসের স্থান দেবে বলায় পথিক ইহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার হোটেল পরিত্যাগ করে, ও ইহাদের সঙ্গে যায়। আমি তাহার পর উহার নাম খাতা হইতে কাটিয়া দি। এখন সেই সালের খাতায় সেই রোজের সেই নাম কাটা আছে। পোদ্দার খাতা দাখিল করিলে হাকিম ও জুরিগণ দেখিল যে ১৮২৯ খৃঃ ২৫ মে

তারিখে হেনেরি ষ্টামোর এই নাম কাটা আছে। ডিমণ্ট এই সাক্ষীকে অনেক জেরা করিল কিন্তু কিছুই বিশেষ ফল হইলনা।

দর্শকগণ রুদ্ধশ্বাসে নীরবে এই সমস্ত সাক্ষীদের এজাহার শুনিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে চার্লস ষ্টামোরের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিল এমন সময় সরকারি উকীল মহাশয় বক্তৃতা করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিল। "মাননীয় বিচারপতি ও জুরি মহাশয়গণ, যদিও ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে একটী শ্রেষ্ট জীবের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা তথাপি আপনারা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এই প্রধান রাজধর্ম্ম আপনাদের দ্বারায় সম্যক পরিরক্ষিত হয়। আপনারা সমস্ত প্রমাণাদি শ্রবণ করিয়া ন্যায় বিচার করুন ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

চার্লস ষ্টামোর অতি কষ্টে যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে যে খুণ প্রমাণ হইবে তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

হোটেল স্বামীর খাতা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে হতভাগ্য হেনেরি প্রথমে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর আসামীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ হারায়, তাহার পর দিন ঐ আসামী ষ্টামোরের নোটগুলি পোদ্দারের নিকট ভাঙ্গাইয়া লয় ইহাও পোদ্দারের সাক্ষে প্রমাণ হইয়াছে;

বারনার্ড যে ম্যাকেয়ারের প্রধান সঙ্গি তাহা তাহার মাতার দ্বারায় সপ্রমাণিত হইয়াছে, সেই বারনার্ডের নিকট মৃত ব্যক্তির

ব্যাপ্ত হইয়া ক্রমে লীন হইয়া গেল ; প্রহরীগণ অতি সাবধানের সহিত ম্যাকেয়ারকে গাড়িতে তুলিয়া লাফে।সাভিমুখে যাত্রা করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মুক্তি।

ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা সহজ তো নয়।
জলন্ত অনল কভু কাপড়ে লুকায়॥

ম্যাকেয়ার কারাগারে আসিয়া বিষম মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শয্যার উপর শয়ন করিল। হৃদয় বিদারণ-ক্ষম এক একটী উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাসে তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতে লাগিল, শ্রাবণের ধারাসম অশ্রুনীরে তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল। যদিও ক্লিমণ্ট মুখে তাহাকে অনেক আশ্বাস দিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহার মনে বিন্দুমাত্র আশার সঞ্চার হয় নাই, তিনি মনে মনে বেশ বুঝিয়াছেন যে কোন তার্কিক তর্ক দ্বারায় এ যাত্রা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, কাজেই ভাবি মৃত্যু ভয়ে তাহার নির্ভীক হিয়া আরো কাতর হইয়া উঠিল।

প্রবল বাত্যায় ভীম সমুদ্র যেমন একান্ত বিচলিত হয়, অতি-তের কার্য্যগুলি স্মৃতিপথে উদয় হইয়া ম্যাকেয়ারের চিত্তকে

তেমনি নিতান্ত আকুল করিয়া তুলিল। ভীম দাবানল সন্নিভ বিষম অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ম্যাকেযার বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে আপনা আপনি বলতে লাগিল। "এত দিনের পর সেই ত্রিলোক-ললাম-ভূতা ললনার অভিশাপ ফলিল! পাপ কলুষিত এই ঘৃণিত জীবন পরিত্যাগ করিতে আমি বিন্দুমাত্র কাতর নই; কিন্তু মনে বড় দুঃখ রহিল যে আমার প্রিয়তমা মেরিযার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম হলুম। হায় আমার ন্যায পাষণ্ড নরপিশাচ এই সংসারে আর কেহই নাই, আমার পক্ষে মৃত্যুই শান্তির স্থল, প্রাণ পরিত্যাগই প্রয়োজন।"

ম্যাকেযার এইরূপে আক্ষেপ কচ্চে, এমন সময় সুদৃঢ় লৌহ কপাট ঝনঝনা শব্দে উদ্ঘাটিত হলো, এবং ম্যাকেযারের বিপদের সহায প্রিয বন্ধু মেগ্নিং সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কল্লে।

মেগিং গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হযে অশ্রুজলে প্লাবিত ম্যাকেযারকে দেখে পাদরীর মতন গম্ভীরভাবে বল্লে "এ কি সামান্য শফরি ফুৎকারে ভীম সমুদ্র আজ কি জন্য বিচলিত হলো, ক্ষুদ্র পক্ষীর পক্ষ তাড়নে সুমেরু শিখর বিকম্পিত হওযা যে নিতান্ত অসম্ভব। তোমার ন্যায় অসম সাহসী ব্যক্তির নির্ভীক হৃদয যে স্ত্রীলোকের ন্যায় শোকের শাসনে বিগলিত হবে, এ যে কখনই বিশ্বাস যোগ্য নয। এখন মনকে দৃঢ় করে আমার উপদেশ মতন কার্য্য কর, তাহলে"—মেগিংযের কথায় বাধা দিয়ে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ম্যাকেযার উত্তর কল্লে ""আর আমায় দুরাশার উচ্চ শিখরে তুলো না, আমি এখন নিরাশার গভীর কূপে নিপতিত

হয়েচি, আর আমার রক্ষা নাই নিশ্চয গুলুটাইনের * সাহায্যে আমার সর্ব্ব সুখ দুঃখের অবসান হবে।" মেগিং সেইরূপ গম্ভীর ভাবে উত্তর কল্লে "ম্যাকেয়ার এই বালকত্ব পরিত্যাগ করে, সাহসে হৃদয়কে বাঁধ। আমি কথনই তোমার ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় মরিতে দিব না, কারণ আমরা যখন বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া অত্যাচারী রাজার গর্ব্ব খর্ব্ব করতঃ ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্রের বীজ রোপন করিব তখন তোমার ন্যায় সাহসিক ব্যক্তির সাহায্য আমাদের নিতান্ত অবশ্যক হবে। তুমি যদি আমাদের নেতা হও তাহলে কার্য্য সিদ্ধ হবার কোন সন্দেহ থাকবে না।" ম্যাকেয়ার ঘোর বিষাদে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর কল্লে "আর ভাই আমার কোন উপায় নেই।" ভূমে সজোরে পদাঘাত করে মেগিং বল্লে "অবশ্য আছে এই রাত্রেতে কাজ শেষ কর্ত্তে হবে. কারণ কল্য তোমার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হলে, এথান হতে তোমাকে নিয়ে কেল্লার মধ্যে রাখবে, সেখানহতে কার্য্য সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। কাজেই এই রাত্র বই আর সময় নেই। তুমি বালকত্ব পরিত্যাগ করে সাহসে বুক বাঁধ। রাত্র ১০টার পর হতে কাজ আরম্ভ কর্ব্বে, আমরা গাড়ি নিয়ে বাহিরে অপেক্ষা কর্ব্বো তোমার ঘরের বাইরে কজন রক্ষক থাকে?

ম্যাকেয়ার। একজন মাত্র।

মেগিং। যদি আবশ্যক হয় তাকে ঘুম পাড়াতে হবে।

---

* মস্তকচ্ছেদনের যন্ত্র বিশেষ। দণ্ডিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দাড় করিয়া কল ঘুরাইলে আপনি ছুরি বাহির হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মস্তক দেহচ্যুত হয়।

ম্যাকেয়ার। না তা আর আমার দ্বারা হবে না। আমার এই পাপ জীবন রক্ষার জন্য আর একজন নির্দ্দোষি ব্যক্তির প্রাণ হরণ কর্ত্তে কখনই পার্ব্বো না। এতে আমার অদৃষ্টে যাই হয় হবে।

মেগিং। আচ্ছা তা নাই কর, তাতে কোন ক্ষতি নাই, তুমি অন্য উপায়ে কাজ হাসিল করো। যখন তোমায় প্রাণ দণ্ড হবে তখন ধরা পড়লেই বা ক্ষতি কি; মৃত্যু অপেক্ষা আর কি দণ্ড আছে। তবে একটু বিশেষ সাবধানের সহিত কাজ কর্ব্বে।

ম্যাকেয়ার। আমার কাছে তো কোন প্রকার সবঞ্জাম নাই।

মেগিং। আমি সব যোগাড় করে এনেচি। এই কথা বলে মেগিং তার বড় কোটের পকেট হতে একটী ছোট পুঁটুলি বার করে ম্যাকেয়ারের হাতে দিয়ে বল্লে "এর ভিতর সব দরকারি জিনিশ আছে, তোমাকে কিছুমাত্র খুজতে হবে না। তাহলে আমি এখন আসি, যা বল্লুম সেই রকম কাজ ক'রো। আমরা বাইরে থাকবো শিশ দিলে উত্তর পাবে।"

এই কথা বলে মেগিং বিদায় গ্রহণ কল্লে, প্রহরীরা আসিযা সেই সুদৃঢ় লৌহ কপাট বন্ধ করিযা দিল।

মেগিং প্রস্থান করিলে পর ম্যাকেয়ার সেই পুঁটুলি খুলিয়া দেখিল যে তাহাতে একখানি লাক্ষোসের নকসা বড় বড় ১০ ১২টা পেরেক খানিকটা খুব শক্ত দড়ি দুইখানা উকা দুইটা পিস্তল একটা হাতুড়ি ও এক শিশি ক্লোরাফরম * রয়েচে।

* আরক বিশেষ। ঘ্রাণ মাত্রেই সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

ম্যাকেয়ার এই সমস্ত সরঞ্জাম দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বিছানার নিচে লুকাইয়া রাখিল।

ক্রমে রাত্র ৯টা বেজে গেল, কারাধ্যক্ষ সমস্ত কয়েদির ঘরে চাবি দিয়ে ম্যাকেয়ারের গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখলে ম্যাকেয়ার লক্ষ্মী ছেলেটীর মতন বিছানায় চুপ্ করে বসে আছে। কারাধ্যক্ষ তার ঘরে চাবি দিয়ে বাহিরে একজন প্রহরী রেখে প্রস্থান কল্লে।

কারাধ্যক্ষ চলে গেলে ম্যাকেযার শয্যা হতে উঠলো। যে গৃহে ম্যাকেয়ার বন্দি ছিল তাহার খুব উপরে একটী মাত্র ছোট জানলা ছিল, কিন্তু তাতেও খুব মোটা লোহার গরাদে দ্বারা ঘেরা। ম্যাকেয়ার সেইখান দিয়ে যাবার রাস্তা ঠিক করে খুব আস্তে আস্তে দেয়ালের উপর একটা পেরেক মেরে তার উপর পা দিয়ে উঠে সেই জানলার গরাদে একহাতে ধরে অন্য হাতে সেই ধারালো উকোর দ্বারা গরাদে কাটতে আরম্ভ কল্লে। ম্যাকেয়ারের কার্য্যের সাহায্যের জন্য আকাশে ভয়ানক মেঘ হলো, ক্ষণে ক্ষণে গগণের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত অবধি বিদ্যুল্লতা খেলতে লাগলো, ঘন ঘন বজ্রধ্বনি হতে লাগলো। একটু পরে মুশলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো।

এই দৈব দুর্যোগে ম্যাকেয়ার মনে মনে আনন্দিত হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে, এক একটী বজ্রধ্বনি হয়, আর উকোর এক এক চোপ মারে, এইরূপে অল্প ক্ষণের মধ্যে মাজখানের দুটো গরাদে কেটে ফেল্লে।

গরাদে কাটা হলে সেই দড়ি সর্পিল শেষ গরাদেতে খুব শক্ত

করে বেঁধে, সেই দাড় ধরে অতি কষ্টে সেই জানলা দিয়ে গলে দড়ি গাছটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিলে, তার পর সেই দড়ি ধরে সড় সড়্ করে নিচেয় এসে পড়লো।

মেগিং প্রদত্ত নক্‌সাখানি ম্যাকেয়ার খুব ভালো করে দেখেছিল, সুতরাং রাস্তা জানতে তার কোন কষ্ট হলো না। কারাধ্যক্ষ ও বেশি প্রহরীরা যে দিকে থাকে সে দিকে না গিয়ে অন্য রাস্তা ধরে খুব সাবধানে জুতো হাতে করে যেতে আরম্ভ কল্লে। একে অন্ধকার তায় আবার মেঘাচ্ছন্ন সুতরাং প্রাচীরের উপরকার প্রহরীরা কেহই দেখতে পেলে না। এক একবার যেই বিদ্যুৎ চমকায় আর অমনি সেইখানে ঝাঁ করে শুয়ে পড়ে, এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টায় ম্যাকেয়ার অতীব উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হয়ে আস্তে আস্তে শিশ্ দিলে। শিশ দেবা মাত্র ম্যাকেয়ার বাইরে থেকে শিশ্ শুন্‌তে পেযে সেই দিকে গেল এবং পেরেক মেরে ক্রমে ক্রমে প্রাচীরের উপর আস্তে আস্তে উঠতে আরম্ভ কল্লে। পাছে পেরেক মারার শব্দ কেউ শুনতে পায়, এই ভেবে ম্যাকেয়ারের মুখে ঠিক বিড়ালের ঝগড়া কর্ত্তে লাগলো ও সেই শব্দে পেরেক মেরে ঝাঁ ঝাঁ করে প্রাচীরে উঠতে লাগলো, প্রহরীরা বিড়াল দুটো ঝগড়া কচ্চে মনে করে কোন সন্দেহ কল্লে না, কেবল এক একবার মুখে দুর্ দুর্ করে বিড়াল দুটোকে তাড়াবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগলো।

মেগিং বাহিরে থেকে বিড়ালের ঝগড়া শুনে তার মানে বুঝতে পাল্লে এবং ঠিক হয়ে ম্যাকেয়ারের আগমন প্রতিক্ষা কর্ত্তে লাগলো।

অল্পক্ষণ পরে ম্যাকেয়ার সেই প্রাচীরের উপর উঠে তার মাথায় একটা পেরেক পুতলে অবসর বুঝে মেগিং নিচে হতে দড়ির সিঁড়ি ছুড়ে ফেলে দিলে, ম্যাকেয়ার সেই সিঁড়ি পেরেকে আটকে দিয়ে সড়্ সড়্ করে নেমে এলো।

ম্যাকেয়ার যখন সেই দড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামচে, সেই সময় বিদ্যুতের আলোতে উপর হতে একজন প্রহরী দেখতে পেলে যে একজন কয়েদি পালাচ্চে, ঐ প্রহরী দেখবামাত্র তখনি গুলি কল্লে কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ গুলি ম্যাকেয়ারের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। বন্দুকের শব্দে অপর প্রহরীরা জাগরিত হলো কিন্তু সদর দরজা খুলে বেরুতে না বেরুতে ম্যাকেয়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলো এবং তৎক্ষণাৎ ঐ গাড়ি নক্ষত্রবেগে অদৃশ্য হয়ে পড়লো।

উপসংহার ।

—:o:—

চার্লস ষ্টীমোর ও ব্লানেক যে বাড়িতে বাস কচ্চে, সেই বাড়িতে এক জন লোক গিয়ে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা কল্লে "তোমাদের কর্ত্রী-ঠাকুরাণী কোথায়।" দরোয়ান কহিল আমাদের প্রভু এখন গৃহে নাই, কিন্তু গিন্নি ঐ বারাণ্ডায় আছেন। "এই উত্তম অবসর" এই কথা বলে সেই লোকটা সেই বারাণ্ডার কাছে উপস্থিত হয়ে ব্লানেককে দেখে বল্লে "ব্লানেক তুমিকি আমায চিনিতে পার" ব্লানেক এক দৃষ্টে এই আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে "আপনি না আমাকে সেই রাস্তা থেকে ধরে এনেছিলেন, আমি তজ্জন্য আপনার উপর রাগ কচ্চি না, কারণ তাতেই আমার মহান্ উপকার হয়েছিল, যাইহোক আপনি এখানে কেন এলেন।" ব্লানেকের কথায কোন উত্তর না দিয়ে সেই লোকটা জিজ্ঞাসা কল্লে "ব্লানেক কার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েচে, তার নাম কি।

ব্লানেক। তার নাম চার্লস ষ্টীমোর। নিবাস লণ্ডনে।

এই কথায সেই লোকটার মাথায যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। নিকটস্থ একখানা কেদারায বসে পড়ে মনে মনে বলতে লাগলো "এই সংসারে যে আমার পরম শত্রু, যার জন্য আমার সর্ব্বনাশ হযেচে, আমার মৃত্যুই যার একান্ত অভিলাষ সেই কি না আমার ব্লানেকের স্বামী। হা ঈশ্বর কার সাধ্য তোমার নির্দ্দিষ্ট ঘটনা স্রোত অতিক্রম করে।"

ব্লানেক এই লোকটার রকম দেখে ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পাচ্চেনা। এক দৃষ্টে লোকটার মুখপানে চেয়ে বল্লে "আপনার নাম না কাপ্তেন রোজভেলি? সেই লোকটা উত্তর কল্লে "না মা ওটা আমার জাল নাম আমার যথার্থ নাম রবার্ট ম্যাকেয়ার।"

পথিক যেতে যেতে পথে হটাৎ কেউটে সাপ দেখলে সে যেমন চমকে উঠে, সেইরূপ এই নাম শুনে ব্লানেক সেইরূপ চমকে উঠলো। ব্লানেককে ভীতা দেখে ম্যাকেয়ার বল্লে "মা ভয় নেই এই হতভাগ্য নরাধম তোমার পিতা, এই পাপাত্মার জন্য তোমারি জননী অকালে কাল গ্রাসে পতিতা হয়েচে। তোমার চাঁদমুখ খানি জন্মের শোধ দেখবার জন্য জেল হতে পালিয়ে এখানে এসেছি।

দয়ার প্রস্রবণ তুল্য ব্লানেকের সরল হৃদয় এই কথায় বিগলিত হয়ে গেল। তিনি বালিকার ন্যায় কাঁদতে কাঁদতে বাবা বাবা বলে ম্যাকেয়ারের পায়ের উপর পড়লো, ম্যাকেয়ারও সস্নেহে তাকে আলিঙ্গন কল্লে। এমন সময় ষ্টামোর সেই স্থানে উপস্থিত হলো তিনি ম্যাকেয়ারকে দেখেই ক্রোধে অধীর হয়ে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়ে ম্যাকেয়ারের গলা ধরে বল্লে "নরপিশাচ পালিয়ে এসে আমার বাড়ি আশ্রয় নিয়েচিস আর তোর নিস্তার নাই। ব্লানেক সকাতরে বল্লে "নাথ আমার অনুরোধে একে ক্ষমা করুন। "কখনই নয় আমার পিতৃ হন্তা পাপাত্মা কখনই ক্ষমার পাত্র নয়, ব্লানেক কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্লে "তবে আপনি কি আমার পিতার মৃত্যুর কারণ হবেন। এই কথায় ষ্টামোর নিতান্ত বিস্মিত হয়ে বল্লে। কি ম্যাকেয়ার তোমার পিতা! এই কণ্টকময় বিষবৃক্ষে

এরূপ এই কনক-পদ্ম বিকসিত হয়েচে। - যাই হোক আপনি যখন ব্লানেকের পিতা তখন অবশ্য ক্ষমার পাত্র কিন্তু আমার বাটী আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়, আপনি অন্য কোথাও পলায়ন, করুন আমি বরং কিছু সাহার্য্য কচ্চি। এই কথা বলে কিছু অর্থ ম্যাকেয়ারকে দিলে ম্যাকেয়ার সেই অর্থ নিয়ে তাদের আশীর্ব্বাদ করে খিড়কির দোর দিয়ে পলায়ন কল্লে।

ম্যাকেয়ার স্বুইজারলেণ্ডে গিয়ে শান্ত ভাবে বাস কত্তে লাগলো মাসেং ব্লানেককে পত্র লিখতো তার পর এক বৎসর বাদে অন্য হাতের লেখা এক খানা পত্র এলো সেই পত্র পড়ে ব্লানেক কেঁদে ফেল্লে, কারণ তাতে লেখা ছিল যে চারদিন হলো ম্যাকেযার অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়েচে।

সস্ত্রীক পকলিংটন মেরিয়া বিরহে নিতান্ত কাতর হযে কেণ্টল বেরিতে বাস কত্তে লাগলো। বৃদ্ধা বারনার্ডকে ষ্টামোর প্রতিপালন কত্তে লাগলেন লিনসডি একটা নব্বুই বৎসরের যুবতিকে বিবাহ করে সুখে দিন পাত কত্তে লাগলো। মেগিং প্রভৃতি ব্রজ বালকেরা এক ডাকাতি মকদ্দমায় ধরা পড়ে। যাবজ্জীবনের জন্য দীপান্তরে গেল, আমাদের আখ্যারিকাও এই খানে শেষ হলো।

সর্ণম্পূ।